Boighar.com

Z@far's

বইঘর নিবেদন

শর্টকাট

এফিসিয়েন্ট টেকনিক ও নলেজ

বইঘর নিবেদন
IUD & Boighar

সংকলনে
মোঃ আবু জাফর

[জটিল টপিক্সগুলো মনে রাখার শটকার্ট টেকনিক ও বিভিন্ন ফিচার।]

নিউ দিশারী পাবলিকেশন্স-ঢাকা
Email: newdishari@gmail.com
www. facebook.com/newdishari

boighar
IUD

সকল শিক্ষার্থী এবং যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য...

NDP
শর্টকাট
এক্সিলেন্ট টেকনিক ও নলেজ
EXCELLENT TECHNIQUE & KNOWLEDGE

(শর্ট টেকনিকসহ বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নোত্তর এবং স্মরণীয় বাণী ও ফিচার।)

সংকলনে

মোঃ আবু জাফর

এম.এফ, বি.এ, এম.সি.পি (আমেরিকা)

হায়ার ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড প্রোগ্রামিং

বহু গ্রন্থের প্রণেতা, সম্পাদক ও প্রকাশক।

নিউ দিশারী পাবলিকেশন্স

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা।

সু-সংযোগঃ ০১৮৪২-০৫৮২০০, ০১৯৪২-০৫৮২০০

ইমেইলঃ newdishari@gmail.com

সাধারণ জ্ঞান
শর্টকাট
এক্সিলেন্ট টেকনিক ও নলেজ

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশকাল:
নভেম্বর, ২০১৬

সতর্কীকরণঃ
এ বইয়ের কোন অংশ মুদ্রণ কিংবা ফটোকপি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং কপিরাইট আইনে আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ।

বর্ণবিন্যাস ও প্রচ্ছদঃ
নিউ দিশারী পাবলিকেশন্স
কম্পিউটার সেকশন

পরিবেশক
ইনকিলাব পাবলিকেশন্স
বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন- ০২-৯৫৮০৬৯৪, ০১৭১২-৮৯১৪৫১

মূল্য ঃ সাদা: ৬০/- (ষাট) টাকা মাত্র।

যেভাবে পুস্তকটি সাজানো হয়েছে

জটিল টপিক্সগুলো মনে রাখার শটকার্ট টেকনিক বা কৌশল (Shortcut Technique) ----------৩
শর্টকাট টেকনিক বাংলা ---------- ১৭
বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত দেশী-বিদেশী শব্দ ------- ২৪
মাত্র ২৫ সেকেন্ডেই করে ফেলুন অংক ---------- ২৫
ইংরেজি সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রসমূহ-------- ২৭
ইংরেজি শব্দের বানান এর এক্সক্লুসিভ সব নিয়ম- ২৮
Study related words (বিদ্যা সংক্রান্ত শব্দ)২৯
Common Mistake ---------- ৩১
কিছু ইংরেজি শব্দের মজার তথ্য ---------- ৩৩
ব্যাংক ও বিসিএস-এর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ১০০টি Synonyms (বাংলা অর্থ সহকারে) --------- ৩৪
The Phrasal verbs- Same meaning of different Phrasal Verbs ----------৩৬
ইংলিশে সুন্দর করে কথা বলার জন্য কিছু উপমা-৩৭
খুব গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্যাত ১১১টি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার + আবিষ্কারক ও উদ্ভাবকের নাম + আবিষ্কারকের দেশ + আবিষ্কারের সাল বা সময় ---------- ৩৮
বিভিন্ন অর্থে কাছাকাছি কয়েকটি শব্দ---------- ৪১
নেই-নয়-নাই; হয় না- থাকে না- ছিল না------- ৪২
তথ্য বৈচিত্র্য---------- ৪৪
সবচেয়ে বেশি/বড়- সবচেয়ে কম/ছোট--------- ৪৭
ভৌগোলিক নাম পরিচিত---------- ৪৮
"মানবদেহ" -এর এমসিকিউ প্রস্তুতির জন্য সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ের ১০০টি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর - ৪৮
বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম এবং উপাধি বিষয়ক প্রশ্নোত্তর---------- ৫১
৫০টি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির নাম ও তার ব্যবহার- ৫৩
জেনে নিন দেশভিত্তিক মুসলিম জনসংখ্যা ------ ৫৪
ইন্টারভিউয়ে বসে ভুলেও ৫ প্রশ্ন করতে নেই চাকরি প্রার্থীদের---------- ৫৪
সফল হতে চাইলে ব্যর্থতা থেকে নিন ৩ শিক্ষা -- ৫৫
৩টি জিনিস---------- ৫৬
স্মৃতি শক্তি বাড়াতে মহানবী (স.) ৯টি কাজ --- ৫৭
পবিত্র কোরআন শরীফের সকল সূরার নামের বাংলা অর্থ ---------- ৫৯
পবিত্র কোরআনের বিস্ময়কর তথ্য!---------- ৬০
আল্লাহর গুণবাচক ৯৯টি নাম-এর Arabic, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ (English Translation) ---৬০
বাংলা কথোপকথনে বহুল প্রচলিত ৭৫টি প্রাচীন প্রবাদ ও প্রবচন (অর্থসহ) ---------- ৬৪
ওয়ারেন বাফেট এর ১৫টি অসাধারণ উক্তি (ব্যাখ্যাসহ) ---------- ৬৬
শিক্ষা বিষয়ে ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত উক্তি------ ৬৬
৫০টি লাইফ চেইঞ্জ বাণী বা উক্তি যা আপনার জীবনের চিন্তাভাবনাকে বদলে দিতে পারে------ ৬৮
হযরত আলী (রাঃ)-এর বিখ্যাত বাণী বা উক্তিসমূহ -- ৬৯
'বড়লোক' হতে আপনার বাধা এই বিষয়গুলো -- ৭০
লাইফের জন্য বিল গেটসের বেস্ট কিছু পরামর্শ- ৭১
কম্পিউটারের ফাংশন কী-এর ব্যবহার --------- ৭২
কতিপয় হেলথ টিপস্---------- ৭২
English Verbs of Body Movement--৮০

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
EDIT
SCAN
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

জটিল টপিক্সগুলো মনে রাখার শর্টকার্ট টেকনিক বা কৌশল (Shortcut Technique)

a) জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সদরদপ্তর

টেকনিক:- জাতিসংঘের যে সকল সংস্থার প্রথমে **W** ও শেষে **O** আছে ওই গুলোর সদর দপ্তর 'জেনেভা'। যেমন-

* WTO→ জেনেভা।
* WHO → জেনেভা।
* WMO→ জেনেভা।
* WIPO→ জেনেভা।
* ILO → জেনেভা।

বাকিগুলো .....

* **FAO**→ রোম।
* **IMCO**→ লন্ডন।
* **IMO**→ লন্ডন।
* **ICAO**→ মন্ট্রিল।
* **UNESCO**→ প্যারিস।
* **NATO**→ ব্রাসেলস।
* **UNIDO**→ ভিয়েনা।

টিপস: অর্থ ও টাকা সংক্রান্ত সকল সংস্থার সদর দপ্তর 'ওয়াশিংটন ডিসি'।

টিপস : খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদর দপ্তর 'রোম'। (WFP, FAO)।

b) বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইনসভার নাম

• যেসব রাষ্ট্রের আইন সভার নাম কংগ্রেস:

টেকনিক: কলি B B A পড়তে নেপাল থেকে চীনে চলিয়া গেল।

ক→ কলাম্বিয়া, লি→ লিবিয়া,
B → ব্রাজিল, B→ বলিভিয়া,
A → আমেরিকা, নেপাল → নেপাল,
চীনে → চীন, চলিয়া → চিলি

• যেসব দেশের আইন সভার নাম পার্লামেন্ট:

টেকনিক: আকাবা এর গ্রাম থেকে আনা জামা, সেন্ট, ফ্রাই কই?

আ- আলজেরিয়া, কা-কানাডা/কাজাখিস্তান,
বা- বাহরাইন/ বার্বাডোস/বাহমাস,
গ্রা- গ্রানাডা, ম- মরোক্কো,
আ- আন্টিগুয়া, না- নামিবিয়া,
জা- জার্মানি/জ্যামাইকা,
মা-মালয়েশিয়া/মাদাগাস্কার,
সেন্ট- সেন্ট লুসিয়া; ফ্রা- ফ্রান্স/ফিজি;
ই-ইতালি; ক-কলম্বিয়া/কঙ্গো,
ই-ইথিওপিয়া।

c) বিভিন্ন সংস্থার বা গ্রুপের দেশগুলি

• Scandinavian States এর সদস্য

* টেকনিক: FINDS

F → Finland, I → Iceland;
N → Norway; D → Denmark,
S → Sweden

• 7 SISTERS: ভারতের ৭টি অঙ্গরাজ্য

* কৌশল: আমি অমেত্রি মনা

আ → আসাম (গোয়াহাটি),
মি → মিজরাম (আইজল),
অ → অরুনাচল (ইন্দিরাগিরি),
মে → মেঘালয় (শিলং),
ত্রি → ত্রিপুরা (আগরতলা),
ম → মনিপুর (ইম্ফল),
না → নাগাল্যান্ড (কোহিমা)
(বি: দ্র:- বন্ধনির ভিতর সংশ্লিষ্ট প্রদেশের রাজধানি)

• সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো:

USSR ভুক্ত ১৫টি রাষ্ট্র:

* কৌশল: ALL K KUTTA RAB ZUM (আল কে কুত্তা রেব জুম)

A → এস্তনিয়া, L → লাটভিয়া,
L →লিথুনিয়া, K → কাজাখকিস্তান,
K → কিরঘিস্তান, U → উজবেকিস্তান,
T → তাজিকিস্তান, T → তুর্কেমেনিস্তান,
A → আজারবাইজান, R → রাশিয়া,
A → আর্মেনিয়া, B → বেলারুশ,
Z → জর্জিয়া, U → ইউক্রেন,
M → মলদভা

• SUPER SEVEN দেশ:

* কৌশল: থামাই সিতাদহ

থা → থাইল্যান্ড, মা → মালয়েশিয়া,
ই → ইন্দোনেশিয়া, সি → সিঙ্গাপুর,
তা → তাইওয়ান, দ → দক্ষিণ কোরিয়া,
হ → হংকং

• FOUR IMAGINE TIGERS দেশ:
* কৌশল: সিতাদহ
সি → সিঙ্গাপুর, তা → তাইওয়ান,
দ → দক্ষিণ কোরিয়া, হ → হংকং

• পারমাণবিক সাবমেরিন আছে: ৬ টি দেশ:
* কৌশল: RUN BF CI
R → রাশিয়া, U N → যুক্তরাষ্ট্র,
B → ব্রিটেন, F → ফ্রান্স,
C → চীন, I → ভারত

• বিভিন্ন Golden
Golden Cresent: মাদক উৎপাদক অঞ্চল।
* কৌশল: "আপাই"
আ → আফগানিস্তান,
পা → পাকিস্তান, ই → ইরান
Golden Ways: মাদক চোরাচালানের জন্য বিখ্যাত ৩টি দেশ। * কৌশল: "নেভাবা"
নে → নেপাল, ভা → ভারত,
বা → বাংলাদেশ।
Golden Triangle: মাদকের জমজমাট আসর ৩টি দেশ। * কৌশল: "মাথাল"
মা → মায়ানমার, থা→ থাইল্যান্ড, ল→ লাওস।
Golden Village: বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার ২৬টি গাজা উৎপাদনকারী অঞ্চল।

• CIRDAP-এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো:
* কৌশল: MTV FILM BS NIPAI
M= Malaysia, T = Thailand,
V = Vietnam, F = Filipine,
I = Indonesia, L = Laos,
M = Mayanmar, B = Bangladesh,
S = Srilanka, N = Napal,
I = Iran, P = Pakistan,
A = Afganistan, I = India.

• GPEC ভুক্ত দেশগুলো:
কৌশল: ইরান ইরাকের ইক্ষু, আম, আলু ও লেবুতে ভেজাল নাই। সৌদি আমারে কাতুকুতু দেয়।
ইরান= ইরান, ইরাক = ইরাক,
ইকু = ইকুয়েডর, আম = অ্যাঙ্গোলা,
আলু = আলজেরিয়া, লেবু = লিবিয়া,
ভেজাল = ভেনেজুয়েলা, নাই = নাইজেরিয়া,
সৌদি = সৌদি আরব,
আমারে = সংযুক্ত আরব আমিরাত,
কাতু = কাতার, কুতু = কুয়েত।

• GCCভুক্ত দেশগুলো: উপসাগরীয় সহযোগীতা পরিষদ।
কৌশল: ওমা সৌদি বেয়াইন আমারে কাতুকুতু দেয়।
ওমা-ওমান, সৌদি- সৌদি আরব,
বেয়াইন-বাহরাইন,
আমারে- সংযুক্ত আরব আমিরাত,
কাতু-কুয়েত, কুতু-কাতার
পারস্য উপসাগরীয় দেশ- GCC+ ইরাক, ইরান।
আরব উপদ্বীপ- GCC+ ইয়েমেন।

• ECO ভুক্ত দেশসমূহ:
* টেকনিক: আ ই তু + ৭ স্তান
আজারবাইজান, ইরান,
তুরস্ক, আফগানিস্তান,
পাকিস্তান, কাজাখাস্তান,
কিরগিজস্তান, তুর্কিমেনিস্তান,
তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান

• বাল্টিক রাষ্ট্র (৩টি)
* কৌশল: ALL
A→ এস্তনিয়া, L→ লাটভিয়া, L→ লিথুনিয়া

• ASEAN ভুক্ত ১০টি দেশ
* কৌশল: MTV এর FILM দেখালে BCS হবেনা।
M → মালয়েশিয়া (কুয়ালামপুর),
T → থাইল্যান্ড (ব্যাংকক),
V → ভিয়েতনাম (হ্যানয়),
F → ফিলিপাইন (ম্যানিলা),
I → ইন্দোনেশিয়া (জাকার্তা)
L → লাওস (ভিয়েন তিয়েন)
M → মায়ানমার (নাইপিদ);
B → ব্রুনাই (বন্দার দেরি বেগাওয়ান);
C → কম্বোডিয়া (নমপেন),
S → সিঙ্গাপুর (সিঙ্গাপুর সিটি)
(বিঃ দ্রঃ- বন্ধনির ভিতর সংশ্লিষ্ট দেশের রাজধানি)
দক্ষিণপূর্ব এশিয়া: ASEAN + পূর্ব তিমুর।

• শর্টকার্ট টেকনিক : G-8 এর সদস্য দেশ ৮টি
কৌশল: "রাজা ফ্রাই, কই ও জাম পছন্দ করেন।"
রা → রাশিয়া, জা → জাপান,
ফ্রা → ফ্রান্স, ই → ইতালি,
ক → কানাডা, ই → ইংল্যান্ড,
জা → জার্মানি, ম → মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

• **শর্টকার্ট টেকনিক D-8 (Developing Eight) ভুক্ত দেশসমূহ**

* কৌশল: বাপ মা নাই তুমিই সব।

বা→ বাংলাদেশ, পা → পাকিস্তান,
মা → মালয়েশিয়া, না → নাইজেরিয়া,
ই → ইন্দোনেশিয়া, তু → তুরস্ক,
মি → মিশর, ই → ইরান।

সদর দপ্তর: ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।

• **টেকনিক : সার্ক এর দেশ এবং রাজধানী**

SAARC→ South Asian Association for Regional Cooperation, (SAARC)-(৮টি দেশ)

* কৌশল: MBA IS BNP

(Key Word → Country (Capital))

M → Maldives (Male);
B → Bangladesh (Dhaka);
A → Afghanistan (Kabul);
I → India (New Delli);
S → Srilanka (Sri, Jayawardenapura-Kotte);
B → Bhutan (Thimphu);
N → Nepal (Kathmundu);
P → Pakistan (Islamabad).

d) বিভিন্ন অঞ্চলের দেশগুলো

*** মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ মনে রাখার সহজ কৌশল**

টেকনিক সুমি তুই আজ ওই বাম সিলিকা র কুলে।

সু- সুদান/ সৌদিআরব, মি- মিশর,
তু- তুরস্ক/ তিউনিসিয়া, ই- ইরাক/ ইসরাইল,
আ- আলজেরিয়া/ আরব আমিরাত,
জ- জর্ডান, ও- ওমান,
ই- ইরান/ইয়েমেন, বা- বাহরাইন,
ম- মরক্কো, সি- সিরিয়া,
লি- লিবিয়া, কা- কাতার,
কু- কুয়েত, লে- লেবানন।

• **দক্ষিণ এশিয়ার দেশ (৮টি)**

কৌশল: MBA IS BNP

M → মালদ্বীপ, B → ভুটান,
A → আফগানিস্তান, I → ইন্ডিয়া/ভারত,
S → শ্রীলঙ্কা, B → বাংলাদেশ,
N → নেপাল, P → পাকিস্তান

• **দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ**

কৌশল: পার্বতী MTV তে FILM দেখে BCS দিতে পারেনি।

পার্বতী: পূর্ব তিমুর, M → মালয়েশিয়া,
T → থাইল্যান্ড, V → ভিয়েত,
F → ফিলিপাইন, I → ইন্দোনেশিয়া,
L → লাউস, M → মায়ানমার,
B → ব্রুনাই C → কম্বোডিয়া,
S → সিঙ্গাপুর

• **পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো মনে রাখার সহজ কৌশল**

* কৌশল: তাজাকোচি।

তা → তাইওয়ান, জা → জাপান,
কো → কোরিয়া (উত্তর, দক্ষিণ);
চি → চীন

• **দূরপ্রাচ্যের দেশগুলো মনে রাখার সহজ কৌশল**

* কৌশল: তাজাকোচিফিম।

তা → তাইওয়ান, জা → জাপান,
কো → কোরিয়া (উত্তর, দক্ষিণ);
চি → চীন, ফি → ফিলিপাইন,
ম → মঙ্গোলিয়া

• **উত্তর আফ্রিকার দেশগুলো মনে রাখার কৌশল**

* কৌশল: MoSST WEAL come

দেশ (রাজধানী)
Mo → মরক্কো (রাবাত);
S → সুদান (খার্তুম);
S → দক্ষিণ সুদান/ South Sudan (জুবা);
T → তিউনিশিয়া (তিউনিশ);
W → পশ্চিম সাহারা (West Sahara) (আল আইয়ুন);
E → মিশর/ Egypt (কায়রো);
A → আলজেরিয়া (আলজিয়ার্স);
L → লিবিয়া (ত্রিপোলি)

• **মধ্য আফ্রিকার দেশগুলো মনে রাখার কৌশল**

* কৌশল: চাঁদ মধ্য গগনে কেমনে থাকি একা সাথী বিহনে।

দেশ (রাজধানী)
চীন (এনজামেনা)
মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র (বেঙ্গুই);
গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (কিনশাশা);

গ্যাবন (লিব্রেভিলে);
নিরক্ষীয় গিনি (মালাবো);
ক্যামেরুন (ইয়াউন্ডি);
এঙ্গোলা (লুয়ান্ডা); কঙ্গো (ব্রাজাভিল);
সাওটম এন্ড প্রিন্সিপে (সাওটোম)

● দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর নাম মনে রাখার কৌশল

কৌশল: BBC Vs APEC & Ur GP

B → ব্রাজিল; B → বলিভিয়া;
C → কলম্বিয়া; V → ভেনিজুয়েলা;
S → সুরিনাম, A → আর্জেন্টিনা,
P → পেরু, E → ইকুয়েডর,
C → চিলি, Ur → উরুগুয়ে,
G → গায়ানা, P → প্যারাগুয়ে

৫) বিভিন্ন দেশের মুদ্রা

● যে সকল দেশের মুদ্রার নাম "দিনার"

*কৌশল: আজ তিসা ও লিবা কই ডিনার করবে?

আ → আলজেরিয়া, জ → জর্ডান,
তি → তিউনিশিয়া, সা → সার্বিয়া,
লি → লিবিয়া, বা → বাহরাইন,
ক → কুয়েত, ই → ইরাক,
ডিনার → দিনার।

● যে সকল দেশের মুদ্রার নাম "ডলার"

* কৌশল: গনী মাঝির জামাই HSC পাশ করে BBA পড়তে অস্ট্রেলিয়া গেল

গ→ গায়ান, নি → নিউজিল্যান্ড,
মা → মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ঝি → জিম্বাবুয়ে,
জা → জামাইকা H → হংকং,
S → সিংগাপুর, C → কানাডা,
B → বেলিজ, B → ব্রুনাই,
A → এন্টিগুয়া ও বারমুডা,
অস্ট্রেলিয়া → অস্ট্রেলিয়া, গেল→ গ্রানাডা।

● যে সকল দেশের মুদ্রার নাম "ক্রোনা"

ক্রোনা স্কেন্ডেনেবিয়ার ৫টি দেশের (ফিডে আসুন) মধ্যে ৪টির মুদ্রা ক্রোনা, শুধু ফিনল্যান্ডের ইউরো।

* টেকনিক: "ফিডে আসুন"

১. ফিনল্যান্ড, ২. ডেনমার্ক,
৩. আইসল্যান্ড, ৪. সুইডেন,
৫. নরওয়ে।

● যে সকল দেশের মুদ্রার নাম পাউন্ড

কৌশল: যুক্তরাজ্যে সিসা মিলে? পাউন্ড

যুক্তরাজ্য- যুক্তরাজ্য সি- সিরিয়া
সা- সাইপ্রাস মি- মিশর
লে- লেবানন

● যে সকল দেশের মুদ্রার নাম শিলিং

কৌশল: সোমবারে কেউ তাস খেলো? শিলিং

সোম- সোমালিয়া কে- কেনিয়া
উ- উগান্ডা তাস- তাঞ্জানিয়া

● যে সকল দেশের মুদ্রার নাম লিরা

কৌশল: তোর বেটি?

তোর- তুরস্ক বেটি- ভ্যাটিকান

৬) বিভিন্ন লেখকের লেখা মনে রাখার শর্টকাট টেকনিক

✪ নজরুলের উপন্যাসগুলি জানার টেকনিক

কুহেলিকা মৃত্যুক্ষুধায় বাঁধন হারা হয়ে গেল।

১। কুহেলিকা ২। মৃত্যুক্ষুধা
৩। বাঁধন হারা

✪ নজরুলের নাটক স্মরণে রাখার টেকনিক

"আলেয়া পুতুলের বিয়েতে ঝিলিমিলি রঙের শাড়ি পড়েছে"

১। আলেয়া ২। পুতুলের বিয়ে
৩। ঝিলিমিলি

✪ নিচের লাইন দুইটি আয়ত্ব করতে পারলে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ১২টি উপন্যাসের নাম মুখস্ত করার দরকার হবেনা।

"বৌয়ের চোখে চার নৌকাডুবি দেখে দুইবোন করুনার শেষে চতুর রাজর্ষি গোরাকে নিয়ে ঘরেবাইরে যোগাযোগ করল"

১। বৌয়ের- বৌ ঠাকুরানীর হাট
২। চোখে-চোখের বালি
৩। চার-চার অধ্যায়
৪। নৌকাডুবি-নৌকাডুবি
৫। দুই বোন-দুইবোন
৬। করুনা-করুনা
৭। শেষে- শেষের কবিতা
৮। চতুর-চতুরঙ্গ
৯। রাজর্ষি-রাজর্ষি
১০। গোরা-গোরা

১১। ঘরে বাইরে-ঘরেবাইরে
১২। যোগাযোগ- যোগাযোগ

✪ রবীন্দ্রনাথের নাটক মনে রাখার টেকনিক

রাজা অচলায়াতন বিরকুমারকে ডেকে রক্ত করবী মুক্ত মুকুট নিয়ে অরুনাচল অরুপরতনকে সঙ্গে নিয়ে কালের যাত্রায় বিসর্জন দিতে তাসের দেশে গেলেন।

১। রাজা-রাজা
২। অচলায়তন-অচলায়তন
৩। চিরকুমার-চিরকুমার সভা
৪। ডেকে-ডাকঘর
৫। রক্তকরবী-রক্তকবরী
৬। মুক্ত-মুক্তধারা
৭। মুকুট-মুকুট
৮। অরুনাচল-অরুনাচল
৯। অরুপরভন-অরুপরতন
১০। কালের যাত্রায়-কালের যাত্রা
১১। বিসর্জন-বিসর্জন
১২। তাসের দেশ-তাসের দেশ

✪ জসীম উদ্দীনের কাব্যগ্রন্থগুলো মনে রাখার টেকনিক

রাখালীদের বালুর চরের ধানক্ষেতে মা জননী হাসুকে নিয়ে সুচয়নী জলের লেখায় সজন বাদিয়ার ঘাটে হলুদ বরন নক্সীকাথা বিছিয়ে গল্প করছে।

১। রাখালী- রাখালী
২। বালুরচর- বালুরচর
৩। ধানক্ষেত- ধানক্ষেত
৪। মা জননী-মা যে জননী কান্দে
৫। হাসু- হাসু
৬। সূচয়নী- সূচয়নী
৭। জলের লেখায়- জলের লেখায়
৮। সজন বাদিয়ার ঘাটে- সজন বাদিয়ার ঘাট
৯। হলুদবরন- হলুদবরন
১০। নক্সীকাঁথা- নক্সীকাঁথা

✪ প্রথম কাব্যগ্রন্থ মনে রাখার টেকনিক

জসীম উদ্দীনের রাখালীর বিয়েতে রবীন্দ্রনাথ বনফুলের মিষ্টি ফররুখ আহম্মদ সাত সাগরের মাঝিকে জীবনানন্দ ঝরে পালকের মালা মধুসুদন তিলোত্তমাকে ও নজরুল অগ্নিবীনা বাজিয়ে আহসান হাবীবকে সঙ্গে নিয়ে রাত্রিশেষে প্রস্থান করিল।

১। জসীম উদ্দীনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ- রাখালী
২। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ - বনফুল
৩। ফররুখ আহমেদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ- সাত সাগরের মাঝি
৪। জীবনানন্দ দাসের প্রথম কাব্যগ্রন্থ- ঝরা পালক
৫। মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ- তিলোত্তমা সম্ভাষণ
৬। নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ- অগ্নিবীনা
৭। আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ- রাত্রিশেষ

✪ প্রথম উপন্যাস মনে রাখার সহজ টেকনিক

রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরানীর হাটে গোলাম মোস্তফার রূপ দেখে প্যারিচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল ও নজরুল বাঁধন হারা হয়ে গেল এবং বিভূতিভূষণের প্যাচালি শুনে আবুল ফজলের হৃদয় চৌচির হয়ে গেল।

১। রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস- বৌঠাকুরানীর হাট
২। গোলাম মোস্তফার প্রথম উপন্যাস- রূপের নেশা
৩। প্যারিচাঁদ মিত্রের প্রথম উপন্যাস- আলালের ঘরের দুলাল
৪। নজরুলের প্রথম উপন্যাস-বাঁধন হারা
৫। বিভূতিভূষণের প্রথম উপন্যাস- পথের প্যাচালি
৬। আবুল ফজলের প্রথম উপন্যাস- চৌকির

✪ শরৎচন্দ্রের উপন্যাস মনে রাখার সহজ টেকনিক

বড়দিদি মেজদিদিকে নিয়ে পল্লীসমাজের গৃহদাহে বসবাস করে। সেখানে চরিত্রহীন চন্দ্রনাথও ছিল। দেবদাস ও বিপ্রদাসের মধ্যে কিছু দেনা পাওনা ছিল। শেষের পরিচয় ঘটল শ্রীকান্ত ও শুভদার সাথে পথের দাবী তুলে তাঁরা শেষ প্রশ্ন করল। নববিধানে নিস্কৃতি মিলল। দত্তা বৈকন্ঠের উইল করিয়া বিরাজ বৌ কে পরিনীতা হিসেবে গ্রহণ করবে।

১। বড়দিদি
২। মেজদিদি
৩। পল্লীসমাজ
৪। গৃহদাহ
৫। চরিত্রহীন
৬। চন্দ্রনাথ
৭। দেবদাস
৮। বিপ্রদাস
৯। দেনা-পাওনা
১০। শেষের পরিচয়
১১। শ্রীকান্ত
১২। শুভদা

১৩। পথের দাবী ১৪। নববিধান
১৫। দত্তা ১৬। বৈকণ্ঠের উইল
১৭। বিরাজ বৌ ১৮। পরিনীতা

✪ রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প মনে রাখার সহজ টেকনিক

পোষ্টমাষ্টার রবিবার অপরিচিতা কাবুলিওয়ালাকে নিয়ে দেনা পাওনা সমাপ্তি করার জন্য দৃষ্টিহীন মাষ্টার মশায়ের নষ্টনীড়ে একরাত্রি অবস্থান করবেন। হৈমন্তি দিদি তিন সঙ্গীকে দেখে রৌদ্রেও মেঘের মত ক্ষেপে পয়েলা নম্বরে পারিবনা বলে ঠাকুরদার ঘরে গিন্নীর বেশে গমন করিল।

১। পোষ্টমাষ্টার ২। রবিবার
৩। অপরিচিতা ৪। কাবুলিওয়ালা
৫। দেনা পাওনা ৬। সমাপ্তি
৭। দৃষ্টিহীন ৮। মাষ্টারমশায়
৯। নষ্টনীড় ১০। একরাত্রি
১১। হৈমন্তি ১২। দিদি
১৩। তিনসঙ্গী ১৪। রৌদ্র ও মেঘ
১৫। পয়েলা নম্বর ১৬। ঠাকুরদা
১৭। গিন্নী

✪ জীবনানন্দ দাসের কাব্য মনে রাখার টেকনিক

মহা রূপসী বনলতার সাতটি ধূসর পান্ডুলিপি

১। মহা-মহা পৃথিবী
২। রূপসী-রূপসী বাংলা
৩। বনলতা-বনলতা সেন
৪। সাত-সাতটি তারার তিমির
৫। ধূসর পান্ডুলিপি- ধূসর পান্ডুলিপি

✪ রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গল্পের টেকনিক

মহামায়া একরাত্রি পাত্র পাত্রীকে নষ্টনীড়ে অবস্থান করার জন্য মাল্যদান করে শাস্তি দিলেন।

১। মহামায়া ২। একরাত্রি
৩। পাত্র-পাত্রী ৪। নষ্টনীড়
৫। মাল্যদান ৬। শাস্তি

✪ শওকত ওসমানের বিখ্যাত উপন্যাসগুলি মনে রাখার সহজ টেকনিক

জননী বনি আদমকে দেখে ক্রীতদাসের হাসি হাসলেন।

১। জননী ২। বনি আদম
৩। ক্রীতদাসের হাসি

✪ জহির রায়হানের উপন্যাস মনে রাখার টেকনিক

হাজার বছর ধরে আরেক ফাল্গুন মাসে বরফ গলে নদী হচ্ছে।

১। হাজার বছর ধরে ২। আরেক ফাল্গুন
৩। বরফ গলা নদী

✪ ড. মোঃ শহীদুল্লাহ-এর সাহিত্য মনে রাখার টেকনিক

ড. মোঃ শহীদুল্লাহ বাংলা সাহিত্যের কথায় বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত টানলেন ভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে।

১। বাংলা সাহিত্যের কথা
২। বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত
৩। ভাষা ও সাহিত্য

✪ বঙ্কিম চন্দ্রের গ্রন্থ মনে রাখার সহজ টেকনিক

দুর্গেশ নন্দিনী মৃনালীনির আনন্দমঠে বিষবৃক্ষ উহল করিয়া ইন্দিরার কপাল কুন্ডলা দিলেন।

১। দুর্গেশ নন্দিনী- দুর্গেশনন্দিনী
২। মৃনালীনি- মৃনালীনি
৩। আনন্দমঠ- আনন্দমঠ
৪। বিষবৃক্ষ- বিষবৃক্ষ
৫। উইল- কৃষ্ণকান্তের উইল ৬। ইন্দিরা- ইন্দিরা
৭। কপালকুন্ডলা- কপালকুন্ডলা

✪ সৈয়দ ওয়ালী উল্লার উপন্যাস মনে রাখার টেকনিক

কাঁদো নদী কাঁদো লালসালু পড়ে চাঁদের অমাবস্যায়।

১। কাঁদো নদী কাঁদো ২। লালসালু
৩। চাঁদের অমাবস্যা

✪ সুফিয়া কামালের কাব্যগ্রন্থ মনে রাখতে হলে নিচের লাইনটি স্বরণে রাখতে হবে-

সুফিয়া কামাল উদাত্ত পৃথিবীর সাঁঝের মায়ায় অভিযাত্রিককে মায়া কাজলের টিপ পড়িয়ে দিলেন।

১। উদাত্ত পৃথিবী ২। সাঁঝের মায়া
৩। অভিযাত্রিক ৪। চাঁদের অমাবস্যা

✪ মুনির চৌধুরীর নাটক মনে রাখার টেকনিক

মুনির চৌধুরী পলাশীর ব্যারাকে বসে রূপার কোটায় ভরে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখে ইংরেজদের কবরে পাঠাতে বললেন।

১। পলাশীর ব্যারাক ও অন্যান্য
২। রূপার কোটা ৩। রক্তাক্ত প্রান্তর
৪। চিঠি ৫। কবর

✪ শামসুর রহমানের কাব্যগ্রন্থ মনে রাখার টেকনিক

বিধ্বস্ত নীলিমার প্রথম গান বন্দী শিবিরের রৌদ্র করোটিতে উদ্ভট স্বপ্ন দেখায়।

১। বিধক্ষস্ত নীলিমা
২। প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে
৩। বন্দী শিবির থেকে ৪। রৌদ্র করোটিতে
৫। উদ্ভট উঠের পিটে চলছে স্বদেশ
৬। বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখায়

✪ ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের গ্রন্থ মনে রাখতে "জীবন" শব্দটি মনে রাখতে হবে।

১। উন্নত জীবন ২। মহৎ জীবন
৩। মানব জীবন

✪ ইসমাইল হোসেন সিরাজির নাটক মনে রাখার টেকনিক

ইসমাইল হোসেন সিরাজি উচ্ছ্বাসে স্পেন বিজয় করতে গিয়ে অনল প্রবাহে জ্বলে মহাশিক্ষা পেলেন।

১। উচ্ছ্বাস ২। স্পেন বিজয়
৩। অনল প্রবাহ ৪। মহাশিক্ষা

✪ মীর মোশাররফ হোসেনের নাটকের টেকনিক

মীর মোশারফ হোসেনের বেহুলা বসন্ত কুমারীর মত জমিদার দর্পনের বউ হলেন।

১। বেহুলা ২। বসন্ত কুমারী
৩। জমিদার দর্পন

✪ নজিবর রহমানের উপন্যাস মনের রাখার সহজ উপায়

গরীবের মেয়ে আনোয়ারার প্রেমের সমাধির পরিনাম হলো মৃত্যু

১। গরীবের মেয়ে ২। আনোয়ারা
৩। প্রেমের সমাধি ৪। পরিনাম

✪ নজরুলের ছোটগল্প মনে রাখার সহজ টেকনিক

জিনের বাদশা রিক্তের বেদনে পদ্মগোখরাকে শিউলিমালা দান করলেন

১। জিনের বাদশা ২। রিক্তের বেদন
৩। পদ্ম গোখরা ৪। শিউলিমালা
৫। ব্যথার দান

g) প্রণালী মনে রাখার শর্টকাট...

✪ প্রণালীর টেকনিক (সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে)

১। হরমুজের পাও (পারস্য উপসাগর + ওমান সাগর)
২। ফ্লোরিডার আম (আটলান্টিক মহাসাগর + মেক্সিকো উপসাগর)
৩। বসফরাসের কুম (কৃষ্ণ সাগর + মর্মর সাগর)
৪। বাবল মানদেব এল (এডেন সাগর + লোহিত সাগর)
৫। তাঁতার জাও (জাপান সাগর+ ও খটস্ক সাগর)
৬। জিব্রাল্টার ভূআ (ভূমধ্য সাগর + আটলান্টিক মহাসাগর)
৭। পকের আভা (আরব সাগর+ ভারত মহাসাগর)
৮। বেরিং এর বউ (বেরিং সাগর + উত্তর সাগর)
৯। ডোভার কান্দে ইউ (ইংলিশ চ্যানেল + উত্তর সাগর)

✪ প্রণালীর টেকনিক (পৃথক এর ক্ষেত্রে)

১। এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যখানে বস (ফসফরাস প্রণালী)
২। এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যখানে বেরিয়ে আস (বেরিং প্রণালী)
৩। ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যখানে বসে পক পক করিওনা (পক প্রণালী)
৪। ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যখানে বড় বড় জীব (জিব্রাল্টার প্রণালী)
৫। এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যখানে বাবুলের দেহ (বাবল মানদেব)

h) অন্যান্য আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি মনে রাখার শর্টকাট টেকনিক...

✪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন ভাইস চ্যান্সেলয়ের নাম মনে রাখার টেকনিক

পি. জে সরমা

১। পি-পি জে হার্টস
২। জে-জে এইচ ল্যাংলী
৩। স-স্যার এ এফ রহমান
৪। র-রমেশ চন্দ্র মজুমদার
৫। মা-মাহমুদুল হাসান

✪ আসাদের ২১টি দেশী শার্ট ১৮টি বিদেশী গেঞ্জি তৎসহ (তৎসম) আরো ২০টি প্যান্ট আছে।

১। দেশী-উপসর্গ-২১টি
২। বিদেশী উপসর্গ-১৮টি
৩। তৎসম উপসর্গ-২০টি

✪ বাংলাদেশের সংবিধানের ক্ষেত্র ১২, ৪ ও ১৬ এই তারিখ তিনটি মনে রাখতে হবে।

১২ অক্টোবর ১৯৭২- সংবিধান গণ পরিষদে উত্থাপিত হয়েছে

৪ নভেম্বর ১৯৭২ - সংবিধান গৃহীত হয়েছে

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ - সংবিধান কার্যকর হয়েছে

✪ ৭-এর টেকনিক

১। ৭ মার্চ- বঙ্গবন্ধুর ভাষণ (০৭.০৩.১৯৭১)

২। ৭ অক্টোবর- পাকিস্তানে প্রথম সামরিক আইন জারী (০৭.১০.৫৮)

৩। ৭ নভেম্বর- সিপাহী জনতা বিপ্লব (০৭. ১১. ৭৬)

৪। ৭ ডিসেম্বর- ভূটান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি (০৭.১২.৭১)

৫। ৭৭ অনুচ্ছেদ- সংবিধানে ন্যায়পাল

✪ বাংলাদেশকে স্বীকৃতির ক্ষেত্রে ৪, ১৪, ২৪ তারিখ তিনটি মনে রাখতে হবে।

যুক্তরাজ্য ঃ ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৪ এপ্রিল ১৯৭২

ফ্রান্স ঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

রাশিয়া ঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

✪ জয়ন্তীর টেকনিক

২৫ বছর- রজত জয়ন্তী

৫০ বছর- সুবর্ণ জয়ন্তী

৭৫ বছর- প্লাটিনাম জুবলী

১০০ বছর- গোল্ডেন জুবলী

✪ বলকান রাষ্ট্রসমূহের নাম মনে রাখার সহজ উপায়- গীক্র আশো রুমে বস

১। গ্রী-গ্রীস ২। ক্র-ক্রোয়েশিয়া

৩। আ- আলবেনিয়া ৪। শো- শ্লোবেনিয়া

৫। রু- রুমানিয়া ৬। মে- মেসিডোনিয়া

৭। ব-বসনিয়া-হার্জেগোবিনা ৮। স- সার্বিয়া

✪ পরমাণু টেকনিক (সমান)

আইসোটোপ = পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা সমান

আইসোবার = পরমাণুর ভর সংখ্যা সমান

আইসোটোন = পরমাণুর নিউট্রন সংখ্যা সমান

✪ আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহের নাম মনে রাখার টেকনিক-

"কথা মালা সবভিই মাফ"

ক = কম্বোডিয়া থা = থাইল্যান্ড

মা = মায়ানমার লা = লাওস

স = সিঙ্গাপুর ব = ব্রুনাই

ভি = ভিয়েতনাম ই = ইন্দোনেশিয়া

মা = মালয়েশিয়া ফ = ফিলিপাইন্স

✪ বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ মনে রাখার সহজ উপায়-

"এলিলা" চল বাল্টিক রাষ্ট্র ঘুরে আসি

এ = এস্তোনিয়া লি = লিথুনিয়া

লা = লাটভিয়া

✪ পত্রিকা ও সম্পাদকের টেকনিক

মোজাম্মেল হকের মোসলেম ভারত ও বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন নিয়ে প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্রে আবুল হোসেনের শিখা দিয়ে চিঠি লিখে নাসির উদ্দিনকে সওগাত করালেন নজরুলের নবযুগের লাঙ্গল দিয়ে ধুমকেতুতে শহীদুল্লার আঙ্গুরের চাষাবাদ করাতে।

১। মোজাম্মেল হক- মোসলেম ভারত

২। বঙ্কিম চন্দ্র- বঙ্গদর্শন

৩। প্রমথ চৌধুরী- সবুজপত্র

৪। আবুল হোসেন- শিখা

৫। নাসির উদ্দিন- সাপ্তাহিক

৬। নজরুল-নবযুগ, লাঙ্গল, ধুমকেতু

৭। ড. মোঃ শহীদুল্লা- আঙ্গুর

✪ পুরস্কার এর টেকনিক

১৯৬০ = বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রবর্তন

১৯৭৬ = একুশে পদক প্রবর্তন

১৯৭৭ = স্বাধীনতা পুরস্কার প্রবর্তন

✪ সীমারেখার টেকনিক

১৭° অক্ষরেখা = উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে সীমারেখা

২৪° অক্ষরেখা = পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সীমারেখা

৩২° অক্ষরেখা = ইরাকের দক্ষিণে নো ফ্লাইজোন

৩৬° অক্ষরেখা = ইরাকের উত্তরে নো ফ্লাইজোন

৩৮° অক্ষরেখা = উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সীমারেখা

৪৯° অক্ষরেখা = যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে সীমারেখা

✪ রক্তের গ্রুপের টেকনিক

O রক্ত দিবে- O হচ্ছে দাতা

আবুল (A) বাবুল (B) রক্ত নিবে- AB হচ্ছে গৃহীতা

✪ বর্ণমালার টেকনিক

৮ = অর্ধমাত্রা বিশিষ্ট ১০ = মাত্রাবিহীন

১১ = স্বরবর্ণ ৩২ = সম্পূর্ণমাত্রা বিশিষ্ট
৩৯ = ব্যঞ্জনবর্ণ ৫০ = মোট বর্ণ

✪ ব্লাক এর টেকনিক

ব্লাক = ভারতের গেরিলা সংগঠন
ব্লাক সেপ্টেম্বর = প্যালেস্টাইনের গেরিলা সংগঠন
ব্লাক ডিসেম্বর = পাকিস্তানের গেরিলা সংগঠন
ব্লাক প্যান্থার = যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের সংগঠন

✪ পর্তুগীজ শব্দ সহজে মনে রাখার টেকনিক

পর্তুগীজ পাদ্রী সাহেব চাবি দিয়ে গীর্জ খুলে আলপিনটা আলমারীতে আনারসটা বালতিতে পাউরুটিটা গুদামে এবং পেঁপেটা পেটে রাখে।

১। পাদ্রী ২। চাবি
৩। গীর্জা ৪। আলপিন
৫। আলমারী ৬। আনারস
৭। বালতি ৮। পাউরুটি
৯। গুদাম ১০। পেঁপে

✪ তুর্কী শব্দের টেকনিক

বাবা দারোগা বাবুকে চাকু দিয়ে লাশ কেটে কোর্মা করে বোচকায় ভারতে দেখলেন।

১। বাবা ২। দারোগা
৩। বাবু ৪। চাকু
৫। লাশ ৬। কোর্মা
৭। বোচকা

✪ দেশী শব্দ মানে রাখার টেকনিক

খুকী খোঁপা বেঁধে বাড়ি বসে ঢেঁকিতে চাউল গুড়া করে কুলা দিয়ে ঝাড়ু দিচ্ছে এবং খোকা লাঠি দিয়ে ঢোল পিটিয়ে তেঁতুল তলা আনন্দ করছে।

১। খুকী ২। খোঁপা
৩। বাড়ি ৪। ঢেঁকি
৫। চাউল ৬। কুলা
৭। ঝাড় ৮। খোকা
৯। লাঠি ১০। ঢোল
১১। তেঁতুল

✪ তৎসম শব্দ আয়ত্ব করার সহজ কৌশল

ফুল ফল বৃক্ষ লতা ধর্মে মুক্তির কথা,
শক্তিতে জয় পরাজয় হস্তে লাভ ক্ষতি,
প্রস্তর ভেঙ্গে সন্ধ্যাবেলা ভোজন সেরে শয়ন করি।

১। ফুল ২। ফল
৩। বৃক্ষ ৪। লতা
৫। ধর্ম ৬। মুক্তি
৭। শক্তি ৮। জয়
৯। পরাজয় ১০। হস্ত
১১। লাভ ১২। ক্ষতি
১৩। প্রস্তর ১৪। সন্ধ্যা
১৫। ভোজন ১৬। শয়ন

✪ জাতীয় স্মৃতিসৌধের ৭টি ফলকের টেকনিক

১৯৫২ = ভাষা আন্দোলন
১৯৫৮ = সামরিক শাসন
১৯৬২ = শিক্ষা কমিশন
১৯৬৬ = ছয়দফা
১৯৬৯ = গণঅভ্যুত্থান
১৯৭০ = নির্বাচন
১৯৭১ = মুক্তিযুদ্ধ

✪ গ্রন্থ ও লেখকের নাম মনে রাখার টেকনিক

সক্রেটিসকে পলিটিক্স করতে দেখে প্লেটোর রিপাবলিকান দলে যোগ দিয়ে মেকিয়াভেলি আজ প্রিন্স

১। সক্রেটিস - পলিটিক্স
২। প্লেটো - রিপাবলিকান
৩। মেকিয়াভেলি - প্রিন্স

✪ উপমহাদেশের ৭ জন নোবেল বিজয়ীর নামের টেকনিক

১৯১৩ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভারত)- সাহিত্য
১৯৩০ - সি ভি রমন (ভারত)- পদার্থ
১৯৬৮ - এইচ, জি খোরানা (ভারত)- চিকিৎসা
১৯৭৯ - মাদার তেরেসা (ভারত)- অর্থনীতি
১৯৭৯ - আবদুস ছালাম (পাকিস্তান)- পদার্থ
১৯৯৮ - অমর্ত্য সেন (ভারত)- অর্থনীতি
২০০৬ - ড. মুহম্মদ ইউনুস (বাংলাদেশি) শান্তি

✪ সালের টেকনিক

১৭৫৭ - পলাশীর যুদ্ধ
১৭৬১ - পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ
১৭৬৪ - বক্সারের যুদ্ধ
১৭৭০ - ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ
১৭৭৬ - আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ
১৭৮১ - কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা
১৭৮৯ - ফরাসি বিপ্লব
১৭৯৩ - চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (লর্ড কর্নওয়ালিশ)
১৮০০ - ফোর্ড উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা ও বাংলা মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার
১৮২৯ - সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ
১৮৫৩ - উপমহাদেশে রেলগাড়ি চালু (লর্ড ডালহৌসি)
১৮৫৬ - বিধবা বিবাহ চালু
১৮৫৭ - সিপাহী বিদ্রোহ

১৮৬০ - নীল বিদ্রোহ
১৮৬১ - উপ-মহাদেশে পুলিশ চালু (লর্ডক্যানিং)
১৮৮৫ - ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা
১৯০৪ - ফিফা (FIFA) জন্ম লাভ
১৯০৫ - বঙ্গভঙ্গ (লর্ড কার্জন)
১৯০৬ - মুসলিমলীগ গঠন
১৯১১ - বঙ্গভঙ্গ রদ (লর্ড হার্ডিঞ্জ)
১৯১৯ - অসহযোগ আন্দোলন
১৯২০ - খেলাফত আন্দোলন
১৯২১ - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
১৯৩৭ - শেরে বাংলা মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত
১৯৪০ - লাহোর প্রস্তাব
১৯৪১ - রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু/ জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে
১৯৪২ - ভারত ছাড় আন্দোলন
১৯৪৫ - জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়
১৯৪৭ - (৩ জুন)-ভারত ও পাকিস্তান গঠনের সিদ্ধান্ত
১৯৪৭ - (১৪ আগষ্ট)- পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ
১৯৪৭ - (১৫ আগষ্ট)- ভারতের স্বাধীনতা লাভ
১৯৫২ - ভাষা আন্দোলন
১৯৫৫ - বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত
১৯৬৫ - ভারত- পাকিস্তান যুদ্ধ সংঘটিত
১৯৬৬ - ৬ দফা দাবী উত্থাপন/ঘোষণা
১৯৬৯ - ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) গঠিত/ বিশ্বে ইন্টারনেট (INTERNET) চালু
১৯৭১ - বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ/একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু/ প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন/ প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত/ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারী/ ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান
১৯৭২ - বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন/ বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর
১৯৭৩ - বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন
১৯৭৪ - বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ
১৯৮০ - বাংলাদেশে প্রথম রঙিন টেলিভিশন চালু
১৯৮৫ - সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়
১৯৯৯ - UNESCO কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি
২০০০ - বাংলাদেশ ক্রিকেটে টেস্ট মর্যাদা লাভ

✪ স্থপতি ও স্থপত্যের নাম আয়ত্ব করার সহজ টেকনিক

জাহানারা পারভিন অমর একুশে ফেব্রুয়ারীতে আজিজুল জলিল পাশাকে নিয়ে শাপলা চত্বর হয়ে দোয়েল চত্বর দিয়ে মাসুদ আহমেদের তিননেতার মাজার জেয়ারত করে
মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলির শহীদ বুদ্ধিজীবিদের স্বরণ করার জন্য হামিদুর রহমানের শহীদ মিনার ও মইনুল হোসেনের জাতীয় স্মৃতি সৌধে ফুল দিতে গেলেন।

১। জাহানারা পারভিন- অমর একুশে
২। আজিজুল জলিল পাশা-শাপলা চত্বর, দোয়েল চত্বর
৩। মাসুদ আহমেদ- তিন নেতার মাজার
৪। মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি- শহীদ বুদ্ধিজীবি
৫। হামিদুর রহমান- শহীদ মিনার
৬। মাইনুল হোসেন- জাতীয় স্মৃতি সৌধ

✪ যে সমস্ত দেশের রাজধানীর নামের সাথে সিটি আছে তার টেকনিক

১। পানামা- পানামা সিটি
২। মেক্সিকো- মেক্সিকো সিটি
৩। সিঙ্গাপুর- সিঙ্গাপুর সিটি
৪। কুয়েত- কুয়েত সিটি
৫। ভ্যাটিকান- ভাটিকান সিটি

✪ যুদ্ধের সালের টেকনিক

৬২৪- বদরের যুদ্ধ ৬২৫- ওহুদের যুদ্ধ
৬২৭- খন্দকের যুদ্ধ
১১৯১- তরাইনের ১ম যুদ্ধ
১৫৯২- তরাইনের ২য় যুদ্ধ
১৭২৬- পানি পথের ১ম যুদ্ধ
১৭৫৬- পানি পথের ২য় যুদ্ধ
১৭৬১- পানি পথের ৩য় যুদ্ধ
১৭৫৭- পলাশীর যুদ্ধ ১৭৬৪- বক্সারের যুদ্ধ
১৮১৫- ওয়াটার লুর যুদ্ধ
১৯১৪- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ
১৯৩৯- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু
১৯৫০- কোরিয়ান যুদ্ধ
১৯৫৭- ভিয়েতনাম যুদ্ধ
১৯৬৫- ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ
১৯৬৭- ৩য় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ
১৯৬৯- ফুটবল যুদ্ধ
১৯৭১- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

✪ ঝর্নার টেকনিক

শীতল পানির ঝর্না হিম ছড়িতে (এখানে শীতল ও হিম প্রতিশব্দ)

গরম পানির ঝর্না সীতাকুন্ডে (এখানে গরম ও শীত বিপরীত শব্দ

✪ রক্ত সঞ্চালনের টেকনিক

সিস্টোল হচ্ছে হৃৎপিন্ডের সংকোচন (এখানে সিস্টোলের স ও সংকোচনের 'স' এর সাথে মিল আছে) তাই ডায়াস্টল অবশ্যই হৃৎপিন্ডের প্রসারণ হবে।

সিস্টোল- হৃৎপিন্ডের সংকোচন

ডায়াস্টল- হৃৎপিন্ডের প্রসারন

✪ সম্রাট আকবরের নব রত্নের জানার উপায়

"মামোতো বৈ আফতাব"

মা-মানসিংহ	মো- মোল্লা দো পেয়াজা
তো- তোডরমল	বৈ- বৈরাম খান
আ- আবুল ফজল	ফ- ফৌজি
তা- তানসেন	ব- বদাউনি/বীরবল

✪ "W" এর টেকনিক

WHO (World Health organization)- জেনেভা

WTO (World Trade organization)- জেনেভা

WMO (World Meteo rological organization)- জেনেভা

WIPO (World Intellectual Properly organization)- জেনেভা

✪ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সালের টেকনিক

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- ১৯২১

২। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়- ১৯৫৩

৩। বুয়েট (ঢাকা)- ১৯৬১

৪। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়- ১৯৬১

৫। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়- ১৯৬৬

৬। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়- ১৯৭০

৭। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়- ১৯৯২

✪ গৃহ শিক্ষকের টেকনিক

এল এরিস্টলকে পড়াতে পেল সক্রেটিসকে।

(এল) আলেকজান্ডারের গৃহ শিক্ষক ছিলেন এরিস্টটল এরিস্টটলের গৃহ শিক্ষক ছিলেন প্লেটো পেল) প্লেটোর গৃহ শিক্ষক ছিলেন সক্রেটিস।

✪ সংবিধানের অনুচ্ছেদ সহজে মনে রাখার টেকনিক

অনু-৩: বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি

অনু-৪ আমার সোনার বাংলা জাতীয় সংগীত

অনু-৬ (২): বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিত

অনু-১০: মহিলাদের সর্বস্তরে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

অনু-১১ : গণতন্ত্র ও মৌলিক মানবাধিকার

অনু-১৪ : কৃষক-শ্রমিক মুক্তির কথা

অনু-১৭ : শিক্ষার অধিকার

অনু-২২ : বিচার বিভাগ পৃথিকীকরণ

অনু-২৭ আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান

অনু-২৮: ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ বৈষম্য করা যাবে না

অনু-২৯: সরকারি কর্মে নিয়োগের সমান অধিকার

অনু-৩০ : বিদেশী খেতাব গ্রহণ

অনু-৩১ : আইনের আশ্রয় লাভ

অনু-৩২ : জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার

অনু-৩৪ : জবরদস্তী শ্রম নিষিদ্ধকরণ

অনু-৩৬ : চলাফেরার স্বাধীনতা

অনু-৩৭ : সমাবেশের স্বাধীনতা

অনু-৩৮ : সংগঠনের স্বাধীনতা

অনু-৩৯ : বাক স্বাধীনতা

অনু-৪০ : পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা

অনু-৪১ : ধর্মীয় স্বাধীনতা

অনু-৪২ : সম্পত্তির অধিকার

অনু-৪৯ : রাষ্ট্রপতির ক্ষমা

অনু-৫২ : রাষ্ট্রপতির অভিশংসন

অনু-৫৬ (২) : প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী নিয়োগ

অনু-৭৩ : রাষ্ট্রপতির ভাষণ

অনু-৭৭ : ন্যায়পাল

অনু-৯৫ (১) : প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

অনু-১১৮ : নির্বাচন কমিশন গঠন

অনু-১৩৭ : PSC গঠন

অনু-১৪১ : PSC এর কার্যাবলী

অনু-১৪১ (ক) : জরুরী অবস্থা

অনু-১৪২ সংবিধান সংশোধন

✪ ইউরোভুক্ত প্রধান প্রধান দেশসমূহের নাম মনে রাখার টেকনিক

"গ্রীবে নে ফ্রাই আলু পফি স্পেজা"

১। গ্রী-গ্রীস	২। বে- বেলজিয়াম
৩। নে- নেদারল্যান্ড	৪। ফ্রা-ফ্রান্স
৫। ই-ইতালী	৬। আ-আয়ারল্যান্ড
৭। লু-লুক্সেমবার্গ	৮। প-পর্তুগাল
৯। ফি-ফিনল্যান্ড	১০। স্পে-স্পেন
১১। জা-জার্মানি	

✪ "M" এর টেকনিক

M-15 M-16
M-95 M-96
(যুক্তরাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থা)

✪ White এর টেকনিক

হোয়াইট হাউজ
= যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বাসভবন
হোয়াইট হল
= ব্রিটিশ সরকারের কার্যালয়
হোয়াইট লজ
= রাজা অষ্টম অ্যাডওয়ার্ডের জন্মস্থান
হোয়াইট পেপার
= সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্র
হোয়াইট গোল্ড
= বাংলাদেশের চিংড়ি

✪ গ. সা. গু ও ল.সা.গু এর টেকনিক

গুনিয়া গুনিয়া গ.সা.গু করতে হবে
গ.সা.গু= গরিষ্ট সাধারণ গুননীয়ক
গুনিতে গুনিতে ল.সা.গু করতে হবে
ল.সা.গু = লঘিষ্ট সাধারণ গুনিতক

✪ বাংলাদেশের শীতল স্থান ও উষ্ণস্থানের টেকনিক

সিলেটের লালখান মিয়া শীতে কাবু হয়ে রোদ পোহাতে আসলেন নাটোরের লালপুরে (বাংলাদেশের শীতলতম স্থান- সিলেটের লালখান বাংলাদেশের উষ্ণতম স্থান- নাটোরের লালপুর)

✪ স্থাপিত ও স্থপত্যের নাম মনে রাখার টেকনিক

আলাউদ্দিন বুলবুলের জয়বাংলা জয় তারন্য শ্লোগানে মইনুল চেতনা-৭১ এ হামিদুজ্জামান খানের মিশুকে চরে আব্দুর রাজ্জাকের জাগ্রত চৌরংগী হয়ে রাসাকে নিয়ে স্বাধীনতার ডাক দিলেন রসিদ আহমেদের মুক্তবাংলা ও নিতুন কুন্ডের সাবাস বাংলাদেশ গড়ার জন্য।

১। আলাউদ্দিন বুলবুল- জয়বাংলা জয়তারন্য
২। মইনুল- চেতনা- ৭১
৩। হামিদুজ্জামান খান- মিশুক
৪। আব্দুর রাজ্জাক- জাগ্রত চৌরংগী
৫। রাসা- স্বাধীনতার ডাক
৬। রসিদ আহম্মদ- মুক্ত বাংলা
৭। নিতুনকুন্ড- সাবাস বাংলাদেশ

✪ আয়তনের টেকনিক

১। জাতীয় স্মৃতি সৌধের আয়তন = ১০৯ একর
২। জাতীয় সংসদ ভবনের আয়তন = ২১৬ একর
৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন = ৬০০ একর

✪ উপজাতিদের বাসস্থানের টেকনিক

ময়মনসিংহের গারোরা রাঙামাটির চাকমারা ও রাজশাহীর সাওতালরা খাগড়াছড়ির টিপ (টিপরা) গড়ে রংপুরের রাজবংশী রাজিয়ে পটুয়াখালীর রাখাইনদের মেলায় আসল সিলেটের মনি (মনিপুরী) ও খাসি (খাসিয়া) পার্বত্য চট্টগ্রামের লুচি (লুসাই) এবং বগুড়ার হুদি বিক্রি করতে।

১। গারো- ময়মনসিংহ ২। চাকমা- রাঙ্গামাটি
৩। সাওতাল- রাজশাহী ৪। টিপরা- খাগড়াছড়ি
৫। রাজবংশী- রংপুর
৬। রাখাইন-পটুয়াখালী
৭। মনিপুরি/খাসিয়া- সিলেট
৮। লুসাই- পার্বত্য চট্টগ্রাম ৯। হুদি- বগুড়া

✪ RAM ও ROM এর টেকনিক

RAM (Random Access Memory)- অস্থায়ী স্মৃতি
স্থায়ীর বিপরীত
ROM (Read Only Memory)- স্থায়ী স্মৃতি
অস্থায়ীর বিপরীত

✪ সনদ এর টেকনিক

মদিনা সনদ : ৬২২ সাল
ম্যাগনা কার্টা সনদ ১২১৫ সাল
আটলান্টিক সনদ ১৪ আগষ্ট ১৯৪১
জাতিসংঘ সনদ ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

✪ NO এবং NOT এর টেকনিক

No এবং Not কোন Parts of speech
No = Adjective (Adjective Subject কে Modify করে)
Not = Adverb (Adverb object কে Modify করে)

✪ বাংলায় আগমন এর টেকনিক

শাহাজালাল শিষ্য ফিরোজশাহকে খানজাহান আলী শিষ্য নাসির উদ্দিন ও ইবনে বতুতাকে নিয়ে মোহাম্মদ বিন তুঘলকের দরবারে হাজির হলেন।

১। হযরত শাহজালাল বাংলাদেশে আসেন- ফিরোজ শাহের আমলে
২। হযরত খানজাহান আলী বাংলাদেশে আসেন- নাসির উদ্দিন হোসেন শাহের আমলে

৩। ইবনে বতুতা বাংলাদেশে আসেন- মোহাম্মদ বিন তুঘলকের আমলে

✪ সংবিধান সংশোধের ক্ষেত্রে ১৫, ২০, ২৩, ২৫ সংখ্যা কয়টি মনে রাখতে হবে।

১। প্রথম সংশোধনী : ১৫ জুলাই ১৯৭৩
বিষয় : ৯৩ হাজার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করা

২। ২য় সংশোধনী : ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
বিষয় : দেশে জরুরী আইন জারী করা

৩। ৩য় সংশোধনী : ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪
বিষয় : বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত চুক্তি

৪। ৪র্থ সংশোধনী : ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫
বিষয়: একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা

✪ ৬টি টিকার নাম জানার টেকনিক

হু হা যড পট

হু = হুপিং কাশি　　হা = হাম
য = যক্ষ্মা　　ড = ডিপথেরিয়া
প = পোলিও　　ট = টিটেনাস

✪ বৃহত্তম এর টেকনিক

১। পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ- গ্রীনল্যান্ড (২১,৭৫৬০০ বঃ কিঃ)
বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ- ভোলা (৩৪০৩ বঃ কি)

২। পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ- বাংলাদেশ (১৪৭৫৭০ বঃ কিঃ)
বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বী-সুন্দরবন (২৪০০ বর্গমাইল)

৩। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ- মাউন্ট এভারেস্ট (৮৮৪৮ মিটার)
বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ- তাজিংডং বিজয় (৩১৮৫ ফুট)

৪। পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী- নীলনদ (৬৬৬৯ কি.মি.)
বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী- সুরমা (৩৯৯ কি.মি.)

৫। পৃথিবীর প্রশস্ততম নদী- আমাজান
বাংলাদেশের প্রশস্ততম নদী- যমুনা

৬। পৃথিবীর বৃহত্তম সাগর- চীন সাগর
বাংলাদেশের বৃহত্তম সাগর- বঙ্গোপসাগর

৭। পৃথিবীর বৃহত্তম জলপ্রপাত- নায়াগ্রা জলপ্রপাত
বাংলাদেশের বৃহত্তম জলপ্রপাত- মাধবকুন্ড জলপ্রপাত

✪ মুক্তিযোদ্ধাদের উপাধির ক্ষেত্রে ৭, ৬৮, ১৭৫, ৪২৭ সংখ্যা কয়টি মনে রাখতে হবে।

৭ - বীরশ্রেষ্ঠ　　৬৮ - বীর উত্তম
১৭৫ - বীর বিক্রম　　৪২৭ - বীর প্রতীক

✪ ক্ষতিকর পদার্থের টেকনিক

সিগারেটের ক্ষতিকর পদার্থ- নিকোটিন
চায়ের ক্ষতিকর পদার্থ- রেনিন
কপির ক্ষতিকর পদার্থ- ক্যাফেইন

✪ দিবা রাত্রির ক্ষেত্রে ২১, ২২, ২৩ সংখ্যা তিনটি মনে রাখতে হবে।

২১-২১ জুন উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন
২২-২২ ডিসেম্বর উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে ছোট দিন
২২-২২ মার্চ উত্তর গোলার্ধে দিবা রাত্রি সমান
২৩-২৩ সেপ্টেম্বর উত্তর গোলার্ধে দিবারাত্রি সমান

✪ বিপ্লব এর টেকনিক

১৭৮৯ = ফরাসী বিপ্লব
১৮৫৭ = সিপাহী বিপ্লব
১৯১৭ = রুশ বিপ্লব

✪ গেরিলা সংগঠন এর টেকনিক

শেষের অক্ষর "A"
UNITA- এঙ্গোলার গেরিলা সংগঠন
KDA- পেরুর গেরিলা সংগঠন
IRA- উত্তর আয়ারল্যান্ডের গেরিলা সংগঠন
LRA- উগান্ডার গেরিলা সংগঠন
KLA- কসোভোর গেরিলা সংগঠন

✪ বিভাগের টেকনিক

১। ঢাকা বিভাগের জেলা- ১৩টি
২। চট্টগ্রাম বিভাগের জেলা- ১১টি
৩। খুলনা বিভাগের জেলা- ১০টি
৪। রাজশাহী বিভাগের জেলা- ০৮টি
৫। রংপুর বিভাগের জেলা- ০৮টি
৬। বরিশাল বিভাগের জেলা- ০৬টি
৭। সিলেট বিভাগের জেলা- ০৪টি
৮। ময়মনসিংহ বিভাগের জেলা- ০৪টি

✪ জেলার টেকনিক

বাংলাদেশের উত্তরের জেলা- পঞ্চগড়
বাংলাদেশের দক্ষিনের জেলা- কক্সবাজার
বাংলাদেশের পূর্বের জেলা- বান্দরবন
বাংলাদেশের পশ্চিমের জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ

✪ থানার টেকনিক

বাংলাদেশের উত্তরের থানা- তেঁতুলিয়া

বাংলাদেশের দক্ষিণের থানা- টেকনাফ
বাংলাদেশের পূর্বের থানা- থানচি
বাংলাদেশের পশ্চিমের থানা- শিবগঞ্জ

✪ স্থানের টেকনিক

বাংলাদেশের উত্তরের স্থান- বাংলাবান্দা
বাংলাদেশের দক্ষিণের স্থান- ছেড়াদ্বীপ
বাংলাদেশের পূর্বের স্থান- আখান হঠাৎ
বাংলাদেশের পশ্চিমের স্থান- মনাকষা

✪ শিক্ষা কমিশন মনে রাখার টেকনিক

"কশম" শব্দটি মনের রাখতে পারলে শিক্ষা কমিশনগুলো মুখস্ত করার দররকার হবেনা।
ক=কুদরত- ই-খুদা শিক্ষা কমিশন- ১৯৭২/২০০৯
শ = শামসুল হক শিক্ষা কমিশন- ১৯৯৭
ম = মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন- ১৯৮৮
ম = এম, এ, বারী শিক্ষা কমিশন- ২০০২
ম = মনিরুজ্জামান শিক্ষা কমিশন- ২০০৩

✪ সুয়েজ খাল দিয়ে ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরে এবং পানামা খাল দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহা সাগরে যাওয়া যায়।
সুয়েজখাল যুক্ত করেছে = ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর
পানামাখাল যুক্ত করেছে = আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর

✪ বাংলাদেশ বিভিন্ন সংস্থার কততম সদস্য তা জানার টেকনিক

১। কমনওয়েলথ- ৩২তম
২। ICSID- ৭৬তম
৩। IFC- ১০৫তম
৪। IDA- ১০৯তম
৫। IBRD- ১১৮তম
৬। জাতিসংঘ- ১৩৬তম

✪ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের টেকনিক

হিলিয়াম গ্যাস আর্গন গ্যাসকে নিয়া (নিয়ন) নিষ্ক্রিয় হইয়া গেল।
১। হিলিয়াম ২। আর্গন ৩। নিয়ন

✪ একত্রিত হওয়ার টেকনিক

১। দুই জার্মানি একত্রিত হয়: ৩ অক্টোবর ১৯৯০
২। দুই ইয়েমেন একত্রিত হয় : ২২ মে ১৯৯০
৩। দুই ভিয়েতনাম একত্রিত হয় : ১৯৭৬ সালে

✪ পিঁয়াজ, আলু ও টমেটোর টেকনিক

অক্টোবর-নভেম্বর মাসে পিঁয়াজ ও আলু নিয়ে টমেটোর সালাত খেতে বাহার, মানিক, রতন খুব পছন্দ করে।
পিঁয়াজ ও আলুর বীজ বপণ করা হয় = অক্টোবর-নভেম্বর মাসে টমেটোর নাম = বাহার, মানিক, রতন

✪ বীরশ্রেষ্ঠদের নামের টেকনিক

"আমোন হাম রুম"
১। আ- আব্দুর রব- ল্যান্স নায়েক
২। মো- মোস্তফা কামাল- সিপাহী
৩। ন-নুর মোহাম্মদ ল্যান্স নায়েক
৪। হা- হামিদুর রহমান- সিপাহী
৫। ম- মতিউর রহমান- ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
৬। রু- রুহুল আমীন- আর্টিফিচার
৭। ম- মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর- ক্যাপ্টেন

✪ ফ্রাংকভূক্ত দেশসমূহের নামের টেকনিক

"আমার নাম মসবুক"
আ = আইভরিকোস্ট মা = মালাগাছি
র = রুয়ান্ডা না = নাইজার
ম = মোনাকো স= মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র
স = সুইজারল্যান্ড বু = বুরুন্ডি
ক = কঙ্গো

✪ মাইক্রোনেশিয়ার দেশসমূহের নাম আয়ত্ব করতে হলে নিচের লাইনটি মনে রাখতে হবে।

"ও কি ক্যামন"
ও = ওসিয়াম কি = কিরবাতি
ক্যা = ক্যারোলিনা দ্বীপপুঞ্জ
ম = মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ ন = নাউরু

✪ মেলানেশিয়ার দেশসমূহের নাম সহজে মনে রাখার টেকনিক: "পাসানি ফিনিস"
পা = পাপুয়া নিউগিনি
সা = সান্তাক্রুজ দ্বীপপুঞ্জ
নি = নিউগিনি
ফি = ফিজি
নি = নিউক্যালিডোনিয়া
স = সলোমান দ্বীপপুঞ্জ

✪ জাতীয় সংসদের আসন

সংসদ সদস্যদের জন্য- ৫৩৪টি
দর্শকদের জন্য- ৮৬টি
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য- ৬৬টি
মেহমানদের জন্য- ৫১টি
কর্মকর্তাদের জন্য- ৪১টি
সাংবাদিকদের জন্য- ৪০টি

শর্টকাট টেকনিক বাংলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

***নাটকের জন্য সূত্র:**

"প্রায় প্রতিদিনই রাজা দেশের অচল ডাকঘরে- রক্ত বিসর্জন দিয়ে যাত্রাবাড়ীর রানীকে চিঠি লিখতো"

১। প্রায় 'প্রায়শ্চিত্ত'
২। রাজা- 'রাজা ও রানী'
৩। দেশের- 'তাসের দেশ'
৪। অচল- 'অচলায়তন'
৫। ডাকঘরে- 'ডাকঘর'
৬। রক্ত- 'রক্ত করবী'
৭। বিসর্জন- 'বিসর্জন'
৮। যাত্রাবাড়ীর- 'কালের যাত্রা'

***ছোট গল্প সহজে মনে রাখার উপায়:**

পোষ্টমাস্টার কাবুলিওয়ালা দেনা পাওনার কর্মফলে হৈমন্তির দিদির পত্র রক্ষা করতে পারল না।

১। পোস্টমাস্টার ২। কাবুলিওয়ালা
৩। দেনা পাওনা ৪। কর্মফল
৫। হৈমন্তি ৬। দিদি
৭। পত্র রক্ষা

***প্রেমের গল্প সহজে মনে রাখার উপায়:**

দূর আশায় দৃষ্টিদান করে ল্যাবরেটরীর অধ্যাপক তার নষ্টনীড় জীবনের শেষের রাত্রির শেষ কথার সমাপ্তি টেনে লেখেন।

১। দূর আশা ২। দৃষ্টিদান
৩। ল্যাবরেটরী ৪। অধ্যাপক
৫। নষ্টনীড় ৬। শেষ রাত্রি
৭। সমাপ্তি ৮। স্ত্রীর পত্র
৯। একরাত্রি

অথবা,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর রচনাসমূহ
মনে রাখার টেকনিক

***উপন্যাস:** গোরা আর মালঞ্চ যোগাযোগ করে লাইব্রেরি থেকে করুণা করে চোখের বালি বইটি এনেছিল। কিন্তু ঘরে বাইরে বসে পড়েও চার অধ্যায় শেষ করতে পারেনি। কারণ এ দুই বোন শেষের কবিতার মতো না তাই রাজর্ষি বৌ ঠাকুরানী চতুরঙ্গ করে নৌকা ডুবিয়ে দিল।

গোরা- রাজনৈতিক মালঞ্চ করুণা- অসমাপ্ত যোগাযোগ চোখের বালি ঘরে বাইরে- ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতি মূল উপজীব্য। চার অধ্যায় দুই বোন শেষের কবিতার রাজর্ষি বৌ ঠাকুরানীর হাট- ১ম প্রকাশিত চতুরঙ্গ নৌকাডুবি।

***প্রবন্ধ:** কালান্তরের পঞ্চভূত এখন মানুষের ধর্ম। তাই সভ্যতার সংকটে পড়েছে স্বদেশ।

কালান্তরের পঞ্চভূত মানুষের ধর্ম সভ্যতার সংকট স্বদেশ।

***কাব্য** জন্মদিনের চৈতালি প্রভাতে কড়ি ও কোমল উৎসর্গ করে খেয়া পার হয়ে মানসী, চিত্রা ও পূরবী হিন্দুমেলায় গিয়ে বলাকা সিনেমা হলে "মায়ার খেলা" ও "বনফুল" ছবি দেখল। বিচিত্র কল্পনায় ক্ষনিকের জন্য শ্যামলী, মহুয়া ও পলাতকা, সোনা-ভান নবজাতকের আরোগ্য লাভের জন্য শেষ সংগীত গেয়ে পুনশ্চ তার রোগশয্যায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালালো।

জন্মদিনে চৈতালি প্রভাত সংগীত- নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কড়ি ও কোমল উৎসর্গ খেয়া- জগদীশচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ মানসী চিত্রা। -১৪০০ সাল পূরবী- ভিক্টোরিয়ার ওকাম্পোকে উৎসর্গ হিন্দুমেলার উপহার বলাকা- সবুজের অভিযান, সাজাহান, ছবি মায়ার খেলা বনফুল -১ম লেখা (১৫ বছর)। ১ম প্রকাশিত "কবি-কাহিনী"। বিচিত্রিতা কল্পনা ক্ষনিকা শ্যামলী মহুয়া পলাতকা সোনার তরী ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী- ব্রজবুলি ভাষায় রচিত নবজাতক আরোগ্য শেষলেখা গীতাঞ্জলী গীতাবিতান গীতালী পুনশ্চ রোগশয্যা সন্ধ্যা সংগীত

***শেষের কাব্য:** নবজাতক সানাই বাজিয়ে রোগশয্যায় পড়লো। আরোগ্য লাভ করে জন্মদিনে শেষলেখা লিখল।

নবজাতক সানাই রোগশয্যা আরোগ্য জন্মদিনে শেষ লেখা।

***নাটক:** রক্তকবরীকে বিসর্জন দিয়ে মুক্তধারার রাজা অচলায়তনে চিরকুমার সভা ডাকলেন। প্রায়শ্চিত্তের ডাকঘরে জমলো বসন্ত কিন্তু তাসের দেশের চিত্রাঙ্গদা বৈকুণ্ঠের খাতার মতো চন্ডালিকা।

রক্তকরবী বিসর্জন মুক্তধারা রাজা ও রানী অচলায়তন চিরকুমার সভা-প্রহসন প্রায়শ্চিত্ত ডাকঘর বসন্ত তাসের দেশে চিত্রাঙ্গদা বৈকুণ্ঠের খাতা- প্রহসন চন্ডালিকা।

অথবা,

***রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর উপন্যাস মনে রাখার গল্প**

রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায় রচিত শেষের কবিতা উপন্যাস দুই বোন রাজর্ষি ও মালঞ্চ ঘরের বাইরে বৈঠাকুরাণীর হাটে চোখের বালি (শত্রু) গোরার সাথে যোগাযোগ করতে গিয়ে নৌকাডুবিতে চতুরঙ্গ (মারা) গেল।

***রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস :** চার অধ্যায়, শেষের কবিতা, দুই বোন, রাজর্ষি, মালঞ্চ, ঘরে বাইরে, বৈঠাকুরাণীর হাট, চোখের বালি, গোরা, যোগাযোগ, নৌকাডুবি ও চতুরঙ্গ।

***রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর প্রবন্ধ মনে রাখার গল্প:**

কালান্তরে ভারতবর্ষের রাজাপ্রজা আত্মশক্তি পরিচয়ে জানল পঞ্চভূতের ফলে স্বদেশে সভ্যতার সঙ্কট হয়েছে। তখন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসে শব্দতত্ত্ব ও ছন্দ মিলিয়ে সাহিত্যের পথে বাংলা ভাষা পরিচয়ে প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যের স্বরূপ ধর্ম ও মানুষের ধর্ম নিয়ে চারিত্র্যপূজা নামক প্রবন্ধ সাহিত্য লিপিকা করলেন।

***রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর প্রবন্ধসমূহ:**

কালান্তর, ভারতবর্ষ, রাজাপ্রজা, আত্মশক্তি, পরিচয়, পঞ্চভূত, স্বদেশ, সভ্যতার সঙ্কট, শান্তি নিকেতন, শব্দতত্ত্ব, ছন্দ, বাংলা ভাষা পরিচয়, সাহিত্যের পথে, প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, সাহিত্যের স্বরূপ, ধর্ম, মানুষের ধর্ম, চারিত্র্যপূজা, সাহিত্য লিপিকা।

***রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর নাটক মনে রাখার গল্প:**

পৃথ্বীরাজ পরাজয়ী তাশের দেশের মুকুট বিহীন রাজা রুদ্রচন্দ্র বসন্ত ঋতুবঙ্গে রবী ঠাকুরের অরুপ রতন নাটক দেখতে গিয়ে মায়ার খেলায় শ্যামা মালিনীর বাল্মীকি প্রতিভাকে ডাকঘরের পাশে অচলায়তনপূর্বক রক্তকরবী (রক্তাক্ত) করেন। পরে চন্ডালিকা দেবী কালের যাত্রায় রাজা ও রানীকে বৈকুণ্ঠের খাতায় বিদায় অভিশাপ দিলে প্রকৃতির প্রতিশোধ শোধবোধ করতে ফাল্গুনী রাতে মুক্তধারার শারদোৎসবে নটীর পূজায় বাঁশরী বাজিয়ে ও শ্রাবণ গাথা গেয়ে চিত্রাঙ্গদা নদীর পাড়ে প্রায়শ্চিত্ত হিসিবে কালমৃগয়া বিসর্জন দিয়ে পরিত্রাণ লাভ করেন।

***রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর নাটক:**

পৃথ্বীরাজ পরাজয়, তাশের দেশে, মুকুট, রাজা রুদ্রচন্দ্র, বসন্ত, ঋতুবঙ্গে, অরুপ রতন, মায়ার খেলা, শ্যামা, মালিনী, বাল্মীকি প্রতিভা, ডাকঘর, অচলায়তন, রক্তকরবী, চন্ডালিকা, কালের যাত্রা, রাজা ও রানী, বৈকুণ্ঠের খাতা, বিদায় অভিশাপ, প্রকৃতির প্রতিশোধ, শোধবোধ, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, শারদোৎসব, নটীর পূজায়, বাঁশরী, শ্রাবণ গাথা, চিত্রাঙ্গদা, প্রায়শ্চিত্ত, কালমৃগয়া, বিসর্জন, পরিত্রাণ।

***রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ছোটগল্প সহজে মনে রাখুন:**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘাটের কথা, রাজপথের কথা, জীবিত ও মৃত, মেঘ ও রদ্রু, এরূপ কয়েকটি গল্পগুচ্ছ (গল্প সংকলন গ্রন্থ) থেকে ঠাকুরদাদার দুরাশার কর্মফল নিয়ে যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ নামক একটি আষাঢ়ে গল্প রচনা করেন। ল্যাবরেটরির অধ্যাপক পোস্টমাস্টারের নিকট হতে প্রাপ্ত স্ত্রীর পত্রের শেষকথা মত রবিবারের ছুটিতে নষ্টনীড় বসে পাত্র ও পাত্রীর দৃষ্টিদানের পর একরাত্রি নিশীথের ব্যবধানে মানভঞ্জন ও শুভাকে মুকুট পরিয়ে মাল্যদান সমাপ্তি করলেন।

সমস্যাপুরণ মহামায়া হৈমন্তী দিদি পুত্রযজ্ঞ খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে পণরক্ষার্থে মনিহারা ক্ষুধিত পাষাণ ভিখারিণীকে গুপ্তধন দানে প্রতিদান করেন। পরে সে (গল্প সংকলন গ্রন্থ) শাস্তি প্রাপ

***রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ছোটগল্প:**

ঘাটের কথা, রাজপথের কথা, জীবিত ও মৃত, মেঘ ও রদ্রু, গল্পগুচ্ছ (গল্প সংকলন গ্রন্থ), ঠাকুরদাদা, দুরাশা, কর্মফল, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, একটি আষাঢ়ে গল্প, ল্যাবরেটরি, অধ্যাপক, পোস্টমাস্টার, স্ত্রীর পত্র, শেষকথা, রবিবার, ছুটি, নষ্টনীড়, পাত্র ও পাত্রী, দৃষ্টিদান, একরাত্রি, নিশীথে, ব্যবধান, মানভঞ্জন, শুভা, মুকুট, মাল্যদান, সমাপ্তি, সমস্যাপূরণ, মহামায়া, হৈমন্তী,

দিদি, পুত্রযজ্ঞ, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, পণরক্ষা, মনিহারা, ক্ষুধিত পাষাণ, ভিখারিণী, গুপ্তধন, দান প্রতিদান, সে (গল্প সংকলন গ্রন্থ) শাস্তি, তিন সঙ্গী (গল্প সংকলন গ্রন্থ), অতিথি, মধ্যবর্তিনী, আপদ, দর্পহরণ, কাবুলিওয়ালা, দেনাপাওনা, দালি

***রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর কাব্যগ্রন্থ মনে রাখার গল্পঃ**

রোগশয্যায় শায়িত নৈবদ্য পত্রপুট নবজাতক মানসীর আরোগ্য লাভের জন্য ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর লেখক রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ থেকে সানাই এর সুরেসুরে লিপিকা ক্ষণিকা ও ম্যামলীকে নিয়ে ভগ্নহৃদয়ে আকাশ প্রদীপ জ্বেলে গীতিমাল্যর তালেতালে পুনশ্চ প্রভাতসঙ্গীত ও সন্ধ্যাসঙ্গীত গাইলেন।

পরে কড়ি ও কোমল এবং ছবি ও গান কল্পনা করে রবীন্দ্রনাথ শেষ সপ্তক কাব্যগ্রন্থ শেষ লেখা লেখলেন। পূরবী, প্রান্তিক, বলাকা, বনফুল, মহুয়া, গীতালি ও চৈতালী সেঁজুতির জন্মদিনে চিত্রা নদীতে খেয়া ঘাটের পাশে সোনার তরীতে বসে হিন্দু মেলার উপহার (প্রথম কাব্যগ্রন্থ) দিল।

***রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর কাব্যগ্রন্থঃ**

রোগশয্যা, নৈবদ্য, পত্রপুট, নবজাতক, মানসী, আরোগ্য লাভ, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, গীতাঞ্জলি, সানাই, লিপিকা, ক্ষণিকা, শ্যামলী, ভগ্নহৃদয়, আকাশ প্রদীপ, গীতিমাল্য, পুনশ্চ, প্রভাতসঙ্গীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত, কড়ি ও কোমল, ছবি ও গান, কল্পনা, শেষ সপ্তক, শেষ লেখা, পূরবী, প্রান্তিক, বলাকা, বনফুল, মহুয়া, গীতালি, চৈতালী, সেঁজুতি, চিত্রা, খেয়া, সোনার তরী, হিন্দু মেলার উপহার।

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ মনে রাখর গল্পঃ

মরু ভাস্কর সর্বহারা সাম্যবাদী নজরুল পূর্বের হাওয়ায় দোলনচাঁপা ও ঝিঙেফুলের গন্ধে সন্ধা বেলা সিন্ধু হিন্দোল পাড়ে প্রলয় শিখা জ্বেলে সাত ভাই চম্পা কে নিয়ে অগ্নিবীনা বিষের বাঁশীর সুরে গীতি শতদল ও গানের মালা হতে চিত্তনামায় বনগীত ও ভাঙার গান গাইলেন। নতুন চাঁদ রাতে ছায়ানট এর চক্রবাক অনুষ্ঠানে জুলফিকর এর গুলবাগিচায় বুলবুল এর চোখের চাতক চন্দ্রবিন্দু সুরসাকী ও ফনিমনসা কে জিঞ্জীর এর পাশে বসিয়ে রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ কাব্যে আমপারা পড়ে শোনালেন।

***কজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থঃ**

মরু ভাস্কর, সর্বহারা, সাম্যবাদী, পূবের হাওয়া, দোলনচাঁপা, ঝিঙেফুল, সন্ধ্যা, সিন্ধু হিন্দোল, প্রলয় শিখা, সাত ভাই চম্পা, অগ্নিবীনা, বিশেষ বাঁশীর, গীতি শতদল, গানের মালা, চিত্তনামা, বনগীতি, ভাঙার গান, নতুন চাঁদ, ছায়ানট, চক্রবাক, জুলফিকর, গুলবাগিচা, বুলবুল, চোখের চাতক, চন্দ্রবিন্দু, সুরসাকী, ফনিমনসা, জিঞ্জীর, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ ও কাব্যে আমপারা

***নাটকের জন্য সূত্রঃ**

"মালা বদল করে মিলি আপুর বিয়ে হল"

১। মালা-'মধুমালা'

২। মিলি-'ঝিলিমিলি'

৩। আ- 'আলেয়া'

৪। পুর বিয়ে- 'পুতুলের বিয়ে'

***কাব্যঃ** সাম্যবাদী* ও *সর্বহারা *সঞ্চিতা *চক্রবাক *নতুন চাঁদ দেখে *ছায়ানটে *অগ্নিবীণা* ও *বিষের বাঁশী শুনে* শেষ সওগাতে মনের* জিঞ্জির ভেঙ্গে *সিন্ধু-হিন্দোল হয়ে* মরুভাস্করে হারিয়ে যায়।

***নাটকঃ** আলেয়া* ও *মধুবালা, *ঝিলিমিলি শাড়ি পড়ে *নির্ঝর* ও *সাত ভাই চম্পাকে নিয়ে* পুতুলের বিয়েতে যায়।

***পত্রিকাঃ** ধুলাগন (ধু-ধুমকেতু, লা-লাঙল, গ-গণবাণী, ন-নবযুগ)

***উপন্যাসঃ** কুহেলিকা *মৃত্যুক্ষুধায় *বাঁধনহারা।

***গল্পঃ** শিউলিমালা *রিক্তের বেদন * ব্যথার দান করতে চায়।

অথবা,

***কাজী নজরুল ইসলামের এর রচনাসমূহ মনে রাখার টেকনিক**

***উপন্যাসঃ** কুহেলিকা মৃত্যুক্ষুধায় বাঁধনহারা হলো।

***গল্পগ্রন্থ:** শিউলিমালার ব্যথার দান রিক্তের বেদনে ঝরে গেল।

***কাব্য:** সন্ধ্যায় সিন্ধু নদীর তীরে পূবের হাওয়ায় প্রলয়শিখা নিভে যাওয়ায় অগ্নিবীনা ও বিষের বাঁশি বাজিয়ে সাম্যবাদী সর্বহারা চক্রবাক জিঞ্জির ভেঙ্গে ভাঙ্গার গান গেয়ে দোলনচাঁপার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে। পথে ফণিমনসা ফনা তুলে নতুন চাঁদের মতো চন্দ্রবিন্দু আঁকছে।

*অগ্নিবীণা- প্রয়োল্লাস, বিদ্রোহী

***নাটক:** আলেয়া আর ঝিলিমিলি, মধুমালাকে নিয়ে পতুলের বিয়ে দিচ্ছে।

***প্রবন্ধ:** দুর্দিনের যাত্রীরা রুদ্রমঙ্গলবারে যুগবানী পত্রিকায় রাজবন্দীর জবানবন্দী প্রকাশ করল।

***বাজেয়াপ্ত ৫টি গ্রন্থ:**

বিষের বাঁশি, ভাঙ্গার গান, প্রলয়শিখা (কাব্য)

চন্দ্রবিন্দু (গান) যুগবানী (প্রবন্ধ)-জ্বালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড

***মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতাগুলো মনে রাখার টেকনিক:**

"পাঞ্জেরী আঠারো বছর বয়সে সোনার জীবন কবর দিল"

*পাঞ্জেরী-পাঞ্জেরী *আঠারো বছর বয়সে-আঠারো বছর বয়স, *সোনার-সোনার তরী, জীবন-জীবন বন্দনা, *কবর-কবর।

(আমার পূর্ব বাংলা-গদ্য ছন্দে রচিত। বাকী সব অক্ষরবৃত্ত)

শরৎচন্দ্র

***উপন্যাস:** বড়দিদি মেজদিদি বৈরাগী হয়ে গৃহদাহ ত্যাগ করে বিন্দুর ছেলে দেবদাস ও বিপ্রদাসের সাথে পল্লী সমাজে যান এবং শ্রীকান্তকে দেনাপাওনা পথের দাবী সম্পর্কে চরিত্রহীন দত্তা শেষ প্রশ্ন করেন।

***গল্প:** বিলাসীর মেজদিদি বিন্দুর দুই ছেলে মহেশ ও পরেশ আর এক মেয়ে সতী, মন্দিরের জমি নিয়ে মামলার ফলে তারা আজ কপর্দকশূন্য

***গল্প:** ছবি, বিলাসী, পরেশ, সতী, মহেশ, মন্দির, মামলার ফল, বিন্দুর ছেলে, মেজদিদি

***উপন্যাস:** অরক্ষনীয় গৃহের ছবি দেখে কাশীনাথ শ্রীকান্তকে বললেন "চরিত্রহীন দেবদাস পশুর সমান"।

চ- চরিত্রহীন

দেব- দেবদাস, দেনাপাওনা

দাস- বিপ্রদাশ

প-পরিনীতা

শু- পন্ডিত মশাই

র- পথের দাবী

স-পল্লী সমাজ

মা- রামের সুমতি

ন- চন্দ্রনাথ

অথবা,

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- এর রচনাবলি মনে রাখার কৌশল

উপন্যাস: বড়দিদি ও মেঝদিদি অরক্ষণীয়াকে নিয়ে পথের দাবিতে বিরাজ বৌয়ের কাছে গেল। সেখানে দেবদাস, বিপ্রদাস ও শ্রীকান্ত ছিল। তারা সবাই এই পরিণীতা বামুনের মেয়ের চরিত্রহীন স্বামীকে পল্লী সমাজের সামনে শেষ প্রশ্ন করতে চাইল। শেষের পরিচয়ে বৈকুণ্ঠের উইল অনুযায়ী গৃহদাহ করলো।

বড়দিদি- ১ম উপন্যাস।

শ্রীকান্ত- ৪ খন্ডে প্রকাশিত। শ্রেষ্ঠ রচনা।

পথের দাবি- সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত।

গল্প: বিন্দুর ছেলে মহেশ রামের সুমতি হলো না। সে বিলাসীকে নিয়ে মন্দিরে গেলই।

মন্দির-১ম গল্প

প্রবন্ধ: তরুণেরা বিদ্রোহ করলো স্বদেশ ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে নারীর মুল্য বোঝাতে।

নাটক: ষোড়শী

দীনবন্ধু মিত্র

নাটক ও প্রহসনঃ নবীন জামাই কমল সধবার একাদশীতে লীলাবতীকে নিয়ে নীলদর্পণ নাটক দেখলে একবুড়ো তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে যায়।

প্রহসনঃ বিয়ে পাগল বুড়ো, সধবার একাদশী

নাটক-

জামাই বারিক

লীলাবতী

নবীন তপস্বিনী

কমলে কাহিনী

নীল দর্পণ

নীল দর্পণ-ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১ম গ্রন্থ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নীলদর্পন নাটকটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ১৮৬১ সালে। নাটকটি দেখতে এসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মঞ্চে জুতা মেরেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ঐতিহাসিক ও পৌরণিক নাটকঃ ছত্রপতি শিবাজীর মী-সি-লে রাবন পান্ডবকে বধ করে অ-জানা বনবাসে সীতাকে হরণ করলেন

ছত্রপতি শিবাজী
মী-মীরজাফর
সি-সিরাজদ্দৌলা
লে-লক্ষণবধ
-রাবনবধ
-পান্ডব গৌরব
-অভিমন্যু বধ ও সীতা হরণ- পৌরণিক
-জনা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নাটকঃ ক-সি সাবনূর প্রায় এক ঘরে জন্ম নিলে প্রতাপ চন্দ্র দাসের আনন্দের পতন ঘটে

১। ক-কল্কি অবতার
২। সি-সিংহল বিজয়
৩। সাবনুর- বঙ্গনারী
৪। সা- সাজাহান
৫। নূর-নূরজাহান
৬। প্রায়-প্রায়চিত্ত
৭। জন্ম-পুনর্জন্ম
৮। প্রতাপ- প্রতাপ সিংহ
৯। চন্দ্র-চন্দ্রগুপ্ত
১০। দাস-দূর্গাদাস
১১। আনন্দ- আনন্দ বিদায়

ইসমাইল হোসেন সিরাজী

উপন্যাস, কাব্য ও মহাকাব্য

উপন্যাসঃ

রানুন ফিতা
রা-রায় নন্দিনী
নুর-নুর উদ্দিন
ফি-ফিরোজা বেগম
তা- তারাবাঈ

কাব্য ও মহাকাব্যঃ নব-উদ্দীপনা উচ্ছাসে অনল প্রবাহে তুরস্কে ভ্রমন করে স্পেন বিজয় করল।

কাব্যঃ

নবউদ্দীপনা
উচ্ছ্বাস
অনল প্রবাহ
ভ্রমণ কাহিনীঃ তুরস্ক ভ্রমণ

মহাকাব্যঃ স্পেন বিজয়

ফররুখ আহমদ

কাব্যঃ সাত সাগরের মাঝি সিরাজুম মুনীরা মুহূর্তের মধ্যেই নেঁফেল ও হাতেম তাই এর জন্য পাখির বাসা বানাল

১। সাত সাগরের মাঝি ২। সিরাজুম মুনীর
৩। মুহূর্তের কবিতা ৪। হাতেম তাই
৫। নৌফেল ও হাতেম ৬। পাখির বাসা

দরিয়া, শেষ রাত্রি, লাশ- সাত সাগরের মাঝি কাব্যের অন্তর্গত

নবীন চন্দ্র সেন

পলাশীর যুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের দুই সৈনিক রৈবতক আর প্রভাস যুদ্ধ না করে অবকাশ রঞ্জিনী পালন করছিল

পলাশীর যুদ্ধ- গাঁথাকাব্য
কুরুক্ষেত্র, রৈবতক, প্রভাস-ত্রয়ী মহাকাব্য
অবকাশ রঞ্জিনী-কাব্য

মুনীর চৌধুরী

মুখরা রমনীর শয়নকক্ষে রুপার কৌটায় রাখা দন্ডকারন্যের রক্তাক্ত প্রান্তরে কবরে শায়িত এক যোদ্ধার চিঠির বিষয়ে ঘরের কেউ কিছু বলতে পারেনা।

অনুবাদ নাটকঃ

১। মুখরা রমণী বশীকরণ
২। রুপার কৌটা
৩। কেউ কিছু বলতে পারেনা

নাটকঃ

১। রক্তাক্ত প্রান্তর ২। চিঠি
৩। দন্ডকারন্য ৪। কবর

জসীম উদ্দীন

নাটকঃ পদ্মা পাড়ের বেদের মেয়ে মধুমালার সাথে অন্য গ্রামের মেয়ে এক পল্লীবধূর বন্ধুত্ব সবার মুখে মুখে

১। পদ্মাপাড় ২। বেদের মেয়ে
৩। মধুমালা ৪। গ্রামের মেয়ে
৫। পল্লীবধূ

উপন্যাসঃ বোবা কাহিনী

কাব্যঃ হলুদ বরনীর দেশে হাসু, ডালিম কুমার, সখিনা ও সুচয়নী ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে এক পয়সার বাঁশি বাজিয়ে ধানক্ষেতের বালুচরে মাটির তৈরী কবর জলে লেখা নকশী কাথার কাফন মুড়িয়ে সোজন বাদিয়ার ঘাটে এসে রাখালীর মা পল্লী জননী রঙ্গিলা নায়ের মাঝির জন্য কাঁদতে লাগল

হলুদ বরনী,	জলে লেখন,
হাসু	নকশী কাঁথার মাঠ,
ডালিম কুমার,	কাফনের মিছিল,
সখিনা,	সোজন বাদিয়ার ঘাট,
সুচয়নী,	রাখালী,

ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে,
রঙ্গিলা নায়ের মাঝি,
এক পয়সার বাঁশি।

মা যে জননী কাদে,	ধানক্ষেত,
বালুচর,	মাটির কান্না

জীবনানন্দ দাশ

সতীর্থ তার জলপাইহাটী নিবাসী বান্ধবী কবিতার কথায় তার ছোট বোন কল্যানীকে মাল্যদান করল

উপন্যাসঃ

১। সতীর্থ	২। জলপাই হাটি
৩। কল্যানী	৪। মাল্যদান

প্রবন্ধঃ কবিতার কথা

কাব্যঃ এই মহাপৃথিবীর মাঝে বেলা অবেলা কালবেলায় সাতটি তারার তিমিরে রুপসী বাংলার মেয়ে বনলতা সেন কুড়িয়ে পাওয়া ঝরা পালকটি ধূসর পাণ্ডুলিপির ভেতর যত্ন করে রাখল

১। রুপসী বাংলা	২। বনলতা সেন
৩। ধূসর পাণ্ডুলিপি	৪। ঝরাপালক

৫। বেলা অবেলা কালবেলা
৬। সাতটি তারার তিমির
৭। মহা পৃথিবী

মীর মশাররফ হোসেন

প্রহসনঃ ভাইয়ে ভাইয়ে ফাঁস কাগজে একি করল? এর উপায় কি?

১। ভাই ভাই এই কি চাই
২। একি
৩। এর উপায় কি
৪। ফাঁস কাগজ

নাটকঃ বেটা বসন্ত জমিদার

১। বে- বেহুলা গীতাভিনয়
২। টা-টালা অভিনয়
৩। বসন্ত- বসন্ত কুমারী
৪। জমিদার- জমিদার দর্পন

উপন্যাসঃ রত্নাবতী বিষাদসিন্ধুর পানে তাকিয়ে থাকা উদাসীন পথিকের মনের কথা বুঝতে পেরে বাঁধা খাতাটি গাজী মিয়ার বস্তানীতে রাখলেন।

১। রত্নাবতী- বাংলা সাহিত্যের মুসলমান রচিত ১ম উপন্যাস
২। বিষাদ সিন্ধু
৩। গাজীমিয়ার বস্তানী
৪। বাঁধা খাতা
৫। উদাসীন পথিকের মনের কথা

অথবা, *ছন্দঃ রাজিয়া খাতুন রত্নাবতীর বিষাদ সিন্ধু লিখিত বাধাখাতা গাজীমিয়ার বস্তানিতে উপস্থাপন করলেন, আসলে এটা কি উদাসীন পথিকের মনের কথা! নাকি নিয়তির কি অবনতি।

ব্যাখ্যাঃ

* রাজিয়া খাতুন	* রত্নাবতীর
* বিষাদ সিন্ধু	* বাধাখাতা

* গাজীমিয়ার বস্তানি
* উদাসীন পথিকের মনের কথা
* নিয়তির কি অবনতি।

কায়কোবাদ

কাব্যঃ অমিয়ের সাথে কুসুমের আর দহরম মহরম নেই বিরহ চলছে। তাই সে মহাশ্মশানের শিব মন্দিরে অশ্রুমালা বিসর্জন দিল।

১। অমিয়ধারা	২। কুসুমকানন
৩। মহরম শরীফ	৪। বিরহ বিলাপ
৫। শিব মন্দির	৬। অশ্রুমালা

মহাকাব্য ঃ মহাশ্মশান

বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কর্তৃক রচিত ১ম মহাকাব্য। মহাশ্মশান ১৯০৩ সালে রচিত হয়। এটি পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে রচিত।

বিহারীলাল চক্রবর্তী

বিহারীলাল চক্রবর্তী-ভোরের পাখি
বিহারীলাল চক্রবর্তী-গীতিকবিতার জনক

বিহারীলাল চক্রবর্তী-রবিঠাকুরের কাব্য গুরু

পত্রিকাঃ

অবোধ বন্ধু বিহারীলাল সাহিত্য সংক্রান্তিতে পূর্নিমার হাত ধরে বসে আসে

১। অবোধ বন্ধু ২। সাহিত্য সংক্রান্তি
৩। পূর্নিমা

কাব্যঃ বংগ সুন্দরী সারদার সংগীতের প্রতি নিসর্গ প্রেম তার স্বপ্ন ও মনে সাধের আসন গেড়ে বসেছে

*বংগ সুন্দরী *সারদা মঙ্গল
*সংগীত শতক *নিসর্গ সন্দর্শন
*প্রেম প্রবাহিনী *স্বপ্ন দর্শন
*সাধের আসন

আল-মাহমুদ

কাব্যঃ কালের কলসে হারিয়ে যাওয়া লোক-লোকান্তরে প্রচলিত কাহিনী-বখতিয়ারের ঘোড়ায় সোনালী কাবিন চাপিয়ে আল-মাহমুদ এক চক্ষু হরিণ শিকার করেছিলেন।

* লোক লোকান্তরে * কালের কলস
* সোনালী কাবিন * বখতিয়ের ঘোড়া
* একচক্ষু হরিণ

উপন্যাসঃ আগুনের মেয়ে সুন্দর পুরুষকে দেখে তার ডাহুকী রূপ ধারন করেছিল

১। ডাহুকী ২। আগুনের মেয়ে
৩। পুরুষ মেয়ে
গল্পঃ পানকৌড়ির রক্ত

সুকান্ত ভট্টাচার্য

ছন্দঃ গীতাগুচ্ছ এর ছাড়পত্র এবং হরতাল এর পূর্বাভাস পেয়ে অভিযানকারীদের চোখে ঘুম নেই।

ব্যাখ্যাঃ

* গীতিগুচ্ছ * ছাড়পত্র * হরতাল
* পূর্বাভাস * অভিযান * ঘুম নেই।

বেগম রোকেয়া

বেগম রোকেয়ার পদ্মরাগ উপন্যাসে *অবরোধবাসিনী *ডেলিসিয়া হত্যা হওয়ায় *মতিচুর ও *সুলতানার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। (সবগুলো প্রবন্ধ) (পদ্মরাগ- উপন্যাস)

কবি সুফিয়া কামাল

*আমাদের কালে *উদাত্ত পৃথিবীর *অভিযাত্রিক ও *মায়া কাজল *সাঝের মায়ার বেলায় *কেয়ার কাটা ও *যাদুদের সমাধি পার হয়ে *ইতল বিতল ও *নওল কিশোরের দরবারে *মন ও জীবন দিয়ে *একাত্তরের ডায়েরী পড়ে। (সবগুলো কাব্য)

(কেয়ার কাটা-গল্প)
(একাত্তরের ডায়েরী-স্মৃতিকথা)।

আব্দুল্লাহ আল মুতী

ছন্দঃ অবাক পৃথিবীর রহস্যের শেষ নেই, বিজ্ঞান ও মানুষের জানা অজানার দেশে সাগরের রহস্যেপুরী আবিষ্কারের নেশায় মত্ত এ যুগের বিজ্ঞান। তাইতো বলি এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে।

ব্যাখ্যাঃ

* অবাক পৃথিবী
* রহস্যের শেষ নেই
* বিজ্ঞান ও মানুষে
* জানা অজানার দেশে
* সাগরের রহস্যেপুরী
* আবিষ্কারের নেশায় মত্ত
* এ যুগের বিজ্ঞান
* এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে

জহির রায়হান

উপন্যাসঃ বরফ গলা নদীর পাশে শেষ বিকেলের মেয়ের তৃষ্ণায় হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করছি, আর কতদিন লাগবে আরেক ফাল্গুন আসতে, নাকি কয়েকটি মৃত্যু চায়।

চলচ্চিত্রঃ জীবন থেকে নেয়া স্টপ জেনোসাইড কাঁচের দেয়ালের মতই ভেঙ্গে যায়।

শামসুর রাহমান

কাব্য : বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে উঠলো দুঃসময়ের মুখোমুখি বন্দী শিবির থেকে, বললো, আমি অনাহারী, বিধ্বস্ত নীলিমা, ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা। রৌদ্র করোটিতে তখন প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, এক ফোঁটা কেমন অনল ঝরলো বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়।

শিশু সাহিত্য : এলাটিং বেলাটিং একটা স্মৃতির শহর, সেখানে গোলাপ ফোঁটে খুকির হাতে, আজও ধান ভানলে কুঁড়ো দেব।

আত্মস্মৃতিঃ কালের ধুলোয় লেখা

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত দেশী-বিদেশী শব্দ

***দেশী শব্দঃ** এক গঞ্জের কুড়ি ডাগড় টোপর মাথায় দিয়ে চোঙ্গা হাতে পেটের জ্বালায় চুলা, কুলা, ডাব ও ডিংগা নিয়ে টং এর মাচায় উঠল।

***ফারসি শব্দঃ** চশমার দোকানদার ও কারখানার মেথর রোজার দিনে নামাজ না পড়ায় বেগম বাদশার কাছে নালিশ করলেন। তাই শুনে বাদশা তাদের কে দরবারে ডেকে দস্তখত নিয়ে জানোয়ার ও বদমাশ বলে দোযখে পাঠালেন

***গ্রীক শব্দঃ** গ্রীকের সেমাইয়ের দাম বেশী, সুরঙ্গ

***বর্মী শব্দঃ** বর্মীরা লুঙ্গিকে ফুঙ্গি বলে

***চীনা শব্দঃ** চীনার চিনির ঢা লিচুর মত লাগে, সাম্পান।

***জাপানী শব্দঃ** জাপানের রিক্সায় হারিকেন লাগে

***ওলন্দাজ শব্দঃ** ওলান্দজরা ইস্কাপন, টেককা, তুরুপ, রুইতন, হরতন দিয়ে তাস খেলে

ফরাসী (ফ্রান্স): গেরেজে কার্তুজের ডিপোতে বুর্জোয়া ইংরেজ ও ওলন্দাজদের রেস্তোরার কুপন আছে

***পর্তুগীজ শব্দঃ** গীর্জার পাদ্রী চাবি দিয়ে গুদামের আলমারি খুলে তাতে আনারস, পেঁপে ও পেয়ারা আলপিন ও আলকাতরা রাখলেন। কেরানী দিয়ে কামরা পরিস্কার করে জানালা খুলে দিলেন তারপর পেরেক, ইস্ত্রি, ইস্পাত ও পিস্তল বের করে বালতিতে রেখে বোমা বানালেন।

***তুর্কী শব্দঃ** দারোগা বাহাদুর বাসায় আসবেন। তাই দাদা বাড়ির চাকর খাতুন বেগম কে দিয়ে বাবুর্চি কে খবর পাঠালেন। কুলি, লাংগল

অথবা,

বাংলায় বিভিন্ন শব্দ মনে রাখার টেকনিক

***জাপানি শব্দ মনে রাখার গল্পঃ** জাপানিরা জুডো, কম্ফু, কারাতে খেলে হারিকেনসহ রিক্সায় করে হাসনাহেনা ফুল নিয়ে প্যাগোডায় যায়, সুনামির ভয়ে সামপানে চড়ে হারিকিরি করে।

জাপানি শব্দঃ জুডো, কম্ফু, কারাতে, হারিকেন, রিক্সা, হাসনাহেনা, প্যাগোডা, সুনামি, সামপান, হারিকিরি।

***তুর্কি শব্দ মনে রাখার গল্পঃ** এক তুর্কি উজবুক দারোগা তোপের মুখে তার কুলি ও চাকর কে মুচলেকা দিয়ে বলল যদি জঙ্গলে গিয়ে চাকু ও কাচি দিয়ে লাশ কাটতে পার তবে আমার বাবুর্চি তোমাদের চকমক কোর্মা রেধে খাওয়াবে।

তুর্কি শব্দঃ উজবুক, দারোগা, তোপ, কুলি, চাকর, মুচলেকা, জঙ্গল, চাকু, কাচি, লাশ, বাবুর্চি, চকমক, কোর্মা।

***ফরাসি শব্দ মনে রাখার গল্পঃ** ফরাসি বুর্জোয়ারা আঁতাত করলেও কুপন ছাড়া ফিরিঙ্গির মত কার্তুজ নিয়ে রেস্তোরাঁ, ক্যাফে ডিপোতে প্রবেশ করেনা।

ফরাসি শব্দঃ বুর্জোয়া, আঁতাত, কুপন, ফিরিঙ্গি, কার্তুজ, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে, ডিপো।

***পর্তুগিজ শব্দ মনে রাখার গল্পঃ** এক পর্তুগিজ যিশুক্রুশ গীর্জার বোতামছাড়া কামিজ পরিহিত ইংরেজ পাদ্রি ও তার কেরানি বারান্দার জানালায় বসে বেহালার সুরে সুরে আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, পাউরুটি ও আচার খায়। অতঃপর গুদামের নিলামকৃত ইস্পাত, আলপিন, পেরেক, সাবান, টুপি এবং বালতি ও গামলাভরা আলকাতরা সজন মিস্ত্রিকে পাইয়ে দিতে চাবি দিয়ে আলমারি খুলে পিস্তল নিয়ে বন্দরের দিকে রওনা হয়।

পর্তুগিজ শব্দঃ যিশু, ক্রুশ, গীর্জা, বোতাম কামিজ, ইংরেজ, পাদ্রি, কেরানি, বারান্দা, জানালা, বেহালা, আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, পাউরুটি, আচার, গুদাম, নিলাম, ইস্পাত, আলপিন, পেরেক, সাবান, টুপি, বালতি, গামলা, আলকাতরা, সজন, মিস্ত্রি, চাবি, আলমারি, পিস্তল, বন্দর।

***ফারসি শব্দ মনে রাখার গল্প :** ফারসি বেগম সাহেব বদমাস জানোয়ার মেথরের হাঙ্গামার নালিশ শুনে চশমা পরে তোশকে বসে আদমির জবানবন্দিতে দস্তখত করে তারিখ দিয়ে বললেন আমদানি রফতানি করতে হলে নমুনা পাঠাতে হয়। ফেরেশতা, পয়গম্বর, বাদশাহ জিন্দা অবস্থায় খোদার পেরেশানের ভয়ে নামাজ রোজা আদায় করে আর দোযখ-বেহেশত ও গুনাহর কথা স্মরণ করে।

বান্দা দুনিয়ায় দফতর, দরবার, দোকান, কারখানা করে রসদ দৌলত লাভের জন্য।

ফারসি শব্দঃ বেগম, সাহেব, বদমাস, জানোয়ার, মেথর, হাঙ্গামা, নালিশ, চশমা, তোশক, আদমি, জবানবন্দি, দস্তখত, তারিখ, আমদানি, রফতানি, নমুনা, ফেরেশতা, পয়গম্বর,

বাদশাহ, জিন্দা, খোদা, পেরেশান, নামাজ, রোজা, দোযখ, বেহেশত, গুনাহ, বান্দা, দুনিয়া, দফতর, দরবার, দোকান, কারখানা, রসদ দৌলত।

***আরবি শব্দ মনে রাখার গল্পঃ** আরবে ইসলামে বিশ্বাসী ঈমানদার ওযু গোসল করে হাদিস কোরআন তসবিহ পড়ার পর হজ যাকাত ও কোরবানী করে হারাম হালাল ও আল্লাহর পথ মেনে চলে জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম হতে মুক্তির জন্য।

উকিল মোক্তার মক্কেল, মুন্সেফ কিতাব, কানুন, দোয়াত, কলম নিয়ে মহকুমা আদালতে এজলাসে বসে রায় খারিজ করেন।

ঈদের দিন আলেম এলেম, ইনসান বলে মুসফির লেবুর ব্যবসায় লোকসানে আছি। বাকির ওজর কেচ্ছা দালালি বাদ দিয়ে নগদ দাও।

আরবি শব্দঃ ঈমানদার, ওযু, গোসল, হাদিস, কোরআন, তসবিহ, হজ, যাকাত, কোরবানী, হারাম, হালাল, আল্লাহ, জান্নাত, জাহান্নাম, উকিল, মোক্তার, মক্কেল, মুন্সেফ, কিতাব, কানুন, দোয়াত, কলম, মহকুমা, আদালত, এজলাস, রায়, ঈদ, আলেম, এলেম, ইনসান, মুসফির, লেবু, ব্যবসা, লোকসান, বাকি, ওজর, কেচ্ছা দালালি ও নগদ।

***গুজরটি শব্দ মনে রাখার গল্পঃ** গুজরটিরা হরতাল এর দিন কোন জয়ন্তী হলে খদ্দর পরে।

গুজরাটি শব্দঃ হরতাল, জয়ন্তী, খদ্দর

***ওলন্দাজ শব্দ মনে রাখার গল্পঃ** ওলন্দাজরা হরতন রুইতর ইস্কাপন ও টেক্কা দিয়ে তাসে তুরুপ মারে।

ওলন্দাজ শব্দঃ হরতন, রুইতর, ইস্কাপন, ও টেক্কা, তাস, তুরুপ।

মাত্র ২৫ সেকেন্ডেই করে ফেলুন সুদকষার সব অংক

চাকরীর পরীক্ষায় আমরা বেশীরভাগ পরীক্ষার্থীই গণিতে দুর্বল। যদি আমরা গণিতে ভাল করতে পারি তাহলে চাকরীর পরীক্ষায় চান্স পাওয়া অনেক সহজ হয়ে যাবে। বিসিএসসহ নিয়োগ পরীক্ষায় অতি অল্প সময়ে জটিল অংক সমাধান করতে হয়। কিছু টেকনিক জানা থাকলে অংক করা সহজ হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভালো পরীক্ষা দেয়া সম্ভব। যারা আমার মত অংক একটু কম বোঝেন তাদের জন্য নিয়ে এলাম সুদকষার সব অংক করার টেকনিক।

★ **টেকনিক-১:** যখন মূলধন, সময় এবং সুদের হার সংক্রান্ত মান দেওয়া থাকবে তখন

সুদ বা মুনাফা = (মূলধন × সময় × সুদের হার) / ১০০

প্রশ্ন : ৯.৫% হারে সরল সুদে ৬০০ টাকার ২ বছরের সুদ কত?

সমাধান : সুদ বা মুনাফা = (৬০০ × ২× ৯.৫) / ১০০ = ১১৪ টাকা

★ **টেকনিক-২:** যখন সুদ, মূলধন এবং সুদের হার দেওয়া থাকে তখন

সময় = (সুদ × ১০০) / (মূলধন × সুদের হার)

প্রশ্ন : ৫% হারে কত সময়ে ৫০০ টাকার মুনাফা ১০০ টাকা হবে?

সমাধান : সময় = (১০০ × ১০০) / (৫০০ × ৫) = ৪ বছর

★ **টেকনিক-৩:** যখন সুদে মূলে গুণ হয় এবং সুদের হার উল্লেখ থাকে তখন-

সময় = (সুদেমূলে যতগুণ- ১) / সুদের হার × ১০০

প্রশ্ন : বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা হার সুদে কোন মূলধন কত বছর পরে সুদে আসলে দ্বিগুণ হবে?

সমাধান : সময় = (২-১) / ১০× ১০০ = ১০ বছর

★ **টেকনিক-৪:** যখন সুদে মূলে গুণ হয় এবং সময় উল্লেখ থাকে তখন-

সুদের হার = (সুদেমূলে যতগুণ- ১) / সময় × ১০০

প্রশ্ন সরল সুদের হার শতকরা কত টাকা হলে, যে কোন মূলধন ৮ বছরে সুদে আসলে তিনগুণ হবে?

সমাধান : সুদের হার = (৩- ১) / ৮ × ১০০ = ২৫%

★ **টেকনিক-৫:** যখন সুদ সময় ও মূলধন দেওয়া থাকে তখন-

সুদের হার = (সুদ × ১০০) / (আসল বা মূলধন × সময়)

প্রশ্ন : শতকরা বার্ষিক কত টাকা হার সুদে ৫ বছরের ৪০০ টাকার সুদ ১৪০ টাকা হবে?

সমাধান : সুদের হার = (১৪০× ১০০) / (৪০০ × ৫) = ৭ টাকা

★ **টেকনিক-৬:** যখন দুটি আসল এবং দুটি সময়ের সুদ দেওয়া থাকে তখন-

সুদের হার = (মোট সুদ × ১০০) / {(১ম মূলধন × ১ম সময়) + (২য় মূলধন × ২য় সময়)}

প্রশ্ন সরল হার সুদে ২০০ টাকার ৫ বছরের সুদ ও ৫০০ টাকার ৬ বছরের সুদ মোট ৩২০ টাকা হলে সুদের হার কত?

সমাধান : সুদের হার = (৩২০× ১০০) / {(২০০ × ৫) + (৫০০ × ৬)} = ৮ টাকা

★ **টেকনিক-৭:** যখন সুদের হার, সময় এবং সুদে- মূলে উল্লেখ থাকে-

মূলধন বা আসল = (১০০ × সুদআসল) / {১০০ + (সময় × সুদের হার)}

প্রশ্ন : বার্ষিক ৮% সরল সুদে কত টাকা ৬ বছরের সুদে- আসলে ১০৩৬ টাকা হবে?

সমাধান : মূলধন বা আসল = (১০০ × ১০৩৬) / {১০০+ (৬× ৪৮)} = ৭০০ টাকা

★ **টেকনিক-৮:** যখন সুদ, সময় এবং সুদের হার উল্লেখ থাকবে-

মূলধন = (সুদ × ১০০) / (সময় × সুদের হার)

প্রশ্ন : শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা হার সুদে কত টাকার ৬ বছরের সুদ ৮৪ টাকা হবে?

সমাধান : মূলধন = (৮৪ × ১০০) / (৬ × ৪) = ৩৫০ টাকা

★ **টেকনিক-৯:** যখন দুটি সুদের হার থাকে এবং সুদের হার ও আয় কমে যায় তখন,

আসল =হ্রাসকৃত আয় × ১০০ / {(১ম সুদের হার- ২য় সুদের হার) × সময়}

প্রশ্ন : সুদের হার ৬% থেকে কমে ৪% হওয়ায় এক ব্যক্তির বাৎসরিক আয় ২০ টাকা কমে গেল। তার আসলের পরিমাণ কত?

সমাধান : আসল = ২০ × ১০০ / {(৬- ৪) × ১ = ১০০০ টাকা

মাত্র ১৫ সেকেন্ডেই করে ফেলুন কাজ ও শ্রমিক সংক্রান্ত অংকের সমাধান

নিয়ম-১ : ক, খ এবং গ একটি কাজ যথাক্রমে ১২, ১৫ এবং ২০ দিনে করতে পারে। তারা একত্রে কাজটি কতদিনে করতে পারবে?

টেকনিক = abc / (ab + bc + ca)

= (12 × 15 × 20)/ (12×15 + 15×20 + 20×12)= 5 দিনে (উঃ)

নিয়ম- ২: ৯ জন লোক যদি একটি কাজ ৩ দিনে করে তবে কতজন লোক কাজটি ৯ দিনে করবে?

টেকনিক : M1D1 = M2D2 বা, 9 × 3 = M2 × 9

বা, M2×9=27 M2=27/9 সুতরাং, M2 = 3 দিনে (উঃ)

নিয়ম-৩: ৩ জন পুরুষ বা ৪ জন মহিলা একটি কাজ ২৩ দিনে করতে পারে। ঐ কাজটি শেষ করতে ২ জন পুরুষ এবং ৫ জন মহিলার কত দিন সময় লাগবে?

টেকনিকঃ T = (M1 × W1 × T1) ÷ (M1W2 + M2W1)

= (৩ × ৪ × ২৩) ÷ (৩ × ৫ + ৪ × ২) = ১২ দিন (উঃ)

নিয়ম-৪: যদি নুসরাত একটি কাজ ১০ দিনে করে এবং মায়াম্মি ঐ কাজ ১৫ দিনে করে তবে নুসরাত এবং মায়াম্মি একসাথে কাজটি কত দিনে করতে পারবে?

টেকনিকঃ G = FS÷(F+S) = (10 × 15)÷(10+15) = ৬ দিনে (উঃ)

নিয়ম-৫: যদি ক একটি কাজ ১০ দিনে করে এবং ক ও খ একসাথে কাজটি ৬ দিনে করে তবে খ কাজটি কতদিনে করতে পারবে?

টেকনিকঃ G = FS÷(F-S) = (10 × 6)÷(10-6)

= ১৫ দিনে (উঃ)

ইংরেজি সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রসমূহ

ইংরেজি সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন বিসিএসসহ অনেক জব পরীক্ষায় প্রতিবারই আসে।

*** ইংলিশ কিছু মহাকাব্যের প্রধান চরিত্র:**

☞ মহাকবি মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট গ্রন্থের প্রধান চরিত্রগুলো হচ্ছে: - * আদম *ইভ *হাওয়া প্রমুখ।

☞ হোমারের মহাকাব্য ইলিয়াডের প্রধান চরিত্রগুলোর নাম হচ্ছে:- * যোদ্ধা হেক্টর * হেলেন *প্যারিস *অ্যাপোলো *এথেনা প্রমুখ।

*** বিখ্যাত সব এডভেঞ্চারগুলোর প্রধান চরিত্র**

অ্যাডভেঞ্চার বিষয়ক গ্রন্থগুলোর প্রধান চরিত্র মনে রাখার সহজ উপায় হচ্ছে গ্রন্থের নাম হয় সাধারণত প্রধান চরিত্রের নামানুসারেই।

* রবিনসন ক্রুসো- রবিনসন ক্রুসো। *গালিভার'স ট্রাভেল- গালিভার।

* অলিভার টুইস্ট- অলিভার টুইস্ট।

*** বিখ্যাত কিছু উপন্যাসের প্রধান চরিত্র**

☞ জেন অস্টেনের 'প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস' উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো হচ্ছে: *মি. ডার্সি *এলিজাবেথ বেনেট *জেন বেনেট *লাইডিয়া বেনেট প্রমুখ।

☞ ডি.এইচ.লরেন্স-এর 'সন'স এন্ড লাভার' উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো হচ্ছে:- *পল মার্লে *এনি মার্লে *আর্থার মার্লে প্রমুখ।

☞ টনি মরিসনের 'দ্যা ব্লু মরিসন' উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো হচ্ছে: *পিকোলা ব্রিডলাভ *সাম্মি ব্রিডলাভ প্রমুখ।

☐ শার্লক ব্রন্টির 'জেন আয়ার' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জেন আয়ার।

*** শেক্সপিয়রের নাটকের প্রধান চরিত্রসমূহ**

শেক্সপিয়র বিখ্যাত তার হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাকবেথ, কিং লিয়ার এইসব নাটকের জন্য। শেক্সপিয়রের এইসব নাটকের চরিত্র মনে রাখবার সহজ উপায় হচ্ছে নাটকের নাম আর নাটকের প্রধান চরিত্রের নাম একই। যেমন হ্যামলেট নাটকের প্রধান চরিত্র হ্যামলেট, ওথেলো নাটকের প্রধান চরিত্র ওথেলো আবার কিং লিয়ার নাটকের প্রধান চরিত্র কিং লিয়ার।

এবার মনে রাখার সুবিধার জন্য শেক্সপিয়রের সকল নাটক তার প্রধান চরিত্রগুলো একসাথে দেয়া হলো।

* Hamlet, Ophelia ➟ Hamlet

* Othello, Desdemona ➟ Othello

* King Lear ➟ King Lear

* Macbeth, Lady Macbeth, Duncan, Three Witches ➟ Macbeth

* Isabella, Juliet ➟ Measure For Measure

* Prospero, Miranda, Caliban ➟ The Tempest

* Shylock, Antonio ➟ Merchant Of Venice

নোটঃ শেক্সপিয়র মূলত তার নাটকের জন্য বিখ্যাত হলেও তিনি সনেট, গদ্য কবিতা ইত্যাদি করেছেন। তার সর্বমোট সাহিত্যের সংখ্যা হচ্ছে- *নাটক- ৩৭টি। *সনেট- ১৫৪টি। *গদ্য কবিতা- ৩টি।

৩৭টি নাটকের মধ্যে শ্রেণিবিভাগ হচ্ছে- *কমেডি- ১৬টি। *ট্রাজেডি- ৭টি। *ঐতিহাসিক নাটক - ৩৪টি।

*** জর্জ বার্নাড'শ এর নাটকের চরিত্রসমূহ**

শেক্সপিয়রের পরেই নাটকের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে জর্জ বার্নাড'শ। তাকে বলা হয় আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের জনক।

তার বিখ্যাত দুইটি নাটক "আর্মস এন্ড ম্যান" এবং "ম্যান ও সুপারম্যান"।

☞ আর্মস এন্ড ম্যানের প্রধান চরিত্রগুলো হচ্ছেঃ- *ক্যাপ্টেন ব্লান্টশিল *রায়না পেটকফ *ক্যাথেরিন পেটকফ প্রমুখ।

☞ ম্যান ও সুপারম্যানের প্রধান চরিত্রগুলো হচ্ছেঃ *হেক্টর মেলন *এন হোয়াইট ফিল্ড *জন টেনার *ম্যাডোজা প্রমুখ।

*** ইংরেজি কিছু কবিতার প্রধান চরিত্র**

☞ কবি লর্ড বাইরনের ডন জুয়ান কবিতার প্রধান চরিত্রগুলো হচ্ছেঃ *ডন জুয়ান *ডনা ইনেজ *ডনা জুলিয়া *ডন আলফেনজো প্রমুখ।

☞ স্যামুয়েল টেইলর কোলারিজের দেশাত্মবোধক কবিতা 'দ্যা রাইম অব এনসেন্ট মেরিনার' এর প্রধান- চরিত্রগুলো হচ্ছে *দ্যা মেরিনার *উইডিং গেস্ট *দুঃস্বপ্ন এবং মৃত্যু।

ইংরেজি শব্দের বানান এর এক্সক্লুসিভ সব নিয়ম/ Spelling Rules

১. এক syllable বিশিষ্ট শব্দের শেষে একটি vowel + একটি consonant, এভাবে থাকলে এবং এদের পরে vowel দিয়ে শুরু হওয়া suffix (ed, er, ing, est etc) যোগ হলে শেষ consonant টি দুটি হয়ে যায়।

Beg + ed = begged
Rob + er = robber
Run + ing = running
Sad + est = saddest
But: Wish + ed = wished (two consonants)
Fear + ing + fearing (two vowels)

২. দুই বা ততোধিক syllable বিশিষ্ট শব্দের যদি শেষ syllableটি জোর দিয়ে উচ্চারিত শেষ অক্ষরটি দুটি হবে।

Begin + ing = beginning
Occur + ed = occurred
Permit + ed = permitted
Control + er =controller

৩. শেষ syllableটি যদি জোর দিয়ে উচ্চারিত না হলে consonantটি দুটি হবে না।

Benefit + ed = benefited
Suffer + ing = suffering
Exception:
worship, kidnap, handicap
Worship + ed = worshipped
Handicap + ed = handicapped
Kidnap + er = kidnapper

৪. British English এ শেষ syllable এ জোর দিয়ে উচ্চারিত না হলেও L অক্ষরটি দুটি হয়ে যায়।

Quarrel + ed = quarrelled
Signal + ing = signalling
Travel + er = traveller
Distil + er = distiller
Exception: Parallel + ed = paralleled

৫. British English এ যে সব শব্দের শেষে ll থাকে, তাদের শেষে full যোগ হলে মূল শব্দের একটি l বাদ যায়।

Skill + full = skilful
Will + full = skilful

৬. কোন শব্দের শেষে অনুচ্চারিত e থাকলে, vowel দিয়ে শুরু হওয়া suffix যুক্ত হবার সময়ে ঐ e বাদ যায়।

Live + ing = living
Move + ing = moving
Hope + ing = hoping
Drive + ing = driving

৭. Consonant দিয়ে শুরু হওয়া suffix যুক্ত হলে e থাকে।

Hope + ful = hopeful
Engage + ment = engagement
Exception:
True + ly = truly
Whole + ly = wholly
Due + ly = duly

Nine + th = ninth
Awe + ful = awful

৮. শব্দের শেষে ce এবং ge থাকলে able এবং ous যুক্ত হলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে e বিদ্যমান থাকে।

Notice + able = noticeable
Peace + able = peaceable
Change + able = changeable
Courage + ous = courageous

৯. শব্দের শেষে ce এবং ge থাকা শব্দের c এবং g কোমল উচ্চারিত হলে, অন্য শব্দের সাথে মিশ্রণ এড়াতে e বিদ্যমান থাকে।

Singe + ing = singeing
[singing এর সাথে মিশ্রণ এড়াতে।]
Swinge + ing = swingeing
[swinging এর সাথে মিশ্রণ এড়াতে।]

১০. শব্দের শেষে ee থাকলে e বিদ্যমান থাকে।

See + ing = seeing
Agree + ment = agreement

১১. শব্দের শেষে ie থাকলে ing যোগ করার সময় তা y হয়ে যায়।

Die + ing = dying
Tie + ing = tying
Lie + ing = lying

১২. শব্দের শেষে একটি consonant + y থাকলে y টি i হয়ে যায়। [ing এর বেলায় নয়।]

Happy + ly = happily
Carry + ed = carried
Beauty + ful = beautiful
Marry + age = marriage
But:
Carry + ing = carrying
Marry + ing = marrying

১৩. শব্দের শেষে vowel + y থাকলে y বিদ্যমান থাকে।

Pray + ed = prayed
Play + er = player
Exception:
Pay + ed = paid
Day + ly = daily
Say + ed = said
Gay + ly = gaily
Lay + ed = laid

১৪. ie এবং ei যখন c (ee in jeep) এর মত উচ্চারিত হয়, তখন c এর পরে ব্যতীত অন্যক্ষেত্রে i টি আগে আসে।

Believe, relieve, grieve, yield, and field

After C: Receive, receipt, deceit, conceive, achieve and conceive

Exception: Seize, protein, counterfeit, wired, surfeit.

Study related words (বিদ্যা সংক্রান্ত শব্দ) ও শব্দার্থ + One Word Substitution- এক কথায় প্রকাশ... যে কোন পরীক্ষার খুব গুরুত্বপূর্ণ

Study of religion – Theology (ধর্মতত্ত্ব)
Study of heredity – Genetics (বংশগতির বিজ্ঞান)
Study of coins – Numismatics (মুদ্রা ও পদকসংক্রান্ত বিদ্যা)
Study of birds – Ornithology (পরীক্ষা বিজ্ঞান)
Study of human development – Anthropology (নর বিজ্ঞান)
Study of science of insects – Entomology (কীটতত্ত্ব)
Study of problems of old age – Gerontology (বার্ধক্য প্রক্রিয়া বিষয়ক বিদ্যা)
Study of relation between organism and environment – Ecology (প্রাণী ও পরিবেশ বিদ্যা)

Study of flying aeroplanes -- Aviation (বিমান চালনা বিদ্যা)
Study of earth & rocks – Geology (ভুতত্ত্ব বিদ্যা)
Study of living things – Biology (জীব বিদ্যা)
Study of celestial body – Astronomy (জ্যোতি বিজ্ঞান)
Study of the influence of planets stars – Astrology (জ্যোতিষ শাস্ত্র)
Scientific study of bodily diseases – Pathology (রোগ বিজ্ঞান)
Study of languages – Philology (ভাষা বিজ্ঞান)
Study of bees -- Apiology
Study of heart/heart diseases – Cardiology (হৃদ বিজ্ঞান)
Study of dogs – Cynology
Study of trees -- Dendrology
Study of skin/skin diseases – Dermatology
Study of wine/wine making – Enology/Oenology (সুরা বিজ্ঞান)
Study of cats – Felinology
Study of hand writing to analyze character of the writer – Graphology (লেখকের চরিত্র জানার জন্য হাতের লিখা অনুধাবন)
Study of medicine for women – Gynecology/Gynaecology (স্ত্রীরোগ/প্রসূতি বিজ্ঞান)
Study of liver – Hepatology
Study of horses – Hippology
Study of water – Hydrology (জল বিজ্ঞান)
Study of weather – Meteorology (আবহাওয়া বিজ্ঞান)
Study of kidneys and their diseases – Nephrology
Study of nerves – Neurology (স্নায়ুবিদ্যা)
Study of cancer – Oncology
Study of egg – Oology
Study of eyes – Ophthalmology (চক্ষু বিজ্ঞান)
Study of mountains – Orology (পর্বত বিজ্ঞান)
Study of bones – Osteology (অস্তিবিজ্ঞান)
Study of rocks – Petrology (শিলাতত্ত্ব)
Study of earthquakes – Seismology (ভূকম্পবিদ্যা)
Study of snakes – Serpentology
Study of mouth & it's diseases – Stomatology
Study of poisons – Toxicology (বিষ)
Study of flags – Vexillogy
Study of animals – Zoology (প্রাণীবিদ্যা)
Study of broken bones – Orthopaedics

Common Mistake

ইংরেজিতে যে কমন জিনিসগুলো আপনি প্রায় ভুল করে থাকেন (অর্থাৎ কারেকশন বা কমন মিস্‌টেক) এই রকম খুব গুরুত্বপূর্ণ ও এক্সক্লুসিভ ২০টি রুল বা নিয়ম উদাহরণসহ

Rule 1: প্রাণী ডুবে মৃত্যু বুঝালে drown-drowned-drowned হবে এবং sentence passive form-এ হবে। Example:

Incorrect: Marry was sunk is the river.

Correct: Marry was drowned in the river.

কিন্তু অপ্রাণীবাচক কোন শব্দের ক্ষেত্রে Sink-sank-sunk হবে এবং sentence Active form-এ হবে। Example:

Incorrect: Titanic drowned in the Atlantic ocean.

Correct: Titanic Sank in the Atlantic ocean.

Rule 2: Unless, until, lest এর পরে কোন negative শব্দ হয় না।

Example:

Incorrect: Wait here until I don't return.

Correct: Wait here until I return.

Rule 3: Lest যুক্ত sentence-এ lest-এর পরিবর্তী clause-G subject এর পরে should/might বসে।

Example: Walk fast lest you should miss the train. / He ran fast lest he should miss the train.

Rule 4: Home, abroad, here there ইত্যাদি adverb-এর পূর্বে "to" হয় না।

Example:

Incorrect: I will go to home tomorrow.

Correct: I will go home tomorrow.

Rule 5: Avails, enjoy, pride. Absent, present ইত্যাদি verb এর পরে subject অনুযায়ী "self/selves" যুক্ত হয়।

Example:

Incorrect: I couldn't avail of the bus,

Correct: I couldn't avail myself of the bus.

Rule 6: নিজের শক্তিতে চলা বুঝালে "on" বসে, কিন্তু অপরের শক্তিতে চলা বুঝালে "by" বসে।

Example:

Incorrect: He came here by foot.

Correct: He came here on foot.

Incorrect: He will go aboroad on air.

Correct: He will go aboroad by air.

Rule 7: ব্যক্তি মারা যাওয়া অর্থে hang-hanged হবে, কিন্তু বস্তু ঝুলত বুঝালে hang—hung—hung হবে।

Example:

Incorrect: He was hung for murder.

Correct: He was hanged for murder.

Incorrect: He hanged the picture on the wall.

Correct: He hung the picture on the wass.

Rule 8: God, friend, parents, beauty, virtue, country, religion, neighbors, sweetness. ইত্যাদি পছন্দ করা বুঝাতে love ব্যবহৃত হয়। কিন্তু, songs, music, team beverages, dress, luxuries (প্রসাধন দ্রব্য. ইত্যাদি পছন্দ করা বুঝাতে like ব্যবহৃত হয়।

Example:

Incorrect: I like my mother.

Correct: I love my mother.

Incorrect: He loves music.

Correct: He likes music.

Rule 9: কোন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা বুঝাতে Refuse বসে এবং আগে থেকে জানা কোন বিষয় অস্বীকার করা বুঝাতে deny বসে। অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে refuse বসে আর কোন বিষয় সত্য জেনেও অস্বীকার করার ক্ষেত্রে deny বসে।

Example:

Incorrect: he denied to help her.

Correct: he refused to help her.

Incorrect: he refused the debt.

Correct: he dnied the debt.

Rule 10: See/look up: খুঁজে বের করা অর্থে Look up ব্যবহৃত হয় আর দেখা অর্থে see ব্যবহৃত হয়।

Example:

Incorrect: See the word in the dictionary

Correct: Look up the word in the dictionary.

Rule 11: শ্রদ্ধা অর্থে regards হয়, পরে to হয়।

Example:

Incorrect: Convey my regard to tour mother.

Correct: Convey my regards to your mother.

Rule 12: অবস্থা অর্থে circumstances হবে, পরে verb plural হবে।

Incorrect: his circumstance are good.

Correct : his circumstances are good.

Rule 13: উপদেশ অর্থে Advices হয় না।

Example:

Incorrect: the teacher gave him some advices.

Correct: the teacher gave him some advice.

Rule 14: প্রতিজ্ঞা / কথা অর্থে words হয় না।

Example:

Incorrect: try to fulfill your words.

Correct: try to fulfill your word.

Rule 15: যা দিয়ে তৈরি সেই উপাদান এর Singular Noun হয়।

Example:

Incorrect: Our house is made of bricks.

Correct: Our house is made of brick.

Rule 16: Able to, used to, have to, has to, had to, will have to, ought to, am to, is to, are to, was to, were to, modal verbs (may, might, may as well, might as will, rather than, had better, would rather) এদের পর main verb এর simple form হয়।

Example:

Incorrect: I am to playing the piano.

Correct: I am to play the piano.

Incorrect: We had better done the work.

Correct: We had better do the work.

Rule 17: Have, has, had, [may, might, can, could, shall, should, will, have/be], having, being এর পর main verb এর past perfect form হয়। Continuous tenseও হতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে অবশ্যই sentence-টি active হতে হবে।

Example:

Incorrect: The work may be doing/to do

Correct: The work may be done.

Incorrect: You may have reach.

Correct: You may have reached.

* কিন্তু Modal auxiliaryগুলোর পর be verb থাকলে continuous tenseও হতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে অবশ্যই Sentenceটি active হতে হবে।

Example:

Incorrect: I may be to go to Dhaka tomorrow.

Correct: I may be going to Dhaka tomorrow.

Rule 18: To be. Has to be, have to be, had to be. Will have to be, am to be, is to be, ought to be এদের পর verb এর past perfect form হয়।

Example:

Incorrect: The work has to be doing.

Correct: The work has to be done.

Rule 19: Main clause এর verbটি past tense হলে এবং পরের অংশে next+time থাকলে subordinate clause এর verb এর পূর্বে would /should বসে।

Example:

Incorrect: He said that he go home the next day.

Correct: He said that he would go home the next day.

Rule 20: Much / a lot of:

না-বাচক এবং প্রশ্নবোধক বাক্যে Much ব্যবহৃত হয়। কিন্তু, হ্যাঁ-বাচক বাক্যে a lot of ব্যবহৃত হয়।

Example:

Incorrect: We didn't spend a lit of money,

Correct: We didn't spend much money.

Incorrect: I see jerry much

Correct: I see jerry a lot.

Incorrect: Do you see ferry a lot?

Correct: Do you see ferry much?

Rule 21: Go on / Go on to: কোন কাজ অপরিবর্তিত অবস্থায় চলতে থাকলে Go on ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কাজ পরিবর্তিত হলে Go on to ব্যবহৃত হয়।

Example:

Incorrect: Hillary & Clinton will on to living together even after the Lewinsky Scandal.

Correct: Hillary & Clinton will on living together even after the Lewinsky Scandal.

কিছু ইংরেজি শব্দের মজার তথ্য

১. ৮০ কে letter marks বলা হয় কারণ L=12, E=5, T=20, T=20, E=5, R=18 (অক্ষরের অবস্থানগত সংখ্যা) সুতরাং ১২+ ৫+ ২০ + ২০ + ৫ + ১৮ =৮০)

২. ইংরেজি madam ও reviver শব্দকে উল্টো করে পড়লে একই হবে।

৩. "a quick brown fox jumps over the lazy dog" বাক্যটিতে ইংরেজি ২৬টি অক্ষর আছে।

৪. "i am" সবচেয়ে ছোট ইংরেজি বাক্য।

৫. "Education" ও "Favourite" শব্দে সবগুলো vowel আছে।

৬. "Abstemious ও Facetious" শব্দে সবগুলো vowel আছে। মজার ব্যাপার হল শব্দের vowel গুলো ক্রমানুসারে (a-e-i-o-u) আছে।

৭. ইংরেজি Q দিয়ে গঠিত সকল শব্দে QG পরে u আছে।

৮. Queueing এমন একটি শব্দ যার মধ্যে ৫টি vowel একসঙ্গে আছে।

৯. একই অক্ষরের পুনরাবৃত্তি না করে সবচেয়ে দীর্ঘ শব্দ হলো Uncopyrightable.

১০. Rhythm সবচেয়ে দীর্ঘ ইংরেজি শব্দ যার মধ্যে vowel নাই।

১১. Floccinaucinihilipilification সবচেয়ে বেশি vowel সমৃদ্ধ শব্দ যাতে ১৮টি vowel আছে।

১২. vowel যুক্ত সবচেয়ে ছোট শব্দ হল A (একটি) ও I (আমি)।

১৩. vowel বিহীন সবচেয়ে ছোট শব্দ হল By।

১৪. গুপ্তহত্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Assassination মনে রাখার সহজ উপায় হলো গাধা-গাধা-আমি-জাতি। (Ass ass i nation)

১৫. Lieutenant শব্দের উচ্চারণ লেফট্যান্যান্ট বানান মনে রাখার সহজ উপায় হল মিথ্যা-তুমি-দশ-পিঁপড়া। (Lie u ten ant)

১৬. University লেখার সময় v এর পরে e ব্যবহৃত কিন্তু Varsity লেখার সময় v এর পরে a ব্যবহৃত হয়।

১৭. "Uncomplimentary" শব্দে সবগুলো vowel আছে। মজার ব্যাপার হল শব্দের vowel গুলো উল্টো ক্রমানুসারে (u-o-i-e-a) আছে।

১৮. "Exclusionary" ৫টি vowel সমৃদ্ধ এমন একটি শব্দ যার মধ্যে কোন অক্ষরের পুনারাবৃত্তি নাই।

১৯. "study, hijak, nope, deft" শব্দগুলোর প্রথম ৩টি অক্ষর ক্রমানুসারে আছে।

২০. "Executive I Future" এমন দুটি শব্দ যাদের এক অক্ষর পর পর vowel আছে।

২১. Mozambique এমন একটি দেশের নাম যাতে সবগুলো vowel আছে।

২২. A1 একমাত্র শব্দ যাতে ইংরেজি অক্ষর I সংখ্যা আছে।

****

I এর পরে am বসে কিন্তু I is the ninth letter of alphabet.

It is raining. Bristi is reading. বাক্য দুইটির অর্থ কিন্তু একটাই, বৃষ্টি পড়ছে।

ব্যাংক ও বিসিএস-এর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ১০০টি Synonyms (বাংলা অর্থ সহকারে)

1. ABJECT (শোচনীয়):- ⇨ Miserable
2. ABUNDANT (প্রচুর):- ⇨ Plenty
3. ADMONISH (সতর্ক করা):- ⇨ Reprimand
4. ADVERSITY (বিদ্বেষ):- ⇨ Misfortune
5. ALERT (সতর্কতা):- ⇨ Watchful
6. ASCEND (আরোহণ করা):- ⇨ Mount
7. ATTEMPT (প্রচেষ্টা):- ⇨ Try
8. AUGUST (আগস্ট):- ⇨ Dignified
9. AWAKENED (প্রবুদ্ধ):- ⇨ Waken
10. BARE (বেয়ার):- ⇨ Uncovered
11. Barren (অনুর্বর):- ⇨ STERILE
12. BRIEF (সংক্ষিপ্ত):- ⇨ Short
13. BROWSE (ব্রাউজ):- ⇨ Examine
14. CANDID (স্পষ্টবক্তা):- ⇨ Frank
15. CANNY (মিতব্যয়ী):- ⇨ Clever
16. COMBAT (যুদ্ধ):- ⇨ Fight
17. COMMENSURATE (তুল্য):- ⇨ Proportionate
18. CONSEQUENCES (ফলাফল):- ⇨ Results
19. CORPULENT (মাংসল):- ⇨ Obese
20. CORRESPONDENCE (চিঠিপত্র):- ⇨ Letters
21. DEBACLE (ছত্রভঙ্গ):- ⇨ Collapse
22. DEIFY (দেবতুল্য করা):- ⇨ Worship
23. DESTITUTION (নিঃসঙ্গতা):- ⇨ Poverty
24. DILIGENT (পরিশ্রমী):- ⇨ Hard-working
25. DISTANT (বহুদূরবর্তী):- ⇨ Far
26. DISTINCTION (পার্থক্য):- ⇨ Different
27. DIVERSION (বেষ্টনী):- ⇨ Deviation
28. ECSTATIC (ভাবাবেশকর):- ⇨ Enraptured
29. EMBEZZLE (আত্মসাৎ করা):- ⇨ Misappropriate
30. ENTIRE (সমগ্র):- ⇨ Whole
31. ERROR (ত্রুটি):- ⇨ Blunder
32. EXTRICATE (মুক্ত করা):- ⇨ Free
33. FAKE (জাল):- ⇨ Imitation
34. FEEBLE (দুর্বল):- ⇨ Weak
35. FORAY (হানা):- ⇨ Maraud
36. FRUGALITY (সংযম):- ⇨ Economy
37. FURORE (উন্মাদনা):- ⇨ Excitement
38. GARNISH (আভরণ):- ⇨ Adorn
39. GARRULITY (গল্পপ্রিয়তা):- ⇨ Loquaciousness
40. GERMANE (যথাযথ):- ⇨ Relevant
41. GRATIFY (পরিতৃপ্ত করা):- ⇨ Indulge
42. HARBINGER (অগ্রদূত):- ⇨ Forerunner
43. HESITATED (দ্বিধান্বিত):- ⇨ Paused
44. IMPROMPTU (উপস্থিতমত):- ⇨ Offhand
45. IMPROVEMENT (উন্নতি):- ⇨ Betterment
46. INDICT (অভিযুক্ত করা):- ⇨ Accuse
47. INEBRIATE (মাতাল):- ⇨ Drunken
48. INEXPLICABLE (অবক্তব্য):- ⇨ Unaccountable
49. INFAMY (অখ্যাতি):- ⇨ Dishonour
50. INFREQUENT (বিরল):- ⇨ Rare

51. INSOLVENT (দেউলিয়া):- ⇨ Bankrupt
52. INSOMNIA (অনিদ্রা):- ⇨ Sleeplessness
53. INTIMIDATE (ভয় দেখান):- ⇨ Frighten
54. IRONIC (বিদ্রূপাত্মক):- ⇨ Disguisedly sarcastic
55. KEN ⇨ Knowledge
56. LAMENT (পরিতাপ):- ⇨ Complain
57. LAUD (গুণকীর্তন):- ⇨ Praise
58. Lover of art (চারু ও কারু কলা প্রেমিকা):- ⇨ CONNOISSEUR
59. LYNCH (জনতার রায়ে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে শাস্তি বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া):- ⇨ Kill
60. MASSACRE (গণহত্যার):- ⇨ Slaughter
61. MASTERLY (সুনিপুণ):- ⇨ Waken
62. MAYHEM (মারামারি):- ⇨ Havoc
63. MELD (মেশানো):- ⇨ Merge
64. MENDACIOUS (মিথ্যাবাদী):- ⇨ False
65. MOROSE (বিশুষ্ক):- ⇨ Loomy
66. MOVING (চলন্ত):- ⇨ Shifting
67. NEUTRAL (নিরপেক্ষ):- ⇨ Unbiased
68. PIOUS (ধার্মিক):- ⇨ Devout
69. PONDER (চিন্তা করা):- ⇨ Think
70. PRECARIOUS (নিরাপত্তাহীন):- ⇨ Perilous
71. PRESTIGE (প্রতিপত্তি):- ⇨ Name
72. Quarrelsome (খাণ্ডার):- ⇨ CANTANKEROUS
73. RABBLE (জনতা):- ⇨ Mob
74. RANT (গলাবাজি):- ⇨ To preach noisily
75. RECKLESS (উদ্দাম):- ⇨ Rash
76. REFECTORY (ভোজনকক্ষ):- ⇨ Dining Room
77. REPEAL (বাতিল):- ⇨ Cancel
78. REPERCUSSION (প্রতিক্রিয়া):- ⇨ Reaction
79. RESCUE (রেসকিউ):- ⇨ Help
80. RESTRAINT (সংবরণ):- ⇨ Restriction
81. SALACITY (কামুকতা):- ⇨ Indecency
82. SHALLOW (অগভীর):- ⇨ Superficial
83. SHIVER (শিহরণ):- ⇨ Tremble
84. STRINGENT (কঠোর):- ⇨ Rigorous
85. STRINGENT (কঠোর):- ⇨ Strict
86. SYNOPSIS (সারসংক্ষেপ):- ⇨ Summary
87. TACITURNITY (অল্পভাষিতা):- ⇨ Reserve
88. TEPID (কুসুম কুসুম গরম):- ⇨ Warm
89. TIMID (ভীরু):- ⇨ Shy
90. TORTURE (নির্যাতন):- ⇨ Torment
91. TRANSIENT (অস্থায়ী):- ⇨ Fleeting
92. TURN UP (উজ্জ্বলতর করা):- ⇨ Show up
93. UNCOUTH (অমার্জিত):- ⇨ Rough
94. UNITE (ঐক্যবদ্ধ):- ⇨ Combine
95. VENUE (স্থান):- ⇨ Place
96. VORACIOUS (অতিশয় লোভপূর্ণ):- ⇨ Greedy
97. WARRIOR (যোদ্ধা):- ⇨ Soldier
98. WARY (সতর্ক):- ⇨ vigilant
99. WRETCHED (হতভাগ্য):- ⇨ Poor
100. ZANY (বোকা লোক):- ⇨ Clown

The Phrasal verbs- Same meaning of different Phrasal Verbs

এখানে একই অর্থ প্রকাশ করে এই রকম কিছু Phrasal Verbs

১. নির্ভর করা - Back on (upon) /depend on (upon) / rely on (upon) / hang on (upon) / hinge on (upon) / lean on (upon) / count on (upon) / ride on / trust on
Ex: Can I back on your help?

২. লিখে রাখা- Mark down / take down / note down / write down / get down / put down
Ex: Write down your name.

৩. ঘুরে বেড়ানো- Get about (around) / fool about (around) / work about (around) / map about (around) / move about (around) / fake about (around) / piss about (around) / mil about (around) / mooch about (around) / moon about (around) / fiddle about (around) / kick about (around)

৪. বিতরণ করা- Give away / dote out / hand out / give out / distribute

৫. পড়া /পড়ে দেখা- Go through / run through / read through / read up / read over / pore over

৬. যানবাহন থেকে নামিয়ে দেওয়া- Get down / set down / let off / put off

৭. চলতে পারা- Go without / do without / live without / give away / part with

৮. বিচ্ছিন্ন করা- Switch off / turn off / shut off / turn out / put out

৯. সংযোগ করা - Switch on / turn on / put on

১০. বাড়ি ফেরা- Get back / go back / return home

১১. কোন কিছু চালিয়ে যাওয়া- Go on / keep on / get on / run on / carry on - continue doing something

১২. গাড়ি চাপা পড়া- Run over / gun down / knock down

১৩. ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করা- Lay aside / put aside / put by / lay by / set aside / take away / stock up

১৪. খোঁজ লওয়া- Look up / look around / find out / look for / run down

১৫. চাওয়া / লালায়িত-Hanker after / year for / long for

১৬. যত্ন লওয়া-Look after / take care off / attend to

১৭. চলে যাওয়া- Get out / get away / shove off / sad off / bigger up

১৮. পরীক্ষা দেওয়া- Appear at / sit for

১৯. সমর্থন করা- Stick by / stick up for / stand by / hand up for / declare for

২০. বাহিরে যাওয়া-Go out / get out / step out

২১. অপেক্ষা করা- Wait on / wait for / watch for

২২. ক্লান্ত করা- wear out / fire out

২৩. প্রত্যাহার করা- Call off / put off / hold off / hold over

২৪. অপচয় করা / অলসভাবে কাটান- Dream away / waste away / go off / throw away / while away / idle away

২৫. সামনে অগ্রসর হওয়া- Go up / Look up

২৬. লেগে থাকা- Stand to / stick to / adhere to / keep at

২৭. অনুসরণ করা- make after / run after / go after – (follow)

২৮. প্রতি- Stand for / contest for

২৯. বিপক্ষে যাওয়া- Go against / stand against / turn against

৩০. প্রকাশ পাওয়া / হওয়া - Go out / come out / full from

ইংলিশে সুন্দর করে কথা বলার জন্য কিছু উপমা ...

1. As Bitter As Gall. ➞ বিষের মত তেঁতো।
2. As Black As Coal. ➞ কয়লার মত কালো।
3. As Blind As Bat. ➞ বাদুরের মত অন্ধ।
4. As Brave As Lion. ➞ শিংহের মত সাহসী।
5. As Bright As A Day. ➞ দিনের মত উজ্জ্বল।
6. As Brisk As Butterfly. ➞ প্রজাপতির মত চঞ্চল।
7. As Brittle As Glass. ➞ কাঁচের মত ভঙ্গুর।
8. As Busy As Bee. ➞ মৌমাছির মতো ব্যস্ত।
9. As Busy As Bee. ➞ মৌমাছির মত তৎপর।
10. As Changeable As Weather. ➞ আবহাওয়ার মত পরিবর্তনশীল।
11. As Cheerful As Lark. ➞ ভরত পাখির মত আনন্দপূর্ণ।
12. As Clear As Crystal. ➞ স্ফটিকের মত স্বচ্ছ।
13. As Clear As Day. ➞ দিনের আলোর মত পরিস্কার।
14. As Cold As Marble. ➞ পাথরের মত ঠান্ডা।
15. As Cool As Cucumber. ➞ শশার মত ঠান্ডা।
16. As Cunning As A Fox. ➞ শেয়ালের মত ধুর্ত।
17. As Dark As Pitch. ➞ পীচের মত কালো।
18. As Dead As Stone. ➞ পাথরের মত প্রাণহীন।
19. As Dry As Dust. ➞ ধুলোর মত শুকনো।
20. As Fair As A Rose. ➞ গোলাপের মত সুন্দর।
21. As Fierce As A Tiger. ➞ বাঘের মত ভয়ংকর।
22. As Firm As Rock. ➞ পাষাণের মত দৃঢ়।
23. As Fit As Fiddle. ➞ বেহালার মত কর্মক্ষম।
24. As Free As Air. ➞ বাতাসের মত স্বাধীন।
25. As Free As Wind. ➞ হাওয়ার মত স্বাধীন।
26. As Fresh As A Rose. ➞ গোলাপের মত তাজা।
27. As Fresh As A Rose. ➞ গোলাপের মত সতেজ।
28. As Fresh As Dew. ➞ শিশিরের মত তাজা।
29. As Gentle As Lamb. ➞ মেষশাবকের মত শান্ত।
30. As Good As Gold. ➞ সোনার মত খাঁটি।
31. As Grave As A Judge. ➞ বিচারকের মত গম্ভীর।
32. As Greedy As Wolf. ➞ নেকড়ের মত লোভী।
33. As Green As Grass. ➞ ঘাষের মত সবুজ।
34. As Happy As A King. ➞ রাজার মত সুখী।
35. As Hard As Flint. ➞ চকমকি পাথরের মত কঠিন।
36. As Hoarse As Crow. ➞ কাকের মত কর্কশ।
37. As Light As Feather. ➞ পালকের মত হালকা।
38. As Loud As Thunder. ➞ বজনাদের মত জোড়ালো।
39. As Mute As Fish. ➞ মাছের মত বোবা।
40. As Old As Hills. ➞ পর্বতের মত প্রাচীন।
41. As Pale As Death. ➞ মৃত্যুর মত পান্ডর।
42. As Playful As Kitten. ➞ বিড়াল ছানার মত ক্রীড়ামোদী।
43. As Quick As Thought. ➞ চিন্তার মত গতিশীল।

44. As Red As Rose. ➡ গোলাপের মত লাল।
45. As Round As Ball. ➡ বলের মত গোল।
46. As Sharp As Razor. ➡ ক্ষুরের মত ধারালো।
47. As Silent As Grave. ➡ কবরের মত নীরব।
48. As Silly As A Sheep. ➡ ভেড়ার মত মূর্খ।
49. As Silly As Sheep. ➡ খরগোশের মত বোকা।
50. As Tricky As Monkey. ➡ বাঁদরের মত ধূর্ত।
51. As Vain As Peacock. ➡ ময়ূরের মত অহংকারী।
52. As White As Snow. ➡ তুষারের ন্যায় শুভ্র।

খুব গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্যাত ১১১টি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার + আবিষ্কারক ও উদ্ভাবকের নাম + আবিষ্কারকের দেশ + আবিষ্কারের সাল বা সময়

১. অ্যান্টিবায়োটিক ➪ Louis Pasteur – France – 1887
২. অ্যারোসোল ➪ Erik Rotheim – Norway -1926
৩. অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত ➪ Charles M. Hall – USA – 1866
৪. আইসোটোপ ➪ Frederick Soddy – England – 1912
৫. আপেক্ষিক তত্ত্ব ➪ আইনস্টাইন, জার্মানী, (১৯০৫)
৬. অক্সিজেন ➪ জোসেফ প্রিস্টলি, যুক্তরাজ্য (১৭৭৪)
৭. অটোমোবাইল ➪ Gottlieb Daimler – Germany – 1885
৮. অণুবীক্ষণ যন্ত্র ➪ Zacharias Janssen – The Netherlands – 1590
৯. অ্যাড্রিনালিন ➪ John Jacob Abel – USA – 1897
১০. অ্যানেসথেসিক ➪ Crawford W. Long – USA – 1842
১১. আয়োডিন ➪ Bernard Courtois – France – 1811
১২. আলোর গতি ➪ Olaus Roemer – Denmark – 1675
১৩. ইউরিয়া ➪ Friedrich Wohler – Germany – 1828
১৪. ইউরেনিয়াম ➪ Martin Heinrich Klaproth – Germany – 1789
১৫. ইলেকট্রন ➪ Sir Joseph J. Thompson – England – 1857
১৬. ইলেকট্রনিক মেইল ➪ Ray Tomlinson – USA – 1972
১৭. ইলেকট্রোমেগনেট ➪ William Sturgeon – England – 1823
১৮. উড়োজাহাজ ➪ রাইট ব্রাদারস, যুক্তরাষ্ট্র, (১৯০৫)
১৯. এক্সরে ➪ রনজেন, জার্মানি, (১৮৯৫)
২০. এন্টিসেপটিক ➪ Joseph Lister – England – 1867
২১. এস্প্রিন ➪ Dr. Felix Hoffman – Germany – 1899
২২. ওজোন ➪ Christian Schönbein – Germany – 1839
২৩. ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW) কে আবিষ্কার করেন? ➪ সর্বপ্রথম ১৯৯০ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী টিম বারনারস লি।
২৪. ওহমের সূত্র ➪ Georg S. Ohm – Germany – 1827
২৫. কম্পিউটার ➪ চার্লস ব্যাবেজ, যুক্তরাষ্ট্র, (১৮৩৬)
২৬. কলেরা জীবাণু ➪ Robert Koch – Germany – 1883
২৭. কোকাকোলা ➪ John Pemberton – USA – 1886
২৮. কোয়ান্টাম তত্ত্ব ➪ ম্যাক্স প্লাঙ্ক, জার্মানী, (১৯০০)
২৯. ক্যামেরা ➪ George Eastman – USA – 1888
৩০. ক্যালকুলাস ➪ Isaac Newton – England – 1669

৩১. ক্যালকুলেটিং মেশিন ⇨ Charles Babbage – England – 1835
৩২. ক্রেডিট কার্ড কে আবিষ্কার করেন? ⇨ সর্বপ্রথম ১৯২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এর ব্যবহার সফলভাবে শুরু হয়। সর্বপ্রথম ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারী যুক্তরাষ্ট্রের জন. বিগিন।
৩৩. গ্যাসটারবাইন ⇨ Charles Gordon Curtis – USA – 1899
৩৪. গ্রামোফোন কে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন? ⇨ এমিল বার্লিনার
৩৫. গ্র্যাভিটেশন ⇨ Sir Isaac Newton – England – 1665
৩৬. ঘড়ি (পেন্ডুলাম) ⇨ Christian Huygens – The Netherlands – 1656
৩৭. ঘাস কাটার যন্ত্র কে আবিষ্কার করেন? ⇨ লন মোয়ার
৩৮. ঘাস কাটার যন্ত্রের নাম কী? ⇨ Brri Field Mower
৩৯. চলচিত্র যন্ত্র কে আবিষ্কার করেন? ⇨ টমাস আলভা এডিসন ১৮৯৩ সালে (যুক্তরাষ্ট্র)
৪০. চলচ্চিত্র ⇨ আলভা এডিশন, যুক্তরাজ্য, (১৯১৯)
৪১. চশমা ⇨ Salvino D'Armate – Italy – 1285
৪২. জলাতঙ্ক প্রতিষেধক ⇨ Louis Pasteur & Emile Roux – France – 1885
৪৩. জীবকোষ ⇨ Robert Hooke – England – 1665
৪৪. জ্যামিতি ⇨ ইউক্লিড, গ্রিস। (খৃ পূঃ ৩০০ অব্দ)
৪৫. টায়ার (নিউমেটিক) ⇨ Robert W. Thompson – England – 1845
৪৬. টেলিগ্রাফ ⇨ Samuel F. B. Morse – USA – 1837
৪৭. টেলিফোন ⇨ আলেকজেন্ডার গ্রাহামবেল, যুক্তরাষ্ট্র, (১৮৭৭)
৪৮. টেলিভিশন ⇨ J.L. Baird – Scotland – 1926
৪৯. টেলিস্কোপ ⇨ Galileo Galilei – Italy – 1609
৫০. ট্যাংক (সামরিক) ⇨ Sir Ernest Swinton – England – 1914
৫১. ট্রাক্টর ⇨ Benjamin Holt – USA – 1900
৫২. ট্রানজিস্টার ⇨ John Bardeen, Walter H. Brattain- USA – 1947
৫৩. ডায়নামো ⇨ Michael Faraday – England – 1832
৫৪. ডিনামাইট ⇨ Alfred Nobel – Sweden – 1867
৫৫. তাঁত যন্ত্র কে আবিষ্কার করেন? ⇨ ভানকে ১৭৩৩ সালে (ব্রিটেন)
৫৬. তেজস্ক্রিয়তা ⇨ Henri Becquerel – France – 1896
৫৭. নতুন পারমাণবিক ঘড়ি আবিষ্কার করেন কে? ⇨ যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ড. জুন ইয়ে ও তার দল।
৫৮. নাইট্রোজেন ⇨ Daniel Rutherford – England – 1772
৫৯. নিউট্রন ⇨ Jaines Chadwick – England – 1932
৬০. নেপচুন ⇨ Johann Galle – Germany – 1846
৬১. পানির তলায় মাটি কাটার যন্ত্রের নাম কী? ⇨ ড্রেডলার।
৬২. পারমাণবিক তত্ত্ব ⇨ John Dalton – England – 1808
৬৩. পুস্পায়নে ফাইটোক্রোম-এর কার্যকারিতা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন কে? ⇨ Borthwick and Hendricks
৬৪. পূর্ণ বিকিরণ পাইরোমিটার কে আবিষ্কার করেন? ⇨ বিজ্ঞানী ফেরী
৬৫. পেট্রোল ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন কে? ⇨ নিকোলাস অটো
৬৬. পেনিসিলিন ⇨ Alexander Fleming – England – 1928
৬৭. প্রথম রোবট ট্রাফিক পুলিশ নামানো হয় কোন দেশে? ⇨ গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র
৬৮. প্রোটোন ⇨ Ernest Rutherford – England – 1919
৬৯. ফটোগ্রাফ ⇨ Thomas A. Edison – USA – 1877
৭০. ফনোগ্রাম কে আবিষ্কার করেন? ⇨ টমাস আলভা এডিসন
৭১. বরফ তৈরির যন্ত্র কে আবিষ্কার করেন? ⇨ জ্যাকোব পারমকিন্স ১৮৩০ সালে (যুক্তরাষ্ট্র)
৭২. বসন্ত রোগের টিকা ⇨ Edward Jenner – England – 1796

৭৩. বাংলাদেশের কোথায় মোটর সাইকেল সংযোজন কারখানা করা হয়? ⇨ এটলাস বাংলাদেশ লিঃ, টংগী।
৭৪. বাই সাইকেল কে আবিষ্কার করেন? ⇨ ইংল্যান্ডের স্টারলি।
৭৫. বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ⇨ James Watt – England – 1782
৭৬. বিগ ব্যাং তত্ত্ব ⇨ George A. Gamow – USA – 1948
৭৭. বিবর্তনবাদ তত্ত্ব ⇨ Charles Darwin – England – 1859
৭৮. বুদ্ধির পরীক্ষা ⇨ Alfred Binet, Theodore Simon – France – 1905
৭৯. বেতার যন্ত্র ⇨ মার্কনী, ইতালি, (১৮৯৪)
৮০. বৈদ্যুতিক বাতি ⇨ Thomas A. Edison – USA – 1879
৮১. ব্যাকটেরিয়া ⇨ Anton van Leeuwenhoek – Netherlands – 1683
৮২. ব্যারোমিটার ⇨ Evangelista Torricelli – Italy – 1643
৮৩. মাইক্রোওয়েভ ওভেন ⇨ Percy Spencer – USA – 1947
৮৪. মাধ্যাকর্ষণ সূত্র ⇨ Sir Isaac Newton – England – 1687
৮৫. মেমোরি আবিষ্কার করেন কে ? ⇨ Hermann Ebbinghaus.
৮৬. মোটর সাইকেল আবিষ্কার করেন কে? ⇨ এডওয়ার্ড বাটলার নামের এক ইংরেজ ১৮৮৪ সালে প্রথম মোটর সাইকেল তৈরী করেন।
৮৭. ম্যালেরিয়া জীবাণু ⇨ Sir Ronald Ross – England – 1897
৮৮. যক্ষ্মা ⇨ Robert Koch – Germany – 1882
৮৯. রকেট ⇨ Robert Goddard – USA – 1926
৯০. রঙ তৈরির পদ্ধতি কে আবিষ্কার করেন? ⇨ উইলিয়াম হেনরি পারকিন
৯১. রিখটার স্কেল ⇨ Charles F. Richter – USA – 1935
৯২. রিভলভার ⇨ Samuel Colt – USA – 1835
৯৩. রেডিও ⇨ Guglielmo Marconi – Italy – 1895
৯৪. রেফ্রিজারেটর ⇨ James Harrison – Australia – 1850
৯৫. রেলওয়ে ইঞ্জিন কে আবিষ্কার করেন? ⇨ স্টিফেনসন।
৯৬. রোবট শব্দটি কে প্রথম আবিষ্কার করেছেন? ⇨ কারেল কাপেক
৯৭. লেজার ⇨ টি এইচ মাইমাহ, যুক্তরাষ্ট্র (১৯৬০)
৯৮. লোকোমোটিভ ⇨ George Stephenson – England – 1829
৯৯. ল্যাপটপ কে আবিষ্কার করে ? ⇨ Adam Osborne ১৯৮১ সালে ল্যাপটপ আবিষ্কার করেন।
১০০. শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ⇨ Willis Carrier – USA – 1911
১০১. সর্বপ্রথম ঘড়ি কে আবিষ্কার করে ? ⇨ বিভিন্ন সময় ঘড়ি তৈরীতে বিভিন্ন জন তাদের প্রচেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক ঘড়ির ধারণা দিয়ে গেছেন। তাদের মধ্যে "সু-সাং" অন্যতম। তবে তাদের অনুপ্রেরণাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম আধুনিক ঘড়ি তৈরী করেন "পিটার হেনলিয়েন"।
১০২. সর্বপ্রথম বেতারযন্ত্র আবিষ্কার করেন কে? ⇨ উনবিংশ শতাব্দির শেষপ্রান্তে অনেক দেশের বিজ্ঞানী প্রায় একই সময়ে বেতার আবিষ্কার করলেও গুগলিয়েলমো মার্কনিকেই বেতারের আবিষ্কারক হিসাবে ধরা হয়।
১০৩. সাবমেরিন আবিষ্কার করেছেন কে? ⇨ ডেভিড বুসনেল।
১০৪. সিমেন্ট ⇨ Joseph Aspdin- England – 1824
১০৫. সেলাই মেশিন ⇨ Elias Howe – USA – 1846
১০৬. সৌরজগৎ ⇨ Nicolaus Copernicus – Poland – 1543
১০৭. হোমিওপ্যাথি ⇨ Samuel Hahnemann – Germany – 1796
১০৮. হেলিকপ্টার ⇨ Igor Sikorsky – USA – 1939
১০৯. DNA পর্যায়ক্রম প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন কে? ⇨ ওয়াটসন এবং ক্রিক।
১১০. $E = mc^2$ ⇨ Albert Einstein – Switzerland – 1907
১১১. Inductor মোটর কে আবিষ্কার করেন? ⇨ নিকোলা টেসলা।

বিভিন্ন অর্থে কাছাকাছি কয়েকটি শব্দ

শ্যামদেশ → থাইল্যান্ড **বক্ষদেশ** → মায়ানমার	**ফেয়ারফ্যাক্স:** যুক্তরাষ্ট্রের বেসরঃ গোয়েন্দা সংস্থা **ইন্টফ্যাক্স:** রাশিয়ার বার্তা সংস্থা
লন্ডন: যুক্তরাজ্যের রাজধানী। **ইস্ট লন্ডন:** দক্ষিণ আফ্রিকার একটি সমুদ্র বন্দর	**আকাবা:** জর্ডানের একটি সমুদ্রবন্দর **আকিয়াব:** মায়ানমারের একটি সমুদ্রবন্দর
ক্যালিফোর্নিয়া: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য **নিউ ক্যালিফোর্নিয়া:** ফ্রান্সের একটি কলোনী	**লিপজিগ** → জার্মানির একটি শহর **ড্যানজিগ** → পোল্যান্ডের একটি শহর

ওভার → লন্ডনে অবস্থিত বিখ্যাত ক্রিকেট খেলার স্থান
ওভার অফিস → মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়

মাদারল্যান্ড → রাশিয়ায় অবস্থিত বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চতম মূর্তি।
মুদারল্যান্ড → নিউজিল্যান্ডের একটি জলপ্রপাত।

রেড আর্মি → জাপানের সন্ত্রাসবাদী দল।
রেড গার্ড → রাশিয়ার কারখানার শ্রমিক সশস্ত্র সংগঠন।

ব্লু হাউজ → সিউলে অবস্থিত দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের বাসভবন।
ব্লু বুকস → ইংল্যান্ডের ব্যবস্থাপক সভার বিবরণী পুস্তক।

বুশ হাউজ → লন্ডনে অবস্থিত বিবিসি সাবেক কার্যালয়।
বুশ ম্যান → বতসোয়ানায় বসবাসরত জাতি।

হোয়াইট হল → লন্ডনে অবস্থিত। ব্রিটিশ সরকারের কার্যালয়।
হোয়াইট লজ → ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডের জন্মস্থান।

হোয়াইট হাউজ → যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সরকারি কার্যালয়।
হোয়াইট পেপার → কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সরকার কর্তৃক জনসমক্ষে প্রচার করাকে হোয়াইট পেপার বা শ্বেতপত্র বলে।

ফ্লীট ষ্ট্রীট → লন্ডনে অবস্থিত সংবাদপত্র প্রকাশনা।
ওয়াল ষ্ট্রীট → নিউইয়র্কে অবস্থিত শেয়ার বাজার।

কতগুলো শব্দের অর্থ

১. অস্ট্রেলিয়া- এশিয়ার দক্ষিণ দিক
২. সিডর (সিংহলী শব্দ)- চোখ, রক্তচক্ষু
৩. আইলা- ডলফিন/ শুশুক
৪. থাইল্যান্ড- মুক্তভূমি
৫. সুনামি (Tsunami) - সাগরের ঢেউ
৬. লায়লা- কালো চুল
৭. বাবলমান্দেব- মৃত্যুর দরজা
৮. বলশেভিক- সংখ্যাগরিষ্ঠ
৯. ইস্তিফাদা- জাগরণ

বেনগাজী → লিবিয়ার একটি সমুদ্র বন্দর।
ফুলগাজী → বাংলাদেশের ফেনী জেলার একটি উপজেলা।

ইউরো → ইউরোপীয় ইউনিয়নের একক মুদ্রার নাম।
ইউরোমানি → লন্ডন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক জার্নাল।

বঁধু = বন্ধু;
বধু = বউ
কপোল = গন্ডদেশ
কপাল = ভাগ্য, ললাট

অকল্যান্ড → নিউজিল্যান্ডের একটি দ্বীপ।
ফকল্যান্ড → দক্ষিণ আটল্যান্টিক মহাসাগরে ব্রিটেনের অধীনে একটি দ্বীপ।

ওলন্দাজ → নেদারল্যান্ড এর অধিবাসীদের ডাচ বা ওলন্দাজ বলা হয়।
গোলন্দাজ → যারা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।

OPEC- তেল রপ্তানিকারক দেশের একটি সংস্থা।
APEC- এশিয়া প্রশান্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক সংক্রান্ত একটি চুক্তি।

SAPTA- সার্কভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক সংক্রান্ত একটি চুক্তি।
SAETA- সার্কভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চুক্তি।

মনে রাখুন: ২৩

২৩ জুন ১৭৫৭- পলাশীর যুদ্ধ।
২৩ জুন ১৯৪৯- আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯- বঙ্গবন্ধু উপাধি।

২৩ মার্চ ১৯৪০- লাহোর প্রস্তাব
২৩ মার্চ ১৯৬৬- ছয় দফা দাবি

নেই-নয়-নাই; হয় না- থাকে না- ছিল না

- 'শেষের কবিতা' কোন কবিতা বা কাব্য নয়, এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উপন্যাস।
- প্রথমা বিভক্তির চিহ্ন থাকে না।
- বাংলা অব্যয় পদের সন্ধি হয় না।
- নিত্য সমাসে ব্যাসবাক্য হয় না।
- বিদেশি শব্দে কখনোই মূর্ধন্য-ণ হবেনা।
- দেশি, বিদেশি ও সংস্কৃত সাৎ প্রত্যয় যুক্ত শব্দে মূর্ধন্য 'ষ' ব্যবহার হয় না।
- প্রকৃতি হচ্ছে মৌলিক শব্দের এমন অংশ যাকে কোনভাবেই বিভক্ত বা বিশ্লেষণ করা যায় না।
- অ হচ্ছে নিলীন বর্ণ বা বিলীন বর্ণ কারণ অ স্বরবর্ণের কোন সংক্ষিপ্তরূপ নেই।
- বাংলা ব্যাকরণ **অব্যয় পদে** সংস্কৃতের লিঙ্গের নিয়ম মানে না।
- **উপমিত কর্মধারয়** সমাসে সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে না।
- বাংলা ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ক্রিয়া পদ ছাড়া বাক্য গঠন করা যায় না।
- রাষ্ট্রপতির উপরে আদালতের এখতিয়ার নেই।
- রাষ্ট্রপতি অর্থবিলে সম্মতিদানে বিলম্ব করতে পারেন না।
- ৪র্থ সংসদে মহিলাদের কোন সংরক্ষিত আসন ছিল না।
- তাইওয়ান পূর্বে জাতিসংঘের সদস্য ছিল কিন্তু বর্তমানে নেই।
- তাইওয়ানের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই।
- ইসরাইলের সাথে বাংলাদেমের বাণিজ্যিক এবং কূটনৈতিক কোনো সম্পর্কই নেই।
- ইসরাইলের সাথে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ নেই।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ১০ নং সেক্টরে কোন নিয়মিত কমান্ডার ছিল না।
- বরিশাল বিভাগের সাথে ভারতের কোন সীমান্ত সংযোগ নেই।
- মালদ্বীপে বাংলাদেশের কোন দূতাবাস নেই।
- বাংলাদেশের ২১টি জেলায় রেললাইন নেই।
- বরিশাল বিভাগে রেলপথ নেই।
- খুলনা বিভাগে উপজাতি নেই।
- ঢাকা জেলায় প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নেই।
- রাঙ্গামাটি জেলা শহরে রিকসা নেই।
- বাংলাদেশে মালভূমি ভূমিরূপ নেই।
- ভেটো শব্দের অর্থ- আমি এটা মানি না।
- যুক্তরাজ্যের ডাকটিকিটে সে দেশের নাম লেখা থাকে না।
- মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরবে সংবিধান ও সংসদ কোনটিই নেই।
- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য কিন্তু জাতিপুঞ্জের (League of Nations) সদস্য ছিল না- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- ব্রিটিশ উপনিবেশ হওয়া সত্ত্বেও কমনওয়েলথের সদস্য হয়নি- যুক্তরাষ্ট্র।
- মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কিন্তু আরব দেশ বা আরবলীগের অন্তর্ভূক্ত নয়-ইরান।
- সৌদি আরব এবং ইরানে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয় না।
- সৌদি আরবে কোন নদী নেই।
- জর্ডান নদীতে মাছ হয় না।
- আফগানিস্তানে কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংক নেই।
- আফ্রিকার সোমালিয়ায় কোন কেন্দ্রীয় শাসন নেই।
- বাংলাদেশের ১ ও ২ টাকার নোটে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর থাকে না। (অর্থসচিবের স্বাক্ষর থাকে)

- উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সংগঠন গ্রুপ-৭৭ এর সদর দপ্তর নেই।
- GMT এর সাথে লন্ডন শহরের সময়ের কোন ব্যবধান নেই।
- G-8, G-77, NAM এর সদর দপ্তর নেই।
- সার্কভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে মালদ্বীপে কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই।
- মালদ্বীপের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী নেই।
- থাইল্যান্ড কখনোই কারও উপনিবেশ ছিল না। তাই থাইল্যান্ডকে মুক্তভূমি বলা হয়।
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন কখনো হোয়াইট হাউসে বসবাস করেন নি।
- চাঁদে বায়ুমন্ডল নেই তাই চাঁদে কোনো শব্দ করলে তা শোনা যাবে না।
- গ্রামীণ ব্যাংক কোন ব্যাংক নয়, এটি হচ্ছে এনজিও (=নন-গভর্মেন্টাল অর্গানাইজেশন)।
- বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক নয়।
- ড্রোনে কোন চালক থাকে না (ড্রোন হচ্ছে চালকবিহীন বিমান)।
- প্রাইজবন্ডের পুরস্কারে কর লাগে না (করমুক্ত)।
- গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ পেতে জামানত লাগে না।
- বাংলাদেশে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে আদালতের আদেশ ব্যতিত ২৪ ঘন্টার বেশি আটক রাখা যায় না।
- সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম এবং সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধের কোন উপগ্রহ নেই।
- এন্ট্রার্কটিকা মহাদেশে কোন জনবসতি নেই।
- সকল নিষ্ক্রিয় গ্যাসের শেষ স্তরে ৮টি ইলেকট্রন থাকলেও হিলিয়ামে ৮টি ইলেকট্রন নেই।
- **দুধ ও ডিমে ভিটামিন সি নেই।**
- অ্যান্টিমনি ধাতুতে আঘাত করলে কোনো শব্দ হয় না।
- ক্যালসিয়াম কার্বনেট (লেখার চক) পানিতে দ্রবীভূত হয় না।
- হাইড্রোজেন পরমাণুতে (H1) নিউট্রন থাকে না।
- ভাইরাসে নিউক্লিয়াস থাকে না।
- ব্যাকটেরিয়ায় মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে না।
- ছত্রাকে ক্লোরোফিল থাকে না।
- রক্তের লোহিত কণিকা ও অনুচক্রিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না।
- নখ বা চুল কাটলে আমরা ব্যথা পাই না কারণে এতে স্নায়ু নেই।
- আসল হীরা চেনার উপায় এর ভিতর দিয়ে এক্সরে বা রঞ্জনরশ্মি যেতে পারে না।
- চন্দ্রপৃষ্ঠে শব্দের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না, কারণ চন্দ্রে বাতাস নেই।
- অবাত শ্বসনে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না।
- কম্পিউটারের বুদ্ধি-বিবেচনা নেই।
- একটি লাল রক্তকণিকা ৪ মাস পর্যন্ত বাঁচে। তাই একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ প্রতি ৪ মাস পর পর রক্তদান করলে কোনো অসুবিধা হয় না।
- ভাইরাসের দেহে একটিও কোষ নেই (অকোষীয়)
- গনোরিয়া রোগের নির্দিষ্ট কোন লক্ষণ নেই।
- মস উদ্ভিদের মূল নেই (রাইজয়েড আছে)।
- ক্লোরোফিল ছাড়া সালোকসংশ্লেষণ হয় না।
- ব্যাঙের ছাতার ক্লোরোফিল থাকে না।
- সাপের কান নেই কিন্ত শ্রবণ শক্তি আছে। (সাপ জিহবা দিয়ে শোনে)
- তিমি মাছ ডিম পাড়ে না।
- ক্যাঙ্গারু র‍্যাট জীবনে একবারও পানি পান করে না।
- চাতক পাখি কখনো ভূ-ভাগের পানি পান করে না।
- পেঙ্গুইন, অস্ট্রিচ, এমু, কিউই, উটপাখি উড়তে পারে না।
- জিরাফের গলায় 'ভোকাল কর্ড' নেই বলে এরা কোন শব্দ করতে পারে না।

- কোকিল কখনো বাসা তৈরী করে না।
- 'চিনি জাতীয় খাবার খেলে ডায়াবেটিস হয়' ডায়াবেটিস সম্পর্কে এ তথ্যটি সঠিক নয়।
- বায়োগ্যাস জীবাশ্ম জ্বালানী নয়।
- কাঁচ, রাবার, পশম বিদ্যুৎ পরিবাহী নয়।
- মেঘলা রাতে শিশির উৎপন্ন হয় না।
- খর পানিতে ক্যালগন থাকায় সাবানের ফেনা হয় না।
- নাপাম বোমায় মানুষ মরে কিন্তু দালান ও স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি হয় না।
- রক্তে হেপারিন থাকায় দেহের অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না।
- ব্লাকবক্সে বিমান সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষিত থাকে, পুরো বিমান ধ্বংস হলেও এ যন্ত্রটি ধ্বংস হয় না, এমনকি পানিতেও নষ্ট হয় না।
- বানরের হাত নেই (৪টিই পা)
- ভাইরাসের দেহে কোনো নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম থাকে না।
- মধ্যাকর্ষণ বলের জন্য পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে জীবকুল পৃথিবীতে থেকে ছিটকে পড়ে না।
- গাছের পাতা সূর্যের প্রখর তাপ সত্ত্বেও উত্তপ্ত হয়না।

তথ্য বৈচিত্র্য

- সাত পাহাড়ের দেশ রোম কিন্তু হাজার পাহাড়ের দেশ রুয়ান্ডা।
- ১২ আউলিয়ার দেশ বলা হয় চট্টগ্রামকে এবং ৩৬০ আউলিয়ার দেশ বলা হয় সিলেটকে।
- জাতীয় সংসদের ১নং আসন হচ্ছে পঞ্চগড় এবং ৩০০তম আসন হচ্ছে বান্দরবান।
- রজত জয়ন্তী = ২৫ বছর পূর্তি, সুবর্ণ জয়ন্তী = ৫০ বছর পূর্তি, হীরক জয়ন্তী = ৬০ বছর পূর্তি, প্লাটিনাম জয়ন্তী = ৭৫ বছর পূর্তি, শতবর্ষ = ১০০ বছর পূর্তি, সার্ধশত বর্ষ = ১৫০ বছর পূর্তি।
- ISBN বই ও প্রকাশনার সাথে সম্পর্কিত কিন্তু ISSN জার্নালের সাথে সম্পর্কিত।
- **ছিয়াত্তরের মন্বন্তর** (দুর্ভিক্ষ) নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল → বাংলা ১১৭৬ সালে (১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে), **পঞ্চাশের মন্বন্তর** নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল → ১৯৪৩ সালে (বাংলা-১৩৫০)।
- সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট EU এবং সবচেয়ে বড় বাণিজ্য জোট WTO।
- নিষিদ্ধ দেশ তিব্বত এবং নিষিদ্ধ শহর লাসা (তিব্বত)।
- হাজার হ্রদের দেশ ফিনল্যান্ড এবং হাজার দ্বীপের দেশ আইসল্যান্ড।
- মালয়েশিয়া ছিল ব্রিটেনের উপনিবেশ কিন্তু ইন্দোনেশিয়া ছিল হল্যান্ড/ নেদারল্যান্ডের উপনিবেশ।
- ইসরাইলকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ যুক্তরাষ্ট্র, প্রথম মুসলিম দেশ তুরস্ক (১৯৪৯ সালে), প্রথম আরব মুসলিম দেশ মিশর (১৯৭৯ সালে, ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মাধ্যমে)
- রাজনীতিবীদ কিন্তু সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন- উইনস্টন চার্চিল (১৯৫৩ সালে)।
- ভূমিকম্প মাপার যন্ত্রের নাম সিসমোগ্রাফ, ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপার যন্ত্র রিকটার স্কেল।
- বাংলাদেশ ছাড়া ভারত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানকে জাতীয় সংগীত হিসেবে নির্বাচিত করেছে।
- জার্মানি ব্যতিরেকে অস্ট্রিয়ার প্রায় সকল নাগরিক জার্মান ভাষায় কথা বলে।
- পর্তুগাল ব্যতিরেকে ব্রাজিলের প্রায় সকল নাগরিক পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলে।
- ব্রিটিশ উপনিবেশ না হয়েও কমনওয়েলথের সদস্য- মোজাম্বিক, রুয়ান্ডা।
- মুসলমান প্রধান দেশ না হয়েও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য দেশ-উগান্ডা, ক্যামেরুন, মোজাম্বিক, বেনিন, সুরিনাম, গায়ানা।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর মধ্যে ইংল্যান্ড এখনো 'ইউরো' গ্রহণ করেনি।
- State/Central Bank of India ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নয়।
  ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে Reserve Bank of India।

- বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বোমা 'ড্যাড অব অল বোম্বস' বা Father of All Bombs তৈরি করে রাশিয়া। Mother of All Bombs তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্র।
- 'সিগমন্ড ফ্রয়েড' বলা হয় অস্ট্রিয়ার অধিবাসীদের। 'দি হলি সী' নামে পরিচিত ভ্যাটিকান সিটি।
- ইরান মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র দেশ যার ভাষা ফারসি (ইরান আরব দেশ নয়)
- তাইওয়ানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকা একমাত্র দেশ হচ্ছে ভ্যাটিক্যান।
- গণতন্ত্রের জন্ম হয়েছিল গ্রিসে। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ হচ্ছে ভারত।
- বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ হচ্ছে বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ হচ্ছে সুন্দরবন।
- বাংলাদেশে বৃহত্তম দ্বীপ ভোলা, একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ মহেশখালি, প্রবাল দ্বীপে সেন্টমার্টিন।
- হিরণ পয়েন্ট সুন্দরবনে, এলিফ্যান্ট ও লাবণ্য পয়েন্ট কক্সবাজারে।
- ইউরেনাসকে বলা হয় সবুজ গ্রহ এবং মঙ্গলকে বলা হয় লাল গ্রহ।
- জাপানের সংবিধানকে শান্তি সংবিধান বলা হয়। কারণ, এতে সম্পূর্ণ যুদ্ধ নিবৃত্তির বিধান রয়েছে।
- অস্ট্রেলিয়া একটি দেশ এবং একটি মহাদেশও। অস্ট্রেলিয়াকে বলা হয় 'Down Under'।
- আরবের শেক্সপিয়র বলা হয় ইমরুল কায়েসকে। আরবি সাহিত্যের জনক হচ্ছেন ইমরুল কায়েস।
- মহাত্মা গান্ধীকে 'Half naked Fakir of India' বলেছিলেন উইলস্টোন চার্চিল।
- সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিস্টটল এই তিন দার্শনিককে 'Wise men of the old' বলা হয়।
- নেলসন ম্যান্ডেলাকে বলা হয় 'an icon of peace and reconciliation।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলী' কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি শিরোনাম হচ্ছে Song Offerings।
- Persona non-grate (অবাঞ্ছিত ব্যক্তি) শব্দসমষ্টি dioplomat/কূটনীতিবিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- লালনগীতিকে Heritage of Humanity বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
- Newsweek সাময়িকী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান Poet of Politics (রাজনীতির কবি) বলে আখ্যায়িত করেছিল। ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধুকে হিমালয়ের সাথে তুলনা করেছেন।
- ৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ভেটো প্রদানকারী দেশ রাশিয়া এবং ৭২ সালে বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে ভেটো প্রয়োগকারী দেশ চীন।
  ভেটো ক্ষমতা হচ্ছে ভেটো প্রয়োগকারী বিরোধীতা করলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটও কার্যকর হয় না।
- বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ছিলেন রিচার্ড নিক্সন, জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন উ থান্ট।
- বাংলাদেশ সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর বিপরীত সংশোধনী হচ্ছে ১২তম সংশোধনী।
  ৪র্থ তে একদলীয় রাজনীতির প্রবর্তন এবং ১২তম তে সর্বদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন।
- ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি এবং ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার।
- বাংলা সাল ও ইংরেজি সালের ব্যবধান ৫৯৩/৫৯৪। ১৪২২+৫৯৩ = ২০১৫
  ১ জানুয়ারি-২৪ এপ্রিল হলে ৫৯৪ যোগ ২৫ এপ্রিল-৩১ ডিসেম্বর হলে ৫৯৩ যোগ।
- ঢাকা রেলওয়ে থানা চট্টগ্রাম রেলওয়ে জেলার অন্তর্গত।
- বাংলাদেশ স্কয়ার লাইবেরিয়ার কিন্তু বাংলা টাউন লন্ডনের ব্রিকলেন শহরে।
- মিনি বাংলাদেশ সিংগাপুরের সেরাঙ্গুনে বাঙালি বসবাসরত এলাকা।
- লিটন ইন্ডিয়া সিংগাপুরের সেরাঙ্গুনে ভারতীয় বসবাসরত এলাকা।
- ইন্ডিয়া হাউস (ভারতীয় দূতাবাস) লন্ডনে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের পতাকার সাথে মিল রয়েছে জাপানের পতাকা।
- উপজাতিগুলোর একমাত্র পাঙন উপজাতির ধর্ম ইসলাম। (এরা মৌলভীবাজার জেলায় বাস করে)
- বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল কিন্তু জাতীয় বৃক্ষ আম গাছ।
- পদ্মা ও যমুনা মিলিত হয়েছে- গোয়ালন্দে (রাজবাড়ী), পদ্মা ও মেঘনা মিলিত হয়েছে চাঁদপুরে।
- তামা (৭০-৮০%) + দস্তা (২০-৩০%)= পিতল; তামা (৯০%) + চিন (১০%) = কাঁসা/ব্রোঞ্জ।

- সবচেয়ে কম ক্রোমোসোম থাকে পিঁপড়ায় ১-২টি, মাছি ১২টি, ধানগাছ ২৪টি, মুরগি ও কুকুর ৭৭টি, ব্যাঙ ২২টি এবং গরু/ছাগলে ক্রোমোজোম থাকে- ৬০টি।
- O ব্লাড গ্রুপধারী সব গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে এবং AB ব্লাড গ্রুপধারী সব গ্রুপের রক্ত নিতে পারে। এজন্য সর্বজনীন দাতা বলা হয় O গ্রুপকে এবং সর্বজনীন গ্রহিতা বলা হয় AB গ্রুপকে।
- যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের কাছ থেকে ক্রয় করেছিল- লুইসিয়ানা স্টেট,
  যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার কাছ থেকে ক্রয় করেছিল- আলাস্কা স্টেট।
- কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছিলেন- সঞ্চিতা।
  রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেছিলেন- বসন্ত।
- বাঙ্গালি শিশুরা ওষ্ঠ্য বর্ণের ধ্বনি বা প-বর্গের ধ্বনিগুলো (প, ফ, ব, ভ, ম) প্রথমে শিখে।
- পানির সংকেত H_2O কিন্তু ভারী পানির সংকেত D_2O (ডিউটেরিয়াম অক্সাইড)
- ধাতু হলেও যে মৌলিক পদার্থ সাধারণ তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় থাকে- পারদ (মারকারী)।
  পারদ প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সবচেয়ে ভারী তরল ধাতু।
- পানিকে বরফে পরিণত করলে আয়তন বাড়ে।
- বৈদ্যুতিক পাখা ধীরে ধীরে ঘুরলে বিদ্যুৎ খরচ একই হয়।
- বরফ পানিতে ভাসে কারণ বরফের তুলনায় পানির ঘনত্ব বেশি।
- সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্বের ভিতরে সাধারণত নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করা হয়।
- স্বর্ণের খাদ বের করতে নাইট্রিক এসিড ব্যবহার করা যায়।
- বায়োগ্যাস বা প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হচ্ছে মিথেন (CH_4, 80-90%)
  কিন্তু রান্নার জন্য সিলিন্ডারে যে গ্যাস বিক্রি হয় তা হচ্ছে বিউটেন (C_4H_{10})।
- মূল, কান্ড, পাতা নেই কিন্তু ক্লোরোফিল আছে- শৈবাল উদ্ভিদের।
- গাছের পাতা থেকে বংশবিস্তার হয়- পাথরকুচি উদ্ভিদের।
- সবচেয়ে বড় ঘাস হচ্ছে বাঁশ।
- গায়ের রং পরিবর্তন করে আত্মরক্ষা করে-গিরগিটি।
- দিনে দেখতে পায় না কিন্তু রাতে দেখতে পায়- পেঁচা।
- পানির জীব হয়েও বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়- শুশুক, ডলফিন।
- প্লাটিপাস স্তন্যপায়ী প্রাণী হলেও ডিম পাড়ে কিন্তু তিমি মাছ হলেও ডিম পড়ে না।
- কেঁচো শ্বাসকার্য চালায় ত্বকের সাহায্যে।
- হোমা পাখি আকাশে ডিম পাড়ে কিন্তু সে ডিম মাটিতে পড়ার আগেই বাচ্চা হয়ে উড়ে যায়।
- হামিং বার্ড পাখি পিছন দিকে উড়তে পারে।
- ফুলকার সাহায্যে শ্বাস নেয়- শুশুক।
- জিহবা দিয়ে শোনে- সাপ।
- মুখ দিয়ে মলত্যাগ করে- বাদুড়।
- চোখ মেলে ঘুমায়- মাছ।
- কান থাকে হাঁটুতে- ফড়িংয়ের।
- দাঁড়িয়ে ঘুমায়- ঘোড়া।
- এমিরিটাস প্রফেসরের চাকরির মেয়াদকাল আজীবন।
- যারা অবৈধভাবে হ্যাকিং করে তাদেরকে ক্রেকার বলা হয়।
- ইন্টরনেট ব্যবহারকারীদের নেটিজেন বলা হয়।
- ই- মেইল ঠিকানায় @ চিহ্নটি অবশ্যই থাকবে। ১৯৭২ সালে ইমেইল ঠিকানায় @ ব্যবহার শুরু হয়।

রোমান সংখ্যা ও ইংরেজি বর্ণ

রোমান সংখ্যায় V হচ্ছে ৫ এর প্রতীক	রোমান সংখ্যায় C হচ্ছে ১০০ এর প্রতীক
রোমান সংখ্যায় X হচ্ছে ১০ এর প্রতীক	রোমান সংখ্যায় D হচ্ছে ৫০০ এর প্রতীক
রোমান সংখ্যায় L হচ্ছে ৫০ এর প্রতীক	রোমান সংখ্যায় M হচ্ছে ১০০০ এর প্রতীক
K দ্বারা এক হাজার ডলার/ পাউন্ড বুঝায়	যুক্তরাষ্ট্রে G দ্বারা এক হাজার ডলার বুঝায়
Monkey (slang) হচ্ছে 500 বৃটিশ পাউন্ড	U-Turn এ গাড়ি মোড় নেয় ১৮০°

সবচেয়ে বেশি/বড়- সবচেয়ে কম/ছোট

- যে আলোর বিচ্যুতি বেশি তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম আর যার বিচ্যুতি কম তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি।
- লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি, বেগুনী আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম।
- লাল আলোর বিচ্যুতি সবচেয়ে কম, বেগুনী আলোর বিচ্যুতি সবচেয়ে বেশি।
- লাল আলোর বিচ্যুতি সবচেয়ে কম, বেগুনী আলোর বিচ্যুতি (প্রতিসরণ) সবচেয়ে বেশি।
- কালো রঙের বস্তুর তাপ শোষণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি কিন্তু সাদা রঙের বস্তুর তাপ শোষণ ক্ষমতা সবচেয়ে কম। তাই কালো রঙের কাপে চা তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়। সাদা কাপড় কম তাপ শোষণ করে বলে গরম কালে সাদা কাপড় পরা হয় আর শীতকালে কালো কাপড় পরা হয়।
- লাল আলোতে সালোকসংশ্লেষণ সবচেয়ে বেশি কিন্তু সবুজ আলোতে সালোকসংশ্লেষণ সবচেয়ে কম
- মেরু অঞ্চলে বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশি কিন্তু বিষুবীয় অঞ্চলে বস্তুর ওজন সবচেয়ে কম। তাই যখন কোন বস্তুকে বিষুবরেখা থেকে মেরুতে নেয়া হয় তখন তার ওজন বাড়ে।
- এটেল মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি, বেলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কম।
- ভূ-ত্বকে সবচেয়ে বেশি থাকে অ্যালুমিনিয়াম, ভূ-ত্বকে সবচেয়ে কম থাকে সোডিয়াম।
- প্রাকৃতিক সূর্য উৎস হতে সবচেয় বেশি মৃদু পানি পাওয়া যায় তা হচ্ছে বৃষ্টিপাত।
- কঠিন মাধ্যমে শব্দের বেগ সবচেয়ে বেশি, বায়বীয় মাধ্যমে শব্দের বেগ সবচেয়ে কম।
- শূন্য মাধ্যমে আলোর গতি সবচেয়ে বেশি কিন্তু শূন্য মাধ্যমে শব্দের বেগ সবচেয়ে কম (শূন্য)।
- পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন পদার্থ হীরা এবং সবচেয়ে নরম পদার্থ লিথিয়াম।
- বিশ্বের সবচেয়ে বেশি লোক মান্দারিন বা চীনা ভাষায় কথা বলে।
- সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি (গ্রহরাজ) এবং সবচেয়ে ছোট গ্রহ- বুধ।
- আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিভাগ- চট্টগ্রাম এবং সবচেয়ে ছোট বিভাগ- সিলেট।
- জনসংখ্যায় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিভাগ- ঢাকা এবং সবচেয়ে ছোট বিভাগ- সিলেট।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিভাগ চট্টগ্রাম- এবং সবচেয়ে ছোট বিভাগ- ময়মনসিংহ।
- আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জেলা- রাঙামাটি এবং সবচেয়ে ছোট জেলা- নারায়ণগঞ্জ।
- জনসংখ্যায় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জেলা- ঢাকা এবং সবচেয়ে ছোট জেলা- বান্দরবান।
- আয়তনে বাংলাদেশের বড় থানা- শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) এবং ছোট থানা- কোতোয়ালী (ঢাকা)।
- জনসংখ্যায় বাংলাদেশের বড় থানা- বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী) এবং জনসংখ্যায় ছোট থানা- রাজস্থলী (রাঙামাটি)।
- সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষ অধ্যুষিত বিভাগ রংপুর এবং সবচেয়ে কম দরিদ্র অধ্যুষিত বিভাগ সিলেট।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সার কারখানা হচ্ছে যমুনা সারখানা (তারাকান্দি)।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সিমেন্ট কারখানা হচ্ছে ছাতক সিমেন্ট কারখানা।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি পাট ও গম উৎপন্ন হয় ফরিদপুর জেলায়।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি তুলা উৎপন্ন হয় যশোর জেলায়।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ধান উৎপন্ন হয় ময়মনসিংহ জেলায়।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি আলু উৎপন্ন হয় যশোর রংপুর।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি চা বাগান আছে মৌলভীবাজার জেলায়।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস।
- গ্রিন হাউস ইফেক্টের পরিণতিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুতর ক্ষতি হবে- নিম্নভূমি নিমজ্জিত হবে।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে চীন থেকে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪)।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক সাহায্য পায় জাপানের কাছ থেকে।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি/সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প হচ্ছে তৈরী পোশাক।
- বাংলাদেশ সরকারের সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আয় হয় মূল্য সংযোজন কর (মূসক/VAT) থাকে।
- বাংলাদেশে চাকমা উপজাতির লোক সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।
- দেশের সর্বোচ্চ আইন হচ্ছে সংবিধান (Constitution is the supreme law of the land)
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান ভারতের এবং সবচেয়ে ছোট সংবিধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

ভৌগোলিক নাম পরিচিত

- The Tiger of bicycle নামে পরিচিত ভিয়েতনাম।
- কোমল পশুর লোমের দেশ (Home of the Fur) নামে পরিচিত সুদানের দারফুর প্রদেশ।
- City of flowering trees নামে পরিচিত হারায়ে (জিম্বাবুয়ে)।
- Pearl of Africa নামে পরিচিত উগান্ডা।
- Horns of Africa (আফ্রিকার শিং) নামে পরিচিত ইথিওপিয়া।
- Bread basket (রুটির ঝুড়ি) of the Soviet Union নামে পরিচিত ইউক্রেন।
- Classical Music এর মাতৃভূমি বলা হয় ভিয়েনাকে।
- The Land of flames নামে পরিচিত আজারবাইজান।
- Trade Union 'আলফা' নামে পরিচিত রুমানিয়া।
- City of culture বলা হয় প্যারিসকে।
- Father of Apple tree বলা হয় কাজাখস্তানের রাজধানী আলমাআতাকে।
- City of fountains (কৃত্রিম ফোয়ারার নগরী) বলা হয় উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দকে।
- The birthplace of wine বলা হয় জর্জিয়াকে।

বিসিএস প্রিলি, এসএসসি ও ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার "মানবদেহ" -এর এমসিকিউ প্রস্তুতির জন্য সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ের ১০০টি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- অক্ষি গোলকের প্রাচীরের নাম কী? ✔উ: রেটিনা
- অনুচক্রিকার কাজ কী? ✔উ: রক্ত জমাট বাঁধায়
- অনুচক্রিকার গড় আয়ু কত দিন? ✔উ: ১০ দিন
- অ্যামাইনো অ্যাসিড ইউরিয়ায় পরিণত হয় কোথায়? ✔উ: যকৃত এ
- আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক করে কোন জারক রস? ✔উ: পেপসিন
- ইনসুলিন অগ্নাশয়ের কোথায় তৈরী হয়? ✔উ: বিটা কোষে
- একজন বয়স্ক লোক প্রতি মিনিটে কত বার শ্বাস নেয়? ✔উ: ১২-১৮ বার
- একজন সুস্থ মানুষের একটি হৃদ কম্পন সম্পূর্ণ হতে কত সময় লাগে? ✔ উঃ ০.৪ সেকেন্ড
- একজন স্ত্রী লোক জননকালে প্রতি মাসে কয়টি ডিম্ব উৎপাদন করে? ✔উ: ১টি
- কিডনীর কার্যকরী একক কী? ✔উ: নেফরন
- কোন অ্যাসিড মানব দেহে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে আছে? ✔উ: HCL
- কোন গ্রন্থির রসে রক্তে গ্লুকোজ হ্রাস পায়? ✔উ: অগ্নাশয়
- কোন জিনিস পিত্তের বর্ণের জন্য দায়ী? ✔উ: বিলিরুবিন
- কোন সন্ধিতে সবচেয়ে বেশী Movement হয়? ✔উ: সাইনভিয়াল সন্ধি
- কোন হরমোন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায়? ✔উ: গ্লোকাগন
- কোন হরমোনের অভাবে স্নায়ু ও পেশীর অস্থিরতা বেড়ে যায় ও পেশীর খিচুনী শুরু হয়? ✔উ: প্যারা থরমোন

✐ কোন হরমোনের প্রভাবে মেয়েদের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়? ✔উ: ইস্টজেন
✐ কোনটি শিশু কালে অপসারণ করলে বামনত্ব হয়? ✔উ: পিটুইটারি
✐ ক্ষুদ্রান্ত্র এর বিশোসক একক কী? ✔উ: ভিলাস
✐ খাদ্য দ্রব্য সবচেয়ে বেশি শোষিত হয় পোস্টিক নালীর কোন অংশে? ✔উ: ক্ষুদ্রান্তে
✐ চোখে আলো প্রবেশ করে কোন অংশ দিয়ে? ✔উ: কর্ণিয়া
✐ চোখের জল নিঃসৃত হয় কোথা থেকে? ✔উ: লেকরিমাল গ্রন্থি থেকে
✐ চোখের পানির উৎস কোথায়? ✔উ: ল্যাক্রিমাল গ্রন্থী
✐ চোখের মধ্যে সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশের নাম কী? ✔উ: রেটিনা
✐ জরায়ু সংকোচন সহায়তা করে কোন হরমোন ? ✔উ: অক্সিটোসিন
✐ জীব দেহের ওজনের প্রায় ২৪ ভাগ কোন পদার্থ? ✔উ: কার্বন
✐ জীবন রক্ষাকারী হরমোন কোনটি? ✔উঃ অ্যালডোস্টেরন
✐ ডায়াবেটিস রোগ হয় কোন প্রাণরসের অভাবে? ✔উ: ইনসুলিন
✐ ডায়োস্টোল চাপ বলতে কী বুঝায়? ✔উ: হৃদপিন্ডের প্রসারণ
✐ থাইরয়েড গ্রন্থি হতে নিঃসৃত প্রানরসের নাম কী? ✔উ: থাইরক্সিন
✐ থাইরয়েডের অবস্থান কোথায়? ✔উ: গলায় ল্যারিংসের এর উপরে, দু পাশে
✐ দাড়ি গোঁফ গজায় কোন হরমোনের জন্য? ✔উঃ টেস্টোস্টেরন
✐ দেহে মেলানিনের প্রধান কাজ কী? ✔উ: সূর্য রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেহকে রক্ষা করা
✐ দেহের শক্তির প্রধান মাধ্যম কী? ✔উ: শ্বসন
✐ ধমনী শেষ হয় কোথায়? ✔উ: লসিকায়
✐ নার্ভের মাধ্যমে প্রবাহিত আবেগের গতি প্রতি সেকেন্ডে কত মিটার? ✔উ: ১২৫ মিটার
✐ নালী বিহীন গ্রন্থীগুলোর মধ্যে কোনটি প্রধানতম? ✔উ: পিটুইটারি
✐ নিউরন কী? ✔উ: স্নায়ু কলার প্রতিটি কোষকে নিউরন বলে
✐ পরিপাক তন্ত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী স্ফীত অংশের নাম কী? ✔উ: পাকস্থলী
✐ পালমোনারী (ফুসফুসীয়) শিরা কী বহন করে? ✔উ: অক্সিজেনবাহী রক্ত
✐ পিত্ত রস অগ্নাশয় রসের সাথে মিলিত হয় কোথায়? ✔উ: ডিওডেনাম
✐ প্রতি মিনিটে হৃদপিন্ডের স্বাভাবিক গড় স্পন্দন কত? ✔উঃ ৭২
✐ প্রশ্বাসে কি ধরনের বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে? ✔উ: অক্সিজেন মিশ্রিত
✐ প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের প্রধান কাজ কী? ✔উ: দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি জাতীয় কাজ করা
✐ ফসফরাস বেশি থাকে কোন অঙ্গে? ✔উ: অস্থিতে
✐ বক্ষ গহ্বর ও উদর পৃথক রাখে কে? ✔উ: ডায়াফ্রাম
✐ বহিঃকর্ণ ও মধ্যকর্ণ এর সংযোগস্থলের পর্দাটির নাম কী? ✔উ: টিম্প্যানিক পর্দা
✐ বিলিরুবিন কোথায় তৈরী হয়? ✔উ: যকৃতে
✐ ব্লাড ক্যান্সার কেন হয়? ✔উ: রক্তে শ্বেত কণিকার সংখ্যা বেড়ে গেলে
✐ ভয় পেলে গায়ের লোম খাড়া হয় কোন হরমোনের অভাবে? ✔উ: অ্যাড্রেনালিন
✐ ভিটামিন কে ও বি কোথায় সংশ্লেষিত হয়? ✔উ: বৃহদন্তে
✐ মস্তিষ্কে প্রতি মিনিটে কি পরিমাণ রক্ত সরবরাহ হয়? ✔উ: ৩৫০ মি.লি.
✐ মহিলাদের পরিণত জনন কোষকে কী বলে? ✔উ: ডিম্বাণু
✐ মাইটোসিস কোথায় সংগঠিত হয়? ✔উ: দেহ কোষে
✐ মানব চোখে কয়টি অশ্রু গ্রন্থী থাকে? ✔উ: ২টি
✐ মানব চোখে পেশীর সংখ্যা কত ? ✔ উঃ ৬টি
✐ মানব দেহে বৃহত্তম গ্রন্থি কোনটি? ✔উ: যকৃত
✐ মানব দেহে মোট কশেরুকার সংখ্যা কতো? ✔উ: ৩৩টি
✐ মানব দেহে রাসায়নিক দূত হিসাবে কাজ করে কী? ✔উ: হরমোন

- মানব দেহের ক্ষুদ্রতম অস্থি নাম কী? ✔উঃ স্টেপিস
- মানব দেহের রক্ত সঞ্চালন চক্র আবিষ্কার করেন কে? ✔উঃ উইলিয়াম হার্ভে
- মানব দেহের সবচেয়ে বড় অস্থির নাম কী? ✔উঃ ফিমার
- মানব দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থীর নাম কী? ✔উঃ যকৃত
- মানব দেহের সর্বাপেক্ষা দৃঢ় ও দীর্ঘ অস্থি কোনটি? ✔উঃ উরুর অস্থি
- মানব দেহের হৃদপিণ্ড কতো প্রকোষ্ট বিশিষ্ট? ✔উঃ চার প্রকোষ্ট বিশিষ্ট
- মানুষ সাদা ও কালো হয় কোন হরমোনের কারণে? ✔উঃ মেলানিন
- মানুষের অ্যাপেন্ডিক্স কোথায় অবস্থান করে? ✔উঃ সিকামে
- মানুষের করোটিতে কতটি অস্থি থাকে? ✔উঃ ২৪টি
- মানুষের মুখে কর্তন দাঁতের সংখ্যা কত? ✔উঃ ২০টি
- মূত্র প্রস্তুত হয় কোথায়? ✔উঃ কিডনীতে
- মূত্র হলুদ দেখায় কেন? ✔উঃ ইউরোক্রোম-এর জন্য
- মূত্রের ঝাঁঝালো গন্ধের দায়ী পদার্থের নাম কী? ✔উঃ এমোনিয়া
- যকৃত বা পেশী কোষে অতিরিক্ত গ্লুকোজ জমা থাকে কি রূপে? ✔উঃ গ্লাইকোজেন রূপে
- রক্ত কতো প্রকার? ✔উঃ ৩ প্রকার
- রক্ত কি ধরনের কলা? ✔উঃ যোজক কলা
- রক্ত জমাট বাঁধার পার রক্তের হালকা অবশিষ্ট তরল অংশকে কী বলে? ✔উঃ সিরাম
- রক্ত শুন্যতা বলতে বুঝায়? ✔উঃ রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যাওয়া
- রক্তে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্লুকোজ পাওয়া গেলে কোন রোগ বুঝা যায়? ✔উঃ ডায়াবেটিস
- রক্তে লোহিত ও শ্বেত কণিকার অনুপাত কত? ✔উঃ লোহিত রক্তকণিকা ও শ্বেত রক্তকণিকার অনুপাত ৭০০ ঃ ১
- রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকে কোথায়? ✔উঃ লোহিত রক্ত কণিকায়
- রক্তের গ্রুপ আবিষ্কার করেন কে? ✔উঃ ল্যান্ড ষ্টিনার
- রক্তের চাপ কোথায় সবচেয়ে কম? ✔উঃ শিরায়
- রক্তের লোহিত রক্ত কণিকা তৈরী হয় ? ✔উঃ অস্থিমজ্জায়
- রোগ জীবাণু ধ্বংস করতে সাহায্য করে কোন রস? ✔উঃ পিত্তরস
- লম্বা হওয়ার জন্য কোন হরমোন দায়ী? ✔উঃ গ্রোথ হরমোন
- লিউকোমিয়া রোগের কারণ কী? ✔উঃ রক্তে শ্বেত কণিকার মাত্রা বেড়ে যাওয়া
- লোহিত রক্ত কণিকার আয়ুষ্কাল কতো দিন? ✔উঃ লোহিত কণিকার গড় আয়ু ১২০ দিন
- শ্বেত কণিকার গড় আয়ু ১-১৫ দিন হয়।
- অনুচক্রিকার গড় আয়ু ৩ দিন হয়।
- শরীর থেকে বর্জ পদার্থ ইউরিয়া বের করে দেয় কোন অঙ্গ? ✔ উঃ কিডনি
- শুক্রাশয় থেকে নিসৃত হরমোনের নাম কী? ✔উঃ টেস্টোস্টেরন
- শোসনের সময় দেহ হতে কী নির্গত হয়? ✔উঃ কার্বন-ডাই-অক্সাইড
- সিস্টোলিক চাপ বলতে কী বুঝায়? ✔উঃ হৃদপিন্ডের সংকোচন চাপ
- সেলসিয়াস স্কেলে মানব দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা কত? ✔উঃ ৩৬.৯ ডিগ্রী
- স্নায়ু কোষের বর্ধিত অংশকে কী বলে? ✔উঃ এক্সেন
- স্বাভাবিক অবস্থায় একজন মানুষের উপর প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে বায়ুর চাপ কত? ✔উঃ ১৫ পাউন্ড
- হিমোগ্লোবিনের কাজ কী? ✔উঃ অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড বহন করা

কিছু প্রাণির হৃদপ্রকোষ্ঠ সংখ্যাঃ

* মাছ- ২, * ব্যাঙ- ৩ * টিকটিকি- ৪ (অসম্পূর্ণ)
* কুমির- ৪ * পাখি- ৪ * স্তন্যপায়ী- ৪

বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম এবং উপাধি বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

ছদ্মনাম

১. অনন্ত বড়ুর ছদ্মনাম কী? ⇨ বড়ু চন্ডিদাস
২. অচিন্তকুমার সেনগুপ্তের ছদ্মনাম কী? ⇨ নীহারিকা দেবী
৩. আবদুল মান্নান সৈয়দের ছদ্মনাম কী? ⇨ অশোক সৈয়দ
৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছদ্মনাম কী? ⇨ কস্যচিত উপযুক্ত ভাইপো
৫. অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছদ্মনাম কী? ⇨ লীলাময় রায়
৬. কালিকানন্দের ছদ্মনাম কী? ⇨ অবধূত
৭. কাজেম আল কোরেশীর ছদ্মনাম কী? ⇨ কায়কোবাদ
৮. কালীপ্রসন্ন সিংহের ছদ্মনাম কী? ⇨ হুতোম পেঁচা
৯. চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কী? ⇨ জরাসন্ধ
১০. জসীম উদ্দীনের ছদ্মনাম কী? ⇨ জমীরউদ্দীন মোল্লা
১১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কী? ⇨ সুনন্দ
১২. নীহাররঞ্জন গুপ্তের ছদ্মনাম কী? ⇨ বানভট্ট
১৩. প্যারীচাঁদ মিত্রের ছদ্মনাম কী? ⇨ টেকচাঁদ ঠাকুর
১৪. বিমল ঘোষের ছদ্মনাম কী? ⇨ মৌমাছি
১৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কী? ⇨ কমলাকান্ত
১৬. মধুসূদন দত্তের ছদ্মনাম কী? ⇨ এ নেটিভ
১৭. মীর মশাররফ হোসেনের ছদ্মনাম কী? ⇨ গাজী মিয়া
১৮. রাজশেখর বসুর ছদ্মনাম কী? ⇨ পরশুরাম
১৯. রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম কী? ⇨ ভানুসিংহ
২০. শেখ আজিজুর রহমানের ছদ্মনাম কী? ⇨ শওকত ওসমান
২১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কী? ⇨ অনিলা দেবী
২২. সমরেশ বসুর ছদ্মনাম কী? ⇨ কালকূট
২৩. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কী? ⇨ নীললোহিত
২৪. মধুসূদন মজুমদারের ছদ্মনাম কী? ⇨ দৃষ্টিহীন
২৫. অনুপা দেবীর ছদ্মনাম কী? ⇨ অনুপমা দেবী
২৬. অহিদুর রেজার ছদ্মনাম কী? ⇨ হাসন রেজা
২৭. আবু নাঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর ছদ্মনাম কী? ⇨ শহীদুল্লা কায়সার
২৮. মহাশ্বেতা দেবীর ছদ্মনাম কী? ⇨ সুমিত্রা দেবী
২৯. মনীশ ঘটকের ছদ্মনাম কী? ⇨ যুবনাশ্ব
৩০. আবুল ফজলের ছদ্মনাম কী? ⇨ শমসের উল আজাদ
৩১. আবুল হোসেন মিয়ার ছদ্মনাম কী? ⇨ আবুল হাসান
৩২. এম ওবায়দুল্লাহর ছদ্মনাম কী? ⇨ আসকার ইবনে শাইখ
৩৩. চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর ছদ্মনাম কী? ⇨ জরাসন্ধ
৩৪. তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কী? ⇨ হাবু শর্মা
৩৫. প্রবোধকুমার বন্দোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কী? ⇨ মানিক বন্দোপাধ্যায়
৩৬. প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম কী? ⇨ বীরবল
৩৭. প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছদ্মনাম কী? ⇨ কৃত্তিবাস ভদ্র
৩৮. বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যয়ের ছদ্মনাম কী? ⇨ ক্বচিতপ্রৌঢ়
৩৯. বিমল মিত্রের ছদ্মনাম কী? ⇨ জাবালি
৪০. মঈনুদ্দিন আহমেদের ছদ্মনাম কী? ⇨ সেলিম আল দীন
৪১. মোহিতলাল মজুমদারের ছদ্মনাম কী? ⇨ কৃত্তিবাস ওঝা, সত্যসুন্দর দাস
৪২. রোকনুজ্জামান খানের ছদ্মনাম কী? ⇨ দাদা ভাই
৪৩. সতীনাথ ভাদুড়ীর ছদ্মনাম কী? ⇨ চিত্র গুপ্ত
৪৪. সোমেন চন্দ্রের ছদ্মনাম কী? ⇨ ইন্দ্রকুমার সোম

৪৫. হরিনাথ মজুমদারের ছদ্মনাম কী? ➪ কাঙাল হরিনাথ

৪৬. সৈয়দ মুজতবা আলীর ছদ্মনাম কী? ➪ সত্যপীর, মুসাফির

৪৭. বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কী? ➪ যাযাবর

৪৮. শম্ভু মিত্রের ছদ্মনাম কি ? ➪ প্রসাদ দত্ত, শ্রী সঞ্জীব

উপাধি

১. কাজী নজরুল ইসলাম-এর উপাধি কী? ➪ বিদ্রোহী কবি

২. নূরন্নেসা খাতুনের উপাধী কী? ➪ সাহিত্য স্বরস্বতি

৩. আবদুল কাদিরের উপাধী কী? ➪ ছান্দসিক কবি

৪. আবদুল করিমের উপাধী কী? ➪ সাহিত্য বিশারদ

৫. আলাওলের উপাধী কী? ➪ মহাকবি

৬. ঈশ্বরগুপ্তের উপাধী কী? ➪ যুগসন্ধিক্ষণের কবি/ প্রথম আধুনিক কবি

৭. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উপাধী কী? ➪ বিদ্যাসাগর / গদ্যের জনক

৮. গোবিন্দ দাসের উপাধী কী? ➪ স্বভাব কবি

৯. গোলাম মোস্তফার উপাধী কী? ➪ কাব্যসুধাকর

১০. জীবনানন্দ দাশের উপাধী কী? ➪ রূপসী বাংলার কবি/ তিমির হননের কবি

১১. জসীম্ উদদীনের উপাধী কী? ➪ পল্লিকবি

১২. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর উপাধী কী? ➪ ভাষাবিজ্ঞানী

১৩. নজিবর রহমান উপাধী কী? ➪ সাহিত্যরত্ন

১৪. ফররুখ আহমদের উপাধী কী? ➪ মুসলিম রেনেসাঁর কবি

১৫. বিদ্যাপতির উপাধী কী? ➪ মিথিলার পদাবলির কবি

১৬. বিষ্ণু দের উপাধী কী? ➪ মার্কসবাদী কবি

১৭. বিহারীলালের উপাধী কী? ➪ ভোরের পাখি

১৮. বাহরাম খানের উপাধী কী? ➪ দৌলত উজির

১৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপাধী কী? ➪ সাহিত্য সম্রাট

২০. রোকেয়া সাখাওয়াতের উপাধী কী? ➪ মুসলিম নারীজাগরণের অগ্রদূত

২১. ভারতচন্দ্রের উপাধী কী? ➪ রায়গুণাকর

২২. মালাধর বসুর উপাধী কী? ➪ গুণরাজ খান

২৩. মুকুন্দ দাসের উপাধী কী? ➪ চারণ কবি

২৪. মুকুন্দরামের উপাধী কী? ➪ কবি কঙ্কন

২৫. মোজাম্মেল হকের উপাধী কী? ➪ শান্তি পুরের কবি

২৬. যতীন্দ্রনাথ বাগচীর উপাধী কী? ➪ দুঃখবাদের কবি

২৭. রামনারায়ণের উপাধী কী? ➪ তর্করত্ন

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপাধী কী? ➪ বিশ্বকবি ও নাইট

২৯. শেখ ফজলল করিমের উপাধী কী? ➪ কাব্যরত্নকর

৩০. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপাধী কী? ➪ অপরাজেয় কথাশিল্পী

৩১. শ্রীকরনন্দীর উপাধী কী? ➪ কবীন্দ্র পরমেশ্বর

৩২. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপাধী কী? ➪ পদাতিকের কবি

৩৩. সুকান্ত ভট্টাচার্যের উপাধী কী? ➪ কিশোর কবি

৩৪. সমর সেনের উপাধী কী? ➪ নাগরিক কবি

৩৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের উপাধী কী? ➪ ছন্দের জাদুকর

৩৬. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর উপাধী কী? ➪ স্বপ্নাতুর কবি

৩৭. হৈমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের উপাধী কী? ➪ বাংলার মিলটন

৫০টি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির নাম ও তার ব্যবহার...

[বিসিএস প্রিলিমিনারি, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মেডিকেল ভর্তি, ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষাসহ ... যে কোন নিয়োগ ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিজ্ঞান অংশের প্রস্তুতির জন্য।]

- মিটার সেকল ➡ দৈর্ঘ্য পরিমাপের সবচেয়ে সরল যন্ত্র
- ভার্নিয়ার স্কেল ➡ দৈর্ঘ্য পরিমাপক যন্ত্র (মিলিমিটারের ভগ্নাংশ)
- স্লাইড ক্যালিপার্স ➡ বস্তুর দৈর্ঘ্য, চোঙ বা বেলনের উচ্চতা, ফাঁপা নলের অন্তঃব্যাস ও বহির্ব্যাস, গোলকের ব্যাস নির্ণয় করা যায়
- স্প্রিং নিক্তি ➡ সরাসরি বস্তুর ওজন নির্ণায়ক
- তুলা যন্ত্র ➡ খুব অল্প পরিমাণ জিনিসের ভর সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করার যন্ত্র
- জাইরোকম্পাস ➡ জাহাজের দিক নির্ণায়ক
- অডিও মিটার ➡ শব্দের তীব্রতা নির্ণায়ক
- অডিও ফোন ➡ কানে দিয়ে শোনার যন্ত্র
- সিসমোগ্রাফ ➡ ভূকম্পন তরঙ্গ পরিমাপক যন্ত্র
- রিখটার স্কেল ➡ ভূকম্পন তীব্রতা পরিমাপের একটি গাণিতিক স্কেল। এ স্কেলে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত ভূমিকম্পের তীব্রতা ধরা হয়। ১৯৩৫ সালে সি. এফ. রিখটার এটি আবিষ্কার করেন।
- রেইনগেজ ➡ বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র
- সেক্সট্যান্ট ➡ সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের কৌণিক উন্নতি পরিমাপক যন্ত্র
- ক্রোনোমিটার ➡ দ্রাঘিমা নির্ণয় / সূক্ষ্ম সময় পরিমাপক যন্ত্র
- অ্যাক্সিলারোমিটার ➡ ত্বরণ পরিমাপক যন্ত্র
- স্প্রিডোমিটার ➡ দ্রুতি পরিমাপক যন্ত্র
- ভেলটোমিটার ➡ বেগের পরিমাণ নির্ণায়ক
- অ্যানিমোমিটার ➡ বাতাসের গতিবেগ ও শক্তি পরিমাপক যন্ত্র
- ওডোমিটার ➡ মোটর গাড়ির গতি নির্ণায়ক
- ট্যাকোমিটার ➡ উড়োজাহাজের গতি নির্ণায়ক
- অলটিমিটার ➡ উচ্চতা নির্ণায়ক
- ফ্যাদোমিটার ➡ সমুদ্রের গভীরতা নির্ণায়ক
- ম্যানোমিটার ➡ গ্যাসের চাপ নির্ণায়ক
- ব্যারোমিটার ➡ বায়ুমন্ডলের চাপ নির্ণায়ক
- এনোমোমিটার ➡ বায়ুর গতিবেগ মাপক যন্ত্র
- হাইগ্রোমিটার ➡ বায়ুতে আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র
- হাইড্রোমিটার ➡ তরলের আপেক্ষিক গুরত্ব বা ঘনত্ব নির্ণায়ক
- ল্যাক্টোমিটার ➡ দুধের বিশুদ্ধতা নির্ণায়ক
- হাইড্রোফোন ➡ পানির তলায় শব্দ নিরূপণ যন্ত্র
- ক্যালরিমিটার ➡ তাপ পরিমাপক যন্ত্র
- থার্মোমিটার ➡ উষ্ণতা পরিমাপক যন্ত্র
- থার্মোস্ট্যাট ➡ ফ্রিজ, ইস্ত্রি, ওভেন ইত্যাদিতে সি'র তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র
- পাইরোমিটার ➡ তারকাসমূহের (সূর্যের) উত্তাপ নির্ণায়ক
- টেনসিওমিটার ➡ তরলের পৃষ্ঠটান পরিমাপক যন্ত্র
- অ্যামিটার ➡ বিদ্যুৎ প্রবাহ মাপক যন্ত্র
- গ্যালভানোমিটার ➡ সূক্ষ্ম মাপের বিদ্যুৎ প্রবাহ নির্ণায়ক যন্ত্র
- ওহম মিটার ➡ পরিবাহীর রোধ নির্ণায়ক
- ভোল্ট মিটার ➡ বৈদ্যুতিক বিভব বা চাপ পরিমাপক যন্ত্র
- ইলেক্ট্রেফেরাস ➡ বৈদ্যুতিক আবেশ দ্বারা চার্জ উৎপাদনের সরল যন্ত্র
- ভ্যানডিগ্রাফ ➡ বৈদ্যুতিক আবেশ দ্বারা চার্জ উৎপাদনের আধুনিক যন্ত্র
- তড়িৎবীক্ষণযন্ত্র /ইলেক্ট্রোস্কোপ ➡ কোন বস'তে আধানের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি নির্ণায়ক
- স্ফিগমোম্যানোমিটার ➡ মানবদেহের রক্তচাপ নির্ণায়ক
- স্টেথোস্কোপ ➡ হৃৎপিন্ড ও ফুসফুসের শব্দ নিরূপক যন্ত্র
- কার্ডিওগ্রাফ ➡ হৃৎপিন্ডের গতি নির্ণায়ক
- ক্রেস্কোগ্রাফ ➡ উদ্ভিদের গতি নির্ণায়ক
- ইনকিউবেটর ➡ ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর যন্ত্র
- ড্রেজার ➡ পানির নিচে মাটি কাটার যন্ত্র
- পাওয়ার থ্রেসার ➡ ধান মাড়াইয়ের মেশিন

জেনে নিন দেশভিত্তিক মুসলিম জনসংখ্যা

১. আফগানিস্তান ১০০%
২. আলবেনিয়া ৭৫%
৩. আলজেরিয়া ৯৯%
৪. এংগোলা ২৫%
৫. আর্জেন্টিনা ২%
৬. অস্ট্রেলিয়া ২.০৯%
৭. আজারবাইজান ৯৩%
৮. বাহরাইন ১০০%
৯. বাংলাদেশ ৯০%
১০. ভুটান ৫%
১১. ব্রাজিল ০.৬%
১২. মিয়ানমার ১০%
১৩. কানাডা ১.৪৮%
১৪. আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র ৫৫%
১৫. চীন ১১%
১৬. মিশর ৯৪%
১৭. ইথিওপিয়া ৬৫%
১৮. ফিজি ১১%
১৯. ফ্রান্স ৭%
২০. জর্জিয়া ১১%
২১. জার্মানি ৩.৪%
২২. গ্রীস ১.৫%
২৩. গিনি ৯৫%
২৪. গায়ানা ১৫%
২৫. হংকং ১%
২৬. ভারত ২৪%
২৭. ইন্দোনেশিয়া ৯৫%
২৮. ইরান ৯৯%
২৯. ইরাক ৯৭%
৩০. ইসরাইল ১৪%
৩১. ইতালি ১%
৩২. জাপান ১%
৩৩. জর্ডান ৯৫%
৩৪. কেনিয়া ৩০%
৩৫. কুয়েত ৮৯%
৩৬. লেবানন ৭০%
৩৭. লিবিয়া ১০০%
৩৮. মালদ্বীপ ১০০%
৩৯. মালয়েশিয়া ৫২%
৪০. মরিশাস ১৯.৫%
৪১. মায়োট ৯৯%
৪২. নাইজেরিয়া ৭৫%
৪৩. ওমান ১০০%
৪৪. পাকিস্তান ৯৭%
৪৫. ফিলিপাইন ১৪%
৪৬. কাতার ১০০%
৪৭. রোমানিয়া ২০%
৪৮. রাশিয়া ১৮%
৪৯. সৌদি আরব ১০০%
৫০. সিঙ্গাপুর ১৭%
৫১. সোমালিয়া ১০০%
৫২. শ্রীলঙ্কা ৯%
৫৩. সুদান ৮৫%
৫৪. সিরিয়া ৯০%
৫৫. তাজাকিস্তান ৮৫%
৫৬. তাঞ্জানিয়া ৬৫%
৫৭. থাইল্যান্ড ১৪%
৫৮. তিউনিসিয়া ৯৮%
৫৯. তুরস্ক ৯৯.৮%
৬০. আরব আমিরাত/দুবাই ৯৬%
৬১. যুক্তরাজ্য ২.৫%
৬২. মার্কিন ৩.৭৫%
৬৩. উজবেকিস্তান ৮৮%

ইন্টারভিউয়ে বসে ভুলেও ৫ প্রশ্ন করতে নেই চাকরি প্রার্থীদের

চাকরির ইন্টারভিউয়ে বসে যে কেবল প্রশ্নকর্তারাই প্রার্থীকে প্রশ্ন করবেন তা নয়। প্রার্থীরও সুযোগ আসে প্রশ্ন করার। এ সময়টা অবশ্যই অর্থপূর্ণ ও বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করা উচিত। বিশেষজ্ঞের মতে, প্রশ্নকর্তাদের প্রতিও প্রশ্ন ঝুড়ে দেয়া উচিত অন্তত ৩টি কারণে।

১. নতুন চাকরি ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আপনার কিছু জানা প্রয়োজন।

২. আপনার প্রশ্ন তাদের বুঝিয়ে দেবে যে আপনি এ চাকরি নিয়ে বেশ সচেতন।

৩. এ প্রশ্নোত্তর পর্বটি ইন্টরভিউকে আরো বেশি অর্থপূর্ণ করে তুলবে।

যে কোনো ইন্টারভিউয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নই করা উচিত। আপনার প্রশ্নের মাধ্যমে বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে কর্তৃপক্ষ। আবার এমন কিছু প্রশ্ন রয়েছে তা জিজ্ঞাসা করলেই বিপদ।

কর্তৃপক্ষ বুঝে নেবে, আপনি এই ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রস্তুত নন। দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। যে চাকরির জন্যই প্রার্থী হন না কেন, প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যেতে হবে। এখানে বিশেষজ্ঞরা তুলে ধরেছেন এমনই ৫টি প্রশ্নের কথা।

১. এ প্রতিষ্ঠান কি কাজ করে?: প্রশ্নকর্তাদের এ প্রশ্ন প্রার্থী হয়ে আপনি করতে পারেন না। অনেক ভালো প্রার্থীরাও এমন প্রশ্ন করে ফেলেন। এ প্রশ্নের মাধ্যমে আপনি বুঝিয়ে ফেললেন, চাকরির আবেদন করলেও প্রতিষ্ঠান বিষয়ে আপনার কোনো হোমওয়ার্ক নেই। এমন প্রশ্ন সরাসরি না করে বরং সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করুন। কৌশলী প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের কাজ সম্পর্কে ধারণা নিন।

২. প্রার্থীর মধ্যে আপনারা কি দেখতে চান?: প্রার্থীর মাঝে প্রতিষ্ঠান কি কি গুণের সমন্বয় দেখতে চায়? এ প্রশ্নটা অনেক বিনয়ী এবং অর্থপূর্ণ। তাছাড়া এ ধরনের প্রশ্ন যে কোনো প্রশ্নকর্তাকে হতাশ করে দিতে পারে। আপনি আপনার সম্যক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে সরাসরি প্রশ্ন না করেও আলাপচারিতার মাধ্যমে ধারণা লাভ করা যায়। যেমন- এসব কথা বলতে পারেন।

ক. মনে হচ্ছে আপনারা এমন কিছু কাজের প্রয়োজনে প্রার্থী চাইছেন যে কিনা তা সম্পন্ন করতে সহায়তা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আপনাদের কাজ সম্পর্কে একটু ধারণা চাই।

খ. দয়া করে একটু ধারণা দেবেন যে, আপনার বিভাগকে সফল করতে একজন প্রার্থী কি ধরনের সহায়তা করতে পারেন?

গ. যে কাজে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে না, সেখানে প্রার্থীর করণীয় কি হতে পারে?

৩. এ দায়িত্বে চাকরি না হলে, অন্য কোনো বিভাগে কি সুযোগ আছে?: কিছু প্রার্থী এমন চট করে এম বোকার মতো প্রশ্ন করে ফেলেন। এর মাধ্যমে প্রাথমিক অবস্থাতেই অব আশা-ভরসা বাদ হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ বুঝে নেয়, আপনার মধ্যে দায়িত্ব নেয়ার মতো বুদ্ধিমত্তা নেই। যদি ইন্টারভিউয়ে শেষ পর্যন্ত এ চাকরি না হয়, তবে এইচআর ম্যানেজারকে এ প্রশ্ন করা যেতে পারে। কিন্তু তা ইন্টারভিউয়ে বসে নয়।

৪. আর কতজন প্রার্থীর ইন্টারভিউ আপনারা নিতে চলেছেন? : এ বিষয়ে আপনার মাথাব্যথা থাকা উচিত নয়। প্রশ্নকর্তারা বুঝে ফেলবেন, আপনার আত্মবিশ্বাস নেই। যদি তা থাকে, তবে এ প্রশ্ন করতেই পারেন। আসুক না হাজার হাজার প্রার্থী। যোগ্য হলে আপনিই সামনে থাকবেন।

তা ছাড়া প্রতিযোগিতার বিষয়ে আপনার মাঝে ভয় থাকা উচিত নয়। তাই অন্যদের কথা ভুলে কেবলমাত্র নিজের বিষয়ে কথা বলুন।

৫. অন্য প্রার্থীরা যদি আরো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন, তবে আমি কি সুযোগ পাবো না?: এটা পুরোপুরি কর্তৃপক্ষের বিষয়।

সুযোগ সবার জন্যই সমান। আপনি যদি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন, তবে তারা আপনাকেই বেছে নেবে, এটা স্বাভাবিক। তা ছাড়া অভিজ্ঞতা আপনারও কিছু রয়েছে। আবার চাকরির অভিজ্ঞতা না থাকলেও কোনো সমস্যা নয়। তার সম্পর্কে প্রশ্ন করতে নেই।

সফল হতে চাইলে ব্যর্থতা থেকে নিন ৩ শিক্ষা

১. ব্যর্থতা আপনাকে ভয়ের মুখোমুখি করে: সবাই ব্যর্থ হতে ভয় পায়। লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ার শঙ্কায় থাকি আমরা। সফল না হতে পারলে আমরা চরম নৈরাশ্যে ডুবে যেতে পারি। গবেষণায় বলা হয়, তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে বাধা টপকানোর প্রস্তুতি নিলে সফলতা নিশ্চিত। ইচ্ছা ও দৈহিক শক্তির সমন্বয়ে যারা জয়ী হতে চান তাদের কাছে সফলতা ধরা দেয়। শিশুদের পরিচালিত আরেক গবেষণায় দেখা যায়, বুদ্ধিমত্তাকে ভালো ফলাফলের একমাত্র অবলম্বন বলে যারা মনে করেন না তারা ক্রমেই অন্যদের চেয়ে সফল হতে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে ব্যর্থতার প্রতি মানুষ কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানান তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যারা শক্ত মনের অধিকারী, বৈপরীত্যকে চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে তারা নতুন কিছু পেতে পারেন। ধৈর্য খোয়ানো, ভুল ও ব্যর্থতার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করেন। ব্যর্থতার অনুভূতি মানুষকে ভেতরের শক্তিটাকে বের করে আনার সুযোগ করে দেয়।

২. ব্যর্থতা হতে পারে অনুপ্রেরণার জ্বালানি: ২০১৫ সালে অলিম্পিকের ১০ জন গোল্ড মেডালিস্টের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। তারা ক্রীড়া জগতের বিভিন্ন অংশের তারকা। তারা জীবনে বহুবার ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছেন। পারিবারিক সমস্যা বা আঘাতের কারণে সরে আসতে হয়েছে লক্ষ্য থেকে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিটি ব্যর্থতাকে তারা অনুপ্রেরণার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছেন। আর এরই ধারাবাহিকতায় আজ তারা স্বর্ণের মেডাল জয়ীতে পরিণত হয়। এর আগের বিভিন্ন

প্রতিযোগিতায় তারা খারাপ ফলাফল করেননি। কিন্তু বিজয় মুকুটের দেখা মেলেনি। প্রতিবারই তারা ভেবেছেন, কেন তারা ব্যর্থ হচ্ছেন? মনোযোগ দিতে না পারার বিষয়টি নিয়ে তারা অনেক চিন্তা করেছেন। তবে এসব নেতিবাচক ঘটনায় তারা দৈহিক ও মানসিকভাবে কখনোই পরবর্তী পদক্ষেপ থেকে সরে আসেননি।

৩. ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা: ব্যর্থতা এমন এক বিষয় যাকে সহজে অনুধাবন করা যায়। একে ভিন্ন মাত্রা দেয়া যায় যদি সেখান থেকে সুবিধা নেয়া সম্ভব হয়। ভুল এবং ব্যর্থতা থেকেই বড় বড় অর্জন সম্ভব হয়েছে। অনেক সময় স্কুলে বাজে ফলাফল বা অফিসে প্রমোশন না পাওয়াকে ব্যর্থতা বলে তুলে ধরা হয়। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়, সফল হতে যা প্রয়োজন তা ওই শিশু বা কর্মীর নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যর্থতা ও সফলতা একে অপরের সঙ্গে জড়িত। স্বল্পমেয়াদে যা ব্যর্থতা বলে মনে হচ্ছে, তা দীর্ঘমেয়াদে সফলতা বয়ে আনতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সফলতার গোপন উপকরণ হয়ে ওঠে ব্যর্থতা।

৩টি জিনিস

❑ তিনটি জিনিসের উপর ভরসা করা ঠিক নয়ঃ ১. নদীর পাড়ের বাড়ি, ২. ব্রেক ছাড়া গাড়ি, ৩. পর্দা ছাড়া নারী।

❑ তিনটি জিনিস একবার আসেঃ ১. মাতা-পিতা, ২. সৌন্দর্য্য, ৩. যৌবন।

❑ তিনটি জিনিস ফিরিয়ে আনা যায় নাঃ ১. বন্দুকের গুলি, ২. কথা, ৩. রূহ।

❑ তিনটি জিনিস মৃত্যুর পর উপকারে আসেঃ ১. সু-সন্তান, ২. সদকা, ৩. ইলম।

❑ তিনটি জিনিস সম্মান নষ্ট করেঃ ১. চুরি, ২. চোগলখুরী, ৩. মিথ্যা।

❑ তিনটি জিনিস পেরেশানিতে রাখেঃ ১. হিংসা, ২. অভাব, ৩. সন্দেহ।

❑ তিনটি জিনিসকে সর্বদা মনে রেখোঃ ১. উপদেশ, ২. উপকার, ৩. মৃত্যু।

❑ তিনটি জিনিস অভ্যাস করোঃ ১. নামাজ ২. সত্য বলা, ৩. হালাল রিযিক।

❑ তিনটি জিনিস থেকে দূরে থেকোঃ ১. মিথ্যা, ২. অহংকার, ৩. অভিশাপ।

❑ তিনটি জিনিসকে চিন্তা করে ব্যবহার করঃ ১. কলম, ২. কসম, ৩. কদম।

❑ তিনটি বস্তুই প্রকৃত সম্পদঃ ১. বিদ্যা, ২. ভদ্রতা, ৩. ইবাদত।

❑ তিনটি জিনিস ফিরে আসে নাঃ ১. সময়, ২. কথা, ৩. সুযোগ।

❑ তিনটি জিনিস হারানো ঠিক নাঃ ১. চেষ্টা, ২. আশা, ৩. সততা।

❑ তিনটি জিনিস খুব দামীঃ ১. সময়, ২. জীবন, ৩. Prestige.

❑ তিনটি জিনিস সহজ নাঃ ১. অধ্যবসায়, ২. সফলতা, ৩. বাস্তবতা।

❑ তিনটি জিনিসে মানুষের পতন হয়ঃ ১. অহংকার, ২. মিথ্যা, ৩. লোভ লালসা।

❑ তিনটি জিনিস নিয়ন্ত্রণে রাখোঃ ১. রাগ, ২. জিহবা, ৩. অন্তর।

❑ তিনটি জিনিসের জন্য যুদ্ধ করঃ ১. ধর্ম, ২. দেশ, ৩. জাতি।

❑ তিনটি জিনিস পবিত্র রাখোঃ ১. শরীর, ২. পোশাক, ৩. আত্মা।

❑ তিনটি জিনিস প্রিয় জানোঃ ১. ঈমান, ২. সত্যবাদিতা, ৩. অঙ্গীকার।

স্মৃতি শক্তি বাড়াতে মহানবী (স.) ৯টি কাজ করতে বলেছেন

আমাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যাদের কোন কিছু মনে থাকে না। আবার এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছে, যারা কোন কিছু খুব বেশি দিন মনে রাখতে পারেন না। এমন সমস্যা মূলত দূর্বল স্মৃতিশক্তির কারণে হয়ে থাকে। সেগুলো হলো-

১. ইখলাস বা আন্তরিকতাঃ যে কোনো কাজে সফলতা অর্জনের ভিত্তি হচ্ছে ইখলাস বা আন্ত রিকতা। আর ইখলাসের মূল উপাদান হচ্ছে বিশুদ্ধ নিয়ত। নিয়তের বিশুদ্ধতার গুরুত্ব সম্পর্কে উস্তাদ খুররাম মুরাদ বলেন, "উদ্দেশ্য বা নিয়ত হল আমাদের আত্মার মত অথবা বীজের ভিতরে থাকা প্রাণশক্তির মত। বেশীরভাগ বীজই দেখতে মোটামুটি একইরকম, কিন্তু লাগানোর পর বীজগুলো যখন চারাগাছ হয়ে বেড়ে উঠে আর ফল দেওয়া শুরু করে তখন আসল পার্থক্যটা পরিস্কার হয়ে যায় আমাদের কাছে। একইভাবে নিয়ত যত বিশুদ্ধ হবে আমাদের কাজের ফলও তত ভালো হবে।"

তাই আমাদের নিয়ত হতে হবে এমন যে, আল্লাহ আমাদের স্মৃতিশক্তি যেনো একমাত্র ইসলামের কল্যাণের জন্যই বাড়িয়ে দেন।

২. দু'আ ও যিকর করাঃ আমরা সকলেই জানি আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো কাজেই সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। এজন্য আমাদের উচিত সর্বদা আল্লাহর কাছে দু'আ করা যাতে তিনি আমাদের স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে দেন এবং কল্যাণকর জ্ঞান দান করেন। এক্ষেত্রে আমরা নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতে পারি, "হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।"

তাছাড়া যিকর বা আল্লাহর স্মরণ ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, "যখন ভুলে যান, তখন আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন।"

তাই আমাদের উচিত যিকর, তাসবীহ (সুবহান আল্লাহ), তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ), তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও তাকবীর (আল্লাহু আকবার)-এর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আল্লাহকে স্মরণ করা।

৩. পাপ থেকে দূরে থাকাঃ প্রতিনিয়ত পাপ করে যাওয়ার একটি প্রভাব হচ্ছে দুর্বল স্মৃতিশক্তি। পাপের অন্ধকার ও জ্ঞানের আলো কখনো একসাথে থাকতে পারে না। ইমাম আশ-শাফি'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "আমি (আমার শাইখ) ওয়াকীকে আমার খারাপ স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে অভিযোগ করেছিলাম এবং তিনি শিখিয়েছিলেন আমি যেন পাপকাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখি। তিনি বলেন, আল্লাহর জ্ঞান হলো একটি আলো এবং আল্লাহর আলো কোন পাপচারীকে দান করা হয় না।" আল-খাতীব আল-জামী' (২/৩৮৭) গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া বলেনঃ "এক ব্যক্তি মালিক ইবনে আনাসকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'হে আবদ-আল্লাহ, আমার স্মৃতিশক্তিকে শক্তিশালী করে দিতে পারে এমন কোন কিছু কি আছে? তিনি বলেন, যদি কোন কিছু স্মৃতিকে শক্তিশালী করতে পারে তা হলো পাপ করা ছেড়ে দেয়া।" যখন কোনো মানুষ পাপ করে এটা তাকে উদ্বেগ ও দুঃখের দিকে ধাবিত করে। সে তার কৃতকর্মের ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে তার অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যায় এবং জ্ঞান অর্জনের মতো কল্যাণকর আমল থেকে সে দূরে সরে পড়ে। তাই আমাদের উচিত পাপ থেকে দূরে থাকার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

৪. বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করাঃ একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আমরা দেখবো যে, আমাদের সকলের মুখস্থ করার পদ্ধতি এক নয়। কারো শুয়ে পড়লে তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়, কারো আবার হেঁটে হেঁটে পড়লে তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়। কেউ নীরবে পড়তে ভালোবাসে, কেউবা আবার আওয়াজ করে পড়ে। কারো ক্ষেত্রে ভোরে তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়, কেউবা আবার গভীর রাতে ভালো মুখস্থ করতে পারে। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজ নিজ উপযুক্ত সময় ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ঠিক করে তার যথাযথ

ব্যবহার করা। আর কুর'আন মুখস্থ করার সময় একটি নির্দিষ্ট মুসহাফ (কুর'আনের আরবি কপি) ব্যবহার করা। কারণ বিভিন্ন ধরনের মুসহাফে পৃষ্ঠা ও আয়াতের বিন্যাস বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। একটি নির্দিষ্ট মুসহাফ নিয়মিত ব্যবহারের ফলে মস্তিষ্কের মধ্যে তার একটি ছাপ পড়ে যায় এবং মুখস্থকৃত অংশটি অন্তরে গভীরভাবে গেঁথে যায়।

৫. মুখস্থকৃত বিষয়ের উপর 'আমল করাঃ আমরা সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো একটি বিষয় যতো বেশিবার পড়া হয় তা আমাদের মস্তিষ্কে ততো দৃঢ়ভাবে জমা হয়। আবার কোনো কিছু শেখার একটি উত্তম উপায় হলো তা অন্যকে শেখানো। আর এজন্য আমাদেরকে একই বিষয় বারবার ও বিভিন্ন উৎস থেকে পড়তে হয়। এতে করে ঐ বিষয়টি আমাদের স্মৃতিতে স্থায়ীভাবে গেঁথে যায়।

৬. মস্তিষ্কের জন্য উপকারী খাদ্য গ্রহণঃ পরিমিত ও সুষম খাদ্য গ্রহণ আমাদের মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্যের জন্য একান্ত আবশ্যক। অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ আমাদের ঘুম বাড়িয়ে দেয়, যা আমাদের অলস করে তোলে। ফলে আমরা জ্ঞানার্জন থেকে বিমুখ হয়ে পড়ি। তাছাড়া কিছু কিছু খাবার আছে যেগুলো আমাদের মস্তিষ্কের জন্য খুবই উপকারী। সম্প্রতি ফ্রান্সের এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যয়তুনের তেল চাক্ষুস স্মৃতি (visual memory) ও বাচনিক সাবলীলতা (verbal fluency) বৃদ্ধি করে। আর যেসব খাদ্যে অধিক পরিমাণে Omega-3 ফ্যাট রয়েছে সেসব খাদ্য স্মৃতিশক্তি ও মস্তিষ্কের কার্যকলাপের জন্য খুবই উপকারী। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য অনেক 'আলিম কিছু নির্দিষ্ট খাদ্য গ্রহণের কথা বলেছেন। ইমাম আয-যুহরি বলেন, "তোমাদের মধু পান করা উচিত কারণ এটি স্মৃতির জন্য উপকারী।"

মধুতে রয়েছে মুক্ত চিনিকোষ যা আমাদের মস্তিষ্কের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া মধু পান করার সাত মিনিটের মধ্যেই রক্তে মিশে গিয়ে কাজ শুরু করে দেয়। ইমাম আয-যুহরি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি হাদীস মুখস্থ করতে চায় তার উচিত কিসমিস খাওয়া।"

৭. পরিমিত পরিমাণে বিশ্রাম নেয়াঃ আমরা যখন ঘুমাই তখন আমাদের মস্তিষ্ক অনেকটা ব্যস্ত অফিসের মতো কাজ করে। এটি তখন সারাদিনের সংগৃহীত তথ্যসমূহ প্রক্রিয়াজাত করে। তাছাড়া ঘুম মস্তিষ্ক কোষের পুনর্গঠন ও ক্লান্তি দূর করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে দুপুরে সামান্য ভাতঘুম আমাদের মন-মেজাজ ও অনুভূতিকে চাঙা রাখে। এটি একটি সুন্নাহও বটে। আর অতিরিক্ত ঘুমের কুফল সম্পর্কে তো আগেই বলা হয়েছে। তাই আমাদের উচিত রাত জেগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাওয়াহ বিতরণ না করে নিজের মস্তিষ্ককে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দেওয়া।

৮. জীবনের অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারসমূহ ত্যাগ করাঃ বর্তমানে আমাদের মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া ও জ্ঞান অর্জনে অনীহার একটি অন্যতম কারণ হলো আমরা নিজেদেরকে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় কাজে জড়িয়ে রাখি।' ফলে কোনো কাজই আমরা গভীর মনোযোগের সাথে করতে পারি না। মাঝে মাঝে আমাদের কারো কারো অবস্থা তো এমন হয় যে, সালাতের কিছু অংশ আদায় করার পর মনে করতে পারি না ঠিক কতোটুকু সালাত আমরা আদায় করেছি। আর এমনটি হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে নিজেদেরকে আড্ডাবাজি, গান-বাজনা শোনা, মুভি দেখা, ফেইসবুকিং ইত্যাদি নানা অপ্রয়োজনীয় কাজে জড়িয়ে রাখা। তাই আমাদের উচিত এগুলো থেকে যতোটা সম্ভব দূরে থাকা।

৯. হাল না ছাড়াঃ যে কোনো কাজে সফলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো হাল না ছাড়া। যে কোনো কিছু মুখস্থ করার ক্ষেত্রে শুরুটা কিছুটা কষ্টসাধ্য হয়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমাদের মস্তিষ্ক সবকিছুর সাথে মানিয়ে নেয়। তাই আমাদের উচিত শুরুতেই ব্যর্থ হয়ে হাল না ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

পবিত্র কোরআন শরীফের সকল সূরার নামের বাংলা অর্থ

১. ফাতিহা-সূচনা
২. বাক্বারাহ- গাভী
৩. আলে ইমরান- ইমরানের পরিবার
৪. নিসা- নারী জাতি
৫. মায়িদাহ- খাদ্য পরিবেশিত টেবিল
৬. আন'আম- গৃহপালিত পশু
৭. আ'রাফ- উচ্চস্থানসমূহ
৮. আনফাল -যুদ্ধলব্ধ সম্পদ
৯. তাওবা- অনুশোচনা
১০. ইউনূস- একজন নবীর নাম
১১. হুদ- একজন নবীর নাম
১২. ইউসুফ- একজন নবীর নাম
১৩. রা'দ- বজ্রনাদ
১৪. ইব্রাহীম - একজন নবীর নাম
১৫. হিজর- পাথুরে পাহাড়
১৬. নাহল -মৌমাছি
১৭. বনী ইসরাইল- ইসরাইলের বংশধর/ইহুদীজাতি
১৮. কাহফ -গুহা
১৯. মারইয়াম - ঈসা (আ)-এর মাতার নাম
২০. ত্ব-হা - দুটি আরবি হরফ
২১. আম্বিয়া- নবীগণ
২২. হজ্জ - মহাসম্মেলন
২৩. মু'মিনুন -বিশ্বাসীগণ
২৪. নূর - জ্যোতি
২৫. ফুরক্বান- পার্থক্যকারী
২৬. শু'আরা- কবিগণ
২৭. নামল- পিপীলিকা
২৮. ক্বাসাস- কাহিনী
২৯. আনকাবূত- মাকড়সা
৩০. রূম - রোমান জাতি
৩১. লুকমান - একজন নবীর নাম
৩২. সাজদাহ -সিজদা
৩৩. আহযাব- সংযুক্ত শক্তিসমূহ
৩৪. সাবা - একটি নগরের নাম
৩৫. ফাতির -আদিস্রষ্টা
৩৬. ইয়াসিন - দুটি আরবি হরফ
৩৭. সাফ্ফাত - সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো
৩৮. সোয়াদ - একটি আরবি হরফ
৩৯. যুমার - দলবদ্ধ জনতা
৪০. মুমিন -বিশ্বাসী
৪১. ফুসসিলাত (হামীম সিজদাহ)- সুস্পষ্টবিবরণ
৪২. শূরা -পরামর্শ
৪৩. যুখরুফ -স্বর্ণালংকার
৪৪. দুখান -ধোঁয়া
৪৫. জাছিয়াহ- নতজানু
৪৬. আহক্বাফ -বালুর পাহাড়
৪৭. মুহাম্মদ -সর্বশেষ নবী ও রাসূলের নাম
৪৮. ফাত্হ- বিজয়
৪৯. হুজুরাত বাসগৃহসমূহ
৫০. ক্বাফ -একটি আরবি হরফ
৫১. যারিয়াত- বিক্ষেপকারী
৫২. তূর- পর্বত
৫৩. নাজম- তারকা
৫৪. ক্বামার- চাঁদ
৫৫. আর-রাহমান- পরম করুণাময়
৫৬. ওয়াক্বিয়া- অবশ্যম্ভাবী
৫৭. হাদীদ -লৌহ
৫৮. মুজাদিলাহ - অনুযোগকারী নারী
৫৯. হাশর -মহাসমাবেশ
৬০. মুমতাহানা - পরীক্ষাসাপেক্ষ নারী
৬১. সাফ -সারিবদ্ধ সৈন্যদল
৬২. জুমুআহ- সম্মেলন
৬৩. মুনাফিকুন- ভণ্ড
৬৪. তাগাবুন -মোহ অপসারণ
৬৫. তালাক - বিচ্ছেদ
৬৬. তাহরীম -নিষিদ্ধকর
৬৭. মূলক -সার্বভৌম কর্তৃত্ব
৬৮. ক্বালাম- কলম
৬৯. হাক্কাহ- নিশ্চিত সত্য
৭০. মা'আরিজ-উন্নয়নের সোপান
৭১. নূহ- একজন নবীর নাম
৭২. জ্বিন-জ্বিনজাতি
৭৩. মুযযাম্মিল- বস্ত্রাচ্ছাদনক নারী
৭৪. মুদাসসির-পোশাক পরিহিত
৭৫. ক্বিয়ামাহ-পুনরুত্থান
৭৬. ইনসান- মানবজাতি
৭৭. মুরসালাত-প্রেরিত পুরুষগণ
৭৮. নাবা -মহাসংবাদ
৭৯. নাযিয়াত - প্রচেষ্টাকারী
৮০. আবাসা- তিনি ভ্রুকুটি করলেন
৮১. তাকবীর- অন্ধকারাচ্ছন্ন
৮২. ইনফিত্বার -বিদীর্ণকরণ
৮৩. মুতাফ্ফিফীন- প্রবঞ্চনা করা

৮৪. ইনশিক্বাক্ব- চূর্ণবিচূর্ণ করণ
৮৫. বুরূজ- নক্ষত্রপুঞ্জ
৮৬. ত্বারিক্ব- রাতের আগন্তুক
৮৭. অ'লা -সর্বোন্নত
৮৮. গাশিয়াহ্- বিহ্বলকারী ঘটনা
৮৯. ফাজর -ভোর
৯০. বালাদ -নগর
৯১. শামস -সূর্য
৯২. লাইল- রাত্রি
৯৩. দ্বোহা -পূর্বাহ্ন
৯৪. ইনশিরাহ্-প্রশস্তকরণ
৯৫. তীন- ডুমুরজাতীয় ফল
৯৬. আলাক- রক্তপিণ্ড
৯৭. ক্বদর -মহিমান্বিত
৯৮. বাইয়্যিনাহ -সুস্পষ্ট প্রমাণ
৯৯. যিলযাল -ভূকম্পন
১০০. আদিয়াত- অভিযাত্রী
১০১. ক্বারি'আহ- মহাপ্রলয়
১০২. তাকাছুর- প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা
১০৩. আসর -বিকালবেলা
১০৪. হুমাযাহ - পরনিন্দাকারী
১০৫. ফীল- হাতি
১০৬. কুরাইশ - একটি গোত্রের নাম
১০৭. মা'ঊন -ছোটখাট সাহায্য সহযোগিতা
১০৮. কাওসার-প্রাচুর্য
১০৯. কাফিরূন-অবিশ্বাসীগণ
১১০. নাসর-সাহায্য
১১১. লাহাব -জ্বলন্ত অঙ্গার
১১২. ইখলাস -একত্ব
১১৩. ফালাক্ব- নিশিভোর
১১৪. নাস- মানুষ

পবিত্র কোরআনের বিস্ময়কর তথ্য!

- পুরুষ শব্দটা এসেছে ২৪ বার - নারী শব্দটা এসেছে ২৪ বার।
- আদেশ শব্দটা এসেছে ১০০০ বার -নিষেধ শব্দটা এসেছে ১০০০ বার ।
- হালাল শব্দটা এসেছে ২৫০ বার- হারাম শব্দটা এসেছে ২৫০ বার।
- জান্নাত শব্দটা এসেছে ১০০০ বার-জাহান্নাম শব্দটা এসেছে ১০০০ বার।
- দুনিয়া শব্দটা এসেছে ১১৫ বার- আখিরাত শব্দটা এসেছে ১১৫ বার ।
- ফেরেশতা শব্দটা এসেছে ৮৮ বার- শয়তান শব্দটা এসেছে ৮৮ বার।
- জীবন শব্দটা এসেছে ১৪৫ বার- মৃত্যু শব্দটা এসেছে ১৪৫ বার।
- উপকার শব্দটা এসেছে ৫০ বার- ক্ষতিকর শব্দটা এসেছে ৫০ বার ।
- মানুষ শব্দটা এসেছে ৩৬৮ বার- রাসূল শব্দটা এসেছে ৩৬৮ বার।
- জিহ্বা শব্দটা এসেছে ২৫ বার-উত্তম বাক্য শব্দটা এসেছে ২৫ বার।
- মাস শব্দটা এসেছে ১২ বার আর দিন শব্দটা এসেছে ৩৬৫ বার।

আল্লাহর গুণবাচক ৯৯টি নাম-এর Arabic, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ (English Translation)

1. Allah (اللهُ) আল্লাহ (মহিমাময় আল্লাহ) The Greatest Name
2. Ar-Rahman (اَلرَّحْمَنُ) আর রাহমানু -(অসীম দয়াময়) The All-Compassionate
3. Ar-Rahim (اَلرَّحِيْمُ) আর রাহীমু -(পরম দয়ালু) The All-Merciful
4. Al-Malik (اَلْمَلِكُ) আল-মালিকু-(অধিপতি) The Absolute Ruler
5. Al-Quddus (اَلْقُدُّوْسُ) আল-কুদ্দুস -(অতি পবিত্র) The Pure One
6. As-Salam (اَلسَّلَامُ) আস সালামু -(শান্তিদাতা) The Source of Peace
7. Al-Mu'min (اَلْمُؤْمِنُ) আল মু'মিন -(নিরাপত্তা বিধায়ক) The Inspirer of Faith
8. Al-Muhaymin (اَلْمُهَيْمِنُ) আল-মুহাইমিনু-(রক্ষক) The Guardian

9. Al-Aziz (اَلْعَزِيْزُ) আল আযীয়ু-(পরাক্রমশালী) The Victorious
10. Al-Jabbar (اَلْجَبَّارُ) আল জাব্বারু-(প্রবল) The Compeller
11. Al-Mutakabbir (اَلْمُتَكَبِّرُ) আল মুতাকাববিরু-(মহিমান্বিত) The Greatest
12. Al-Khaliq (اَلْخَالِقُ) আল খালিকু -(সৃষ্টিকর্তা) The Creator
13. Al-Bari' (اَلْبَارِئُ) আল বারিউ-(উদ্ভাবনকর্তা) The Maker of Order
14. Al-Musawwir (اَلْمُصَوِّرُ) আল মুসাওবিরু-(রূপদাতা) The Shaper of Beauty
15. Al-Ghaffar (اَلْغَفَّارُ) আল গাফফারু-(অতি ক্ষমাশীল) The Forgiving
16. Al-Qahhar (اَلْقَهَّارُ) আল কাহ্হারু-(মহাপরাক্রান্ত) The Subduer
17. Al-Wahhab (اَلْوَهَّابُ) আল ওয়াহহাবু-(মহাদাতা) The Giver of All
18. Ar-Razzaq (اَلرَّزَّاقُ) আর রাযযাকু-(রিজিকদাতা) The Sustainer
19. Al-Fattah (اَلْفَتَّاحُ) আল ফাত্তাহু-(বিজয়দাতা) The Opener
20. Al-Alim (اَلْعَلِيْمُ) আল আলিমু- (সর্বজ্ঞ) The Knower of All
21. Al-Qabid (اَلْقَابِضُ) আল ক্বাবিযু- (সংকোচনকরী) The Constrictor
22. Al-Basit (اَلْبَاسِطُ) আল বাসিতু- (সম্প্রসারণকারী) The Reliever
23. Al-Khafid (اَلْخَافِضُ) আল খফিদ্ধু - (অবলম্বনকারী) The Abaser
24. Ar-Rafi (اَلرَّافِعُ) আর রাফি'উ-(উন্নতিদাতা) The Exalter
25. Al-Mu'izz (اَلْمُعِزُّ) আল মু'ইযযু-(সম্মানদাতা) The Bestower of Honors
26. Al-Mudhill (اَلْمُذِلُّ) আল মুযিল্লু-(অপমানকারী) The Humiliator
27. As-Sami (اَلسَّمِيْعُ) আস সামী'উ -(সর্বশ্রোতা) The Hearer of All
28. Al-Basir (اَلْبَصِيْرُ) আল বাসীরু -(সর্বদ্রষ্টা) The Seer of All
29. Al-Hakam (اَلْحَكَمُ) আল হাকামু -(মিমাংসাকারী) The Judge
30. Al-Adl (اَلْعَدْلُ) আল আদলু-(ন্যায়নিষ্ঠ) The Just
31. Al-Latif (اَللَّطِيْفُ) আল লতীফু -(সূক্ষ্মদর্শী) The Subtle One
32. Al-Khabir (اَلْخَبِيْرُ) আল খাবীরু-(সম্যক অবহিত) The All-Aware
33. Al-Halim (اَلْحَلِيْمُ) আল হালীমু -(পরম সহনশীল) The Forbearing
34. Al-Azim (اَلْعَظِيْمُ) আল আযীমু-(মহীমাময়) The Magnificent
35. Al-Ghafur (اَلْغَفُوْرُ) আল গাফুরু-(অতি ক্ষমাশীল) The Forgiver and Hider of Faults
36. Ash-Shakur (اَلشَّكُوْرُ) আশ শাকুরু-(গুণগ্রাহী) The Rewarder of Thankfulness
37. Al-Ali (اَلْعَلِيُّ) আল আলীয়ু-(মহান) The Highest
38. Al-Kabir (اَلْكَبِيْرُ) আল কাবীরু-(গুণগ্রাহী) The Greatest
39. Al-Hafiz (اَلْحَفِيْظُ) আল হাফীযু-(মহারক্ষক) The Preserver
40. Al-Muqit (اَلْمُقِيْتُ) আল মুকীতু-(শান্তিদাতা) The Nourisher

41. Al-Hasib (اَلْحَسِيْبُ) আল হাসীবু-(হিসাব গ্রহণকারী) The Accounter
42. Al-Jalil (اَلْجَلِيْلُ) আল জলীলু-(মহিমান্বিত) The Mighty
43. Al-Karim (اَلْكَرِيْمُ) আল কারীমু-(অনুগ্রহকারী মহামান্য) The Generous
44. Ar-Raqib (اَلرَّقِيْبُ) আর রাকীবু-(তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ) The Watchful One
45. Al-Mujib (اَلْمُجِيْبُ) আল মুজীবু-(আহবানে সাড়াদাতা) The Responder to Prayer
46. Al-Wasi (اَلْوَاسِعُ) আল ওয়াসীউ-(সর্বব্যাপী) The All-Comprehending
47. Al-Hakim (اَلْحَكِيْمُ) আল হাকিমু-(প্রজ্ঞাময়) The Perfectly Wise
48. Al-Wadud (اَلْوَدُوْدُ) আল ওয়াদুদু-(প্রেমময়) The Loving One
49. Al-Majid (اَلْمَجِيْدُ) আল মাজীদু- (গৌরবময়) The Majestic One
50. Al-Ba'ith (اَلْبَاعِثُ) আল বাঈসু-(পুনরুত্থানকারী) The Resurrector
51. Ash-Shahid (اَلشَّهِيْدُ) আশ শাহীদু-(প্রত্যক্ষদ্রষ্টা) The Witness
52. Al-Haqq (اَلْحَقُّ) আল হাককু-(সত্য) The Truth
53. Al-Wakil (اَلْوَكِيْلُ) আল ওয়াকীলু -(কর্ম বিধায়ক) The Trustee
54. Al-Qawiyy (اَلْقَوِيُّ) আল কবিয়্যু-(শক্তিধর) The Possessor of All Strength
55. Al-Matin (اَلْمَتِيْنُ) আল মাতীনু -(মহাপরাক্রমশালী) The Forceful One
56. Al-Waliyu (اَلْوَلِيُّ) আল ওয়ালীয়ু-(অভিভাবক) The Governor
57. Al-Hamid (اَلْحَمِيْدُ) আল হামীদু-(প্রশংসিত) The Praised One
58. Al-Muhsi (اَلْمُحْصِيْ) আল মুহসী-(পরিব্যাপ্তকারী) The Appraiser
59. Al-Mubdi' (اَلْمُبْدِئُ) আল মুবদিউ-(আদি স্রষ্টা) The Originator
60. Al-Mu'id (اَلْمُعِيْدُ) আল মুঈদু-(পুনঃসৃষ্টিকারী) The Restorer
61. Al-Muhyi (اَلْمُحْيِيْ) আল মুহয়ী -(জীবনদাতা) The Giver of Life
62. Al-Mumit (اَلْمُمِيْتُ) আল মুমীতু-(মৃত্যুদাতা) The Taker of Life
63. Al-Hayy (اَلْحَيُّ) আল হায়্যুউ-(চিরঞ্জীব) The Ever Living One
64. Al-Qayyum (اَلْقَيُّوْمُ) আল কায়্যুমু-(বিশ্বধাতা) The Self-Existing One
65. Al-Wajid (اَلْوَاجِدُ) আল ওয়াজিদু -(সর্বপ্রাপক) The Finder
66. Al-Majid (اَلْمَاجِدُ) আল মজিদু -(মহীমান) The Glorious
67. Al-Wahid (اَلْوَاحِدُ) আল ওয়াহীদু -(একক) The One, the All Inclusive, The Indivisible
68. As-Samad (اَلصَّمَدُ) আস সামাদু-(অমুখাপেক্ষী) The Satisfier of All Needs
69. Al-Qadir (اَلْقَادِرُ) আল কাদিরু-(ক্ষমতাবান) The All Powerful
70. Al-Muqtadir (اَلْمُقْتَدِرُ) আল মুকতাদিরু-(প্রবল) The Creator of All Power

71. Al-Muqaddim (اَلْمُقَدِّمُ) আল মুকাদ্দিমু-(অগ্রবর্তীকারী) The Expediter
72. Al-Mu'akhkhir (اَلْمُؤَخِّرُ) আল মুআখখিরু-(পশ্চাদবর্তীকারী) The Delayer
73. Al-Awwal (اَلْاَوَّلُ) আল আউয়ালু-(আদি) The First
74. Al-Akhir (اَلْاٰخِرُ) আল আখিরু-(অন্ত) The Last
75. Az-Zahir (اَلظَّاهِرُ) আয যাহিরু-(ব্যক্ত) The Manifest One
76. Al-Batin (اَلْبَاطِنُ) আল বাতিনু-(গুপ্ত) The Hidden One
77. Al-Wali (اَلْوَالِيْ) আল ওয়ালী-(কার্যনির্বাহক) The Protecting Friend
78. Al-Muta'ali (اَلْمُتَعَالِيْ) আল মুতাআলী-(সর্বোচ্চ) The Supreme One
79. Al-Barr (اَلْبَرُّ) আল বাররু-(কৃপাময়) The Doer of Good
80. At-Tawwab (اَلتَّوَّابُ) আত তওওয়াবু-(তওবা কবুলকারী) The Guide to Repentance
81. Al-Muntaqim (اَلْمُنْتَقِمُ) আল মুনতাকিমু-(দন্ডবিধায়ক) The Avenger
82. Al-'Afuww (اَلْعَفُوُّ) আল আফুওয়ু-(ক্ষমাকারী) The Forgiver
83. Ar-Ra'uf (اَلرَّؤُوْفُ) আর রাউফু-(দয়ার্দ্র) The Clement
84. Malik-al-Mulk (مَالِكُ الْمُلْكِ) মালিকুল মুলকি -(বিশ্বের অধিপতি) The Owner of All
85. Dhu-al-Jalal wa-al-Ikram (ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ) যুল জালালি ওয়াল ইকরাম-(মহিমান্বিত ও মহানুভব) The Lord of Majesty and Bounty
86. Al-Muqsitu (اَلْمُقْسِطُ) আল মুকসিতু-(ন্যায়পরায়ণ) The Equitable One
87. Al-Jami' (اَلْجَامِعُ) আল জামিউ-(একত্রকারী) The Gatherer
88. Al-Ghani (اَلْغَنِيُّ) আল গানীউ- (অভাবমুক্ত) The Rich One
89. Al-Mughni (اَلْمُغْنِيُ) আল মুগনী-(অভাব মোচনকারী) The Enricher
90. Al-Mani' (اَلْمَانِعُ) আল মানিউ-(বারণকারী) The Preventer of Harm
91. Ad-Darr (اَلضَّارَّ) আদ দাররু-(অকল্যাণকারী) The Creator of The Harmful
92. An-Nafi' (اَلنَّافِعُ) আন নাফিউ-(কল্যাণকারী) The Creator of Good
93. An-Nur (اَلنُّوْرُ) আন নুরু-(জ্যোতি) The Light
94. Al-Hadi (اَلْهَادِيُ) আল হাদী-(পথ প্রদর্শক) The Guide
95. Al-Badi (اَلْبَدِيْعُ) আল বাদীউ-(প্রথম উদ্ভাবক) The Originator
96. Al-Baqi (اَلْبَاقِيْ) আল বাকী-(চিরস্থায়ী) The Everlasting One
97. Al-Warith (اَلْوَارِثُ) আল ওয়ারিসু-(স্বত্বাধিকারী) The Inheritor of All
98. Ar-Rashid (اَلرَّشِيْدُ) আর রশীদু-(সুপথনিদের্শক) The Righteous Teacher
99. As-Sabur (اَلصَّبُوْرُ) আছ ছবুরু-(ধৈর্যশীল) The Patient One

বাংলা কথোপকথনে বহুল প্রচলিত ৭৫টি প্রাচীন প্রবাদ ও প্রবচন (অর্থসহ)

১. বিড়ালের ভাগ্য শিকা ছেঁড়া- ভাগ্যক্রমে প্রত্যাশিত সুযোগ লাভ।
২. বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা- আসল ঝুঁকি নেওয়া।
৩. বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ- বৃদ্ধ বয়সে শিশু বা যুবকের মতো আচরণ করা।
৪. বুকে ঢেঁকির পাড় পড়া- তীব্র আতঙ্কে প্রবল বেগে হৃদপিন্ডের স্পন্দন হওয়া।
৫. বুক দশ হাত হওয়া- আনন্দিত হওয়া বা অহঙ্কৃত হওয়া।
৬. বুকে পিঠ করে মানুষ করা- অত্যন্ত আদর যত্ন করে পালন করা।
৭. বুকে বসে দাড়ি উপড়ানো- আশ্রয়দাতা বা প্রতিপালকের অনিষ্ট সাধন করা।
৮. বুদ্ধির গোঁড়ায় ধোঁয়া দেওয়া- চিন্তা করতে বসা।
৯. মাথার উপরে শকুন উড়া- অতিশয় বিপদ সন্নিকটে।
১০. মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল-বিষম বিপদে পড়ে পাগল হওয়া।
১১. ঘাড়ে দুইটি মাথা থাকা-দুঃসাহসী।
১২. ঢেঁকির শব্দ বড়-ভিতরে যার কিছুই নেই তার বাজে বেশি।
১৩. বামন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর-কর্মচারীদের উপর দৃষ্টি না রাখলে তারা কাজ করে না।
১৪. বামন শুদ্দুর তফাৎ- আকাশ পাতাল পার্থক্য।
১৫. বামনের গরু- যে ব্যক্তি বা বস্তুর নিকট অল্প ব্যয়ে প্রচুর কাজ পাওয়া যায়।
১৬. বাবু বাছা করা-পুত্রবৎ সস্নেহে বাক্য বলা।
১৭. বাবু বাছা বলা-স্নেহ ও আদর করা।
১৮. কূলে রাখা কি শ্যাম রাখা-উভয় সঙ্কটে পড়া।
১৯. বাতাসের সঙ্গে লড়াই করা- বিনা কারণে ঝগড়া করা।
২০. হাড় ভাজা ভাজা হওয়া-জ্বালাতন হওয়া।
২১. গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া-উৎসাহ দিয়ে কর্মে প্রবৃত্ত করে অসহায় অবস্থায় সরে দাঁড়ানো।
২২. পাকা ধানে মই দেওয়া-লাভের মুখেসমূহ ক্ষতি করা।
২৩. মাথা ঠোকাঠুকি হওয়া-অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা দেওয়া।
২৪. মুখ শুকিয়ে আমসি হওয়া-ভয় ব্যাধি উদ্বেগ ইত্যাদি হেতু মুখের রুগ্ন অবস্থা।
২৫. যাহা বাহান্ন তাহাই তিপ্পান্ন-একটু ক্ষতির ভয়ে পশ্চাৎপদ না হওয়া।
২৬. গদাই লস্করই চাল-অতি-মন্থর গতি।
২৭. লেজে গোবরে ল্যাজে গোবরে-অক্ষমতার জন্য বিপর্যস্ত অবস্থায় উপনীত।
২৮. শিব গড়তে বাঁদর গড়া-খুব ভালো কিছু করতে গিয়ে খারাপ কিছু করা।
২৯. সব শিয়ালেরা এক বা- সমদলভুক্ত সকল ব্যক্তির একই রকম মত।
৩০. শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল-অসৎ ব্যক্তিকে অসৎ ব্যক্তি সমর্থন করে।
৩১. শুকনো কথায় চিড়ে ভিজানো-শুধু মুখের কথায় কাজ হয় না।
৩২. শুকরের পাল ধোয়ানো-অনভীপ্সিত ও গুণহীন প্রচুর সন্তান।
৩৩. ষাঁড়ের গোবর ষাঁড়ের নাদ-অকর্মণ্য লোক, ষাঁড়ের গোবর যেমন হিন্দু ধর্মের ধর্মকার্যে ব্যবহার করা হয় না।
৩৪. গোকুলের ষাঁড়- বৃন্দাবনের মুক্ত ষাঁড়ের মত স্বেচ্ছা-বিহারী দায়িত্বহীন ব্যক্তি।
৩৫. ষোল আনা বাজিয়ে নেওয়া-সর্বদিক থেকে বিচার করে নেওয়া।
৩৬. অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট-বহু কর্তায় অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।
৩৭. গণ্ডূষ জলে সফরীর ফরফরানি-অতি অল্প পানিতে পুঁটি মাছের ফর ফর করে ঘোরা।

৩৮. ধরাকে সরা জ্ঞান করা- মৃৎপাত্র বা সরার ন্যায় ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে করা।
৩৯. সস্তার কিস্তি মাত-পরিশ্রমে কোন বিষয়ে সাফল্য লাভ।
৪০. সাত চড়ে রা করে না/ বেরোয় না- সমস্ত অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য করে।
৪১. সাত নকলে আসল খাস্তা-বার বার নকল করতে করতে সূচনার যার নকল করা হয়েছে তা বিকৃত হওয়া।
৪২. সাত পুরুষে না শোনা- বংশানুক্রমে না শুনা।
৪৩. সাতেও নেই পাঁচেও নেই-সংশ্রবশূণ্য।
৪৪. সাপটা ধরে কেনা-একদামে সমস্ত জিনিস কেনা।
৪৫. সাপের হাঁচি বেদেয় চিনে-অভিজ্ঞ লোকের লক্ষণ দেখে চিনতে ভুল করে না।
৪৬. সাপের হাঁড়ি-অতিশয় কোপনস্বভাবা নারী।
৪৭. সোনার কাঠি রুপোর কাঠি-জীবনকাঠি ও মরণকাঠি।
৪৮. সোনার দোয়াত কলম হওয়া-বিদ্বান ও বিত্তবান হওয়া।
৪৯. স্বভাব যায় না মলে ইল্লত যায় না ধুলে- পানি দ্বারা ধুলে ও নোংরামি দূর করা যেরূপ অসম্ভব।
৫০. ইস্তক জুতা সেলাই নাগাদ চণ্ডী পাঠ- সংসারের ছোট বড় সবধরনের কাজ।
৫১. ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে-যেখানে সেখানে আহার এবং হাটের চলার নিচে নিদ্রা।
৫২. হাটের দুয়ারে কপাট-অসম্ভব ব্যাপার।
৫৩. হাড়ে বাতাস লাগা-স্বস্তি-বোধ করা।
৫৪. হাড়ে দূর্বা গজানো-বিপুল প্রতীক্ষা।
৫৫. হাতে পাঁজি মঙ্গলবার-মীমাংসার নির্ভরযোগ্য উপায় থাকতে তর্ক বিতর্ক করা।
৫৬. হাতির ভোগ মুখে দূর্বা ঘাস-যেখানে প্রভূত ভোজের প্রয়োজন সেখানে অল্প খাদ্যর আয়োজন।
৫৭. অন্ধের নড়ি, অন্ধের যষ্টি-অসহায়ের সহায়।
৫৮. বজ্র আঁটুনি ফসকা গোড়া-কাজের আয়োজনের সময় খুব কড়াকড়ি কিন্তু কাজের সময় শিথিলতা।
৫৯. আঁত পাওয়া বার- মনের অভিপ্রায় জানা মুশকিল।
৬০. আধার ঘরের বাতি-আঁধার ঘরের মানিক।
৬১. আঁতুড়ে খোকা আঁতুড়ে ছেলে- সদ্যজাত শিশু।
৬২. এঁড়ে তেল দেওয়া-চাটুবাক্য তোষামোদ করা।
৬৩. এক গ্লাসের ইয়ার এক সানকির ইয়ার-অন্তরঙ্গ বন্ধু।
৬৪. কড়ি গোনা, কড়ি কাঠ গোনা-বেকার অবস্থা যাপন।
৬৫. ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া-মুরব্বিকে অতিক্রম বা অগাহ্য করে কার্যোদ্ধায়ের চেষ্টা করা।
৬৬. ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া-কাজ করার লোক দেখে আলস্য দেখানো।
৬৭. ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসা-অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ভাব, তিলেক বিলম্বে অস্থিরতার ভাব।
৬৮. চোদ্দ চাকার রথ দেখানো-মুশকিলে ফেলা।
৬৯. চোর কুঠরি, চোর কুঠুরি-ঘরের ভিতরের ছোট গুপ্ত ঘর।
৭০. চোর মরে, সাত ঘর মজায়ে-চোর ধরা পড়লে অনেক মকদ্দমায় জড়ায়।
৭১. বাড়িতে ছুঁচোর কেত্তন, বাইরে কোঁচার পত্তন-বাড়িতে চরম দরিদ্র অবস্থা বাইরে বড়লোকি প্রদর্শন।
৭২. ছুঁচোর মেরে হাত গন্ধ করা- তুচ্ছ ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়ে অখ্যাতি লাভ করা।
৭৩. ধারে কাটা আর ভারে কাটা-স্বাভাবিক ক্ষমতায় কাজ করা।
৭৪. যার ধন তার নয়, নেপোয় মারে দই-পরিশ্রমী ব্যক্তিকে বঞ্চনা করে ধূর্ত লোকের ফল প্রাপ্তি।
৭৫. আপনা মাংসে হরিনা বৈরি-, হরিণের শত্রু তার মাংস।

ওয়ারেন বাফেট এর ১৬টি অসাধারণ উক্তি (ব্যাখ্যাসহ)

একবার হলেও পড়া উচিত

বিশ্বের শীর্ষ ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হলেন ওয়ারেন বাফেট। ওয়ারেন বাফেট এর কিছু অসাধারণ উক্তি আছে যা মানুষ এ উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে পারে। তার বিখ্যাত ও মূল্যবান বাণী বা উক্তিগুলো নিচে তুলে ধরা হলো-

❑ **উপার্জনঃ** কখনো একটি উৎসের উপর নির্ভর করবেন না। আয়ের অনেকগুলো উৎস রাখুন। বিনিয়োগের মাধ্যমে আরেকটি উৎস তৈরি করুন ।

❑ **খরচঃ** ব্যয় করার পর যা রয়ে যায় তা না বাচিয়ে বরং টাকা বাচানোর পর অবশিষ্ট অংশ ব্যয় করুন।

❑ **সঞ্চয়ঃ** খরচের পর যা অবশিষ্ট থাকে তা সঞ্চয় না করে বরং সঞ্চয়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে তা খরচ করুন।

❑ **ঝুঁকিঃ** আপনার উভয় পা ডুবিয়ে দিয়ে কখনও নদীর গভীরতা মাপবেন না। অর্থাৎ কখনো দুই পায়ে নদীর মধ্যে নামবেন না একটি পা ডাঙায় রেখে আরেকটি দিয়ে গভীরতা মাপুন (যখন ঝুঁকি নেবেন তার আগে থেকেই বিকল্প প্রস্তুত রাখুন)।

❑ **বিনিয়োগঃ** কখনো আপনার সব ডিম (সব বিনিয়োগ) এক ঝুড়িতে রাখবেন না (এক খাতে করবেন না) বরং অল্প অল্প করে অনেক খাতে বিনিয়োগ করুন।

❑ **প্রত্যাশাঃ** সততা খুবই দামী একটা উপহার। তা কখনই সস্তা লোকদের নিকট থেকে আশা করবেন না।

❑ **জিনিস কেনাঃ** অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনা বন্ধ না করলে এক সময় দেখবেন প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্য আপনার কাছে পর্যাপ্ত টাকা নেই। অর্থাৎ আপনার যা প্রয়োজন নেই তা যদি আপনি ক্রয় করেন, তবে শীঘ্রই আপনার যা প্রয়োজন তা আপনাকে বিক্রি করতে হবে।

❑ আপনি সারা জীবনে খুবই অল্প সংখ্যক ঠিক কাজ করতে পারবেন। কাজেই বেশি পরিমাণে ভুল কাজ করবেন না।

❑ **শর্ত নম্বর ১ :** কখনই আর্থিক লোকসান করবেন না। শর্ত নম্বর ২ : কখনই শর্ত নম্বর ১ ভুলবেন না।

❑ নিজেকে গর্তের মধ্যে খুঁজে পেলে গর্ত খোঁড়া বন্ধ করাই গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

❑ আপনি কী করছেন তা না জানা থেকেই ঝুঁকির আগমন ঘটে।

❑ আজ কেউ ছায়ায় বসে আছে কারণ অনেক আগে কেউ গাছটি লাগিয়েছিলেন।

❑ সাত ফুট উঁচু কাঠির উপর দিয়ে আমি লাফ না মেরে এক ফুট উচ্চতার কাঠি পেরুতে চাই- যা আমি খুব সহজেই হেঁটে পার হতে পারি।

শিক্ষা বিষয়ে ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত উক্তি.....

১. একজন শিক্ষক সামগ্রিকভাবে প্রভাব ফেলে, কেউ বলতে পারে না তার প্রভাব কোথায় গিয়ে শেষ হয়।- হেনরি এডামস

২. মাঝারি মানের শিক্ষক বলেন, ভাল শিক্ষক বুঝিয়ে দেন, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক করে দেখান, মহান শিক্ষক অনুপ্রাণিত করেন।- উইলিয়াম আর্থার ওয়ার্ড

৩. স্কুল জীবনের প্রস্তুতির জন্যে তৈরি হওয়া উচিত নয়। স্কুলই জীবন হওয়া উচিত।- এলবার্ট হাবার্ড

৪. ভাবনার জগতের সাথে একাত্ম হওয়া- এটাই হলো শিক্ষা।- এডিথ হেমিলটন

৫. শিক্ষা হলো সভ্যতার রূপায়ন।- উইল এণ্ড এরিয়াল ডুরান্ট

৬. মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত মানুষের শিক্ষা সমাপ্ত হয় না।- রবার্ট ই লি

৭. মানুষের সুখী হওয়ার জন্যে সবচেয়ে বেশি দরকার বুদ্ধির- এবং শিক্ষার মাধ্যমে এর বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব।- বার্ট্রাণ্ড রাসেল

৮. শেখাতে গেলেই শেখা হয়।- জাপানী প্রবাদ

৯. আমি শুনলাম এবং ভুলে গেলাম, আমি দেখলাম এবং মনে রাখলাম, আমি করলাম আর বুঝতেও পারলাম।- চীনা প্রবাদ

১০. আমরা অজ্ঞ থাকবো বলে বদ্ধপরিকর ছিলাম আর আমাদের শিক্ষকরা আমাদের মন পাল্টানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিলো।- এলান ব্রায়েন

১১. শিক্ষার প্রথম কাজ হলো কৌতুহলের শিকে ছেঁড়া।- আইভরি ব্রাউন

১২. আপনি একদিনের জন্য একটা ছাত্রকে একটা পড়া পড়াতে পারেন; কিন্তু যদি তাকে আপনি কৌতুহলী হতে শেখান সে যতোদিন বাঁচবে শিক্ষা চালিয়েই যাবে।- ক্লে পি. বেডফোর্ড

৫০টি লাইফ চেইঞ্জ বাণী বা উক্তি যা আপনার জীবনের চিন্তাভাবনাকে বদলে দিতে পারে...!!

যার কথার চেয়ে কাজের পরিমাণ বেশী, সাফল্য তার কাছেই এসে ধরা দেয়। কারণ, যে নদী যত গভীর তার বয়ে যাওয়ার শব্দ তত কম।

- একজন জ্ঞানী জানেন যে তিনি কী জানেন না। আর একজন মূর্খ নিজেকে সবসময় সবজান্তা মনে করে।
- আজ পর্যন্ত কোন ভিক্ষুক দাতা বা স্বাবলম্বী হতে পারে নি। যে হাত নিতে অভ্যস্ত সে হাত কখনো দিতে পারে না।
- আমরা খ্যাতিমান হতে চাই। কিন্তু খ্যাতির জন্যে নীরব সাধনা ও প্রয়োজনীয় কষ্ট স্বীকার করি না। ফলে সাধনাও হয় না, খ্যাতির শীর্ষেও পৌঁছতে পারি না।
- ব্যক্তিগত খেয়াল বা আবেগ আর জীবনের লক্ষ্যকে এক করে ফেলবেন না। লক্ষ্যকে যখন সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবেন তখন তা আপনাকে আবেগের উর্ধ্বে নিয়ে যাবে।
- সুযোগের সাথে জড়িত ঝুঁকি গ্রহণে সাহসী হোন।
- যখনই আপনি অনুভব করবেন যে, আপনার শরীরের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তখনই আপনি সুস্বাস্থ্যের সুপ্রভাতে উপনীত হবেন।
- নিরাময়ের জন্যে আপনার প্রথম প্রয়োজন এক প্রশান্ত মন।
- 'সমস্যা' শব্দটির পরিবর্তে 'সম্ভাবনা' শব্দটি বেশি ব্যবহার করুন।
- শৃঙ্খলা জীবনকে সমৃদ্ধ করে। লোহা ও চুম্বকের রাসায়নিক উপাদান এক হলেও সুশৃঙ্খল আণবিক বিন্যাসের কারণে চুম্বকের রয়েছে আকর্ষণী শক্তি যা লোহার নেই।
- ব্যর্থরা অবচেতনভাবে ব্যর্থতার সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করে। সচেতনভাবে সাফল্যের সঙ্গে একাত্ম হলে সাফল্যই আপনার দিকে আকৃষ্ট হবে।
- সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে ৪ গ্লাস পানি পানের অভ্যাস করুন। এতে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হবে, সহজে পেটের কোন পীড়া হবে না।
- সহপাঠী বা প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক আর বন্ধুত্ব এক নয়। চেতনা ও আদর্শের মিল রয়েছে এমন কারো সঙ্গেই বন্ধুত্ব হতে পারে।
- কর্মস্থলে প্রতিযোগীকে সবসময় শ্রদ্ধা করুন। শক্তিশালী প্রতিযোগী আপনার মেধার সর্বোত্তম বিকাশে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।
- শোষিতরা শোষিতের হাতেই সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়। যে কখনো সম্মান পায় নি সে জানে না অন্যকে কিভাবে সম্মান করতে হয়।
- আপনার সময় নেই-- এ অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সময় কোন কাজে ব্যয় করবেন তা নির্ধারণের অধিকার আপনার রয়েছে।
- আত্মকেন্দ্রিকতা ও 'আমারটা আগে' এ দৃষ্টিভঙ্গি জীবনকে এক ক্লান্তিকর বোঝায় পরিণত করে। আর বিনয়, সহানুভূতি ও উপকার যত ক্ষুদ্রই হোক জীবনকে প্রাণবন্ত ও হাস্যোজ্জ্বল করে তোলে।
- নিয়ত বা অভিপ্রায় হচ্ছে মনের লাগাম। নিয়ত মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, দেহকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, দেহ-মনে নতুন বাস্তবতার জন্ম দেয়।
- মুক্ত বিশ্বাস হচ্ছে সকল সাফল্য, সকল অর্জনের ভিত্তি। বিশ্বাসই রোগ নিরাময় করে, মেধাকে বিকশিত করে, যোগ্যতাকে কাজে লাগায়, দক্ষতা সৃষ্টি করে। ব্যর্থতাকে সাফল্যে আর অশান্তিকে প্রশান্তিতে রূপান্তরিত করে।

- সুন্দর প্রত্যাশা ও প্রত্যয় নিয়ে দিন শুরু করুন। ঘুম ভাঙতেই বলুন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ/থ্যাঙ্কস গড বা প্রভু ধন্যবাদ, একটি নতুন দিনের জন্যে। দিনের সমাপ্তিও ঘটবে এইভাবে।
- যা করতে পারবেন না বা করবেন না, সে ব্যাপারে বিনয়ের সাথে প্রথমেই 'না' বলুন।
- কাউকে অভিনন্দন জানানোর সুযোগ পেলে আন্তরিকভাবে জানান।
- স্থান-কাল-পাত্র বুঝে হাসিমুখে কথা বলুন। হৃদয়ের আন্তরিকতা মুখের হাসিতে শতগুনে প্রস্ফুটিত হয়।
- প্রস্তুতি ছাড়া যাত্রা পথের কষ্টকে বাড়িয়ে দেয়। স্বপ্ন ও বিশ্বাস পথ চলার সে প্রস্তুতিরই সূচনা করে।
- প্রতিটি কাজ করার আগে অন্তত একবার নিজেকে জিজ্ঞেস করুন কাজটি আপনি কেন করবেন।
- নিজের কাছে নিজ সততা বজায় রাখুন। প্রতিটি কাজে আপনার পক্ষে যা করা সম্ভব, আন্তরিকতার সঙ্গে করুন।
- বুদ্ধিমান সবসময় কথা বা কাজের আগে চিন্তা করে। আর বোকারা চিন্তা করে (পস্তায়) কাজের পরে।
- একজন মানুষকে তার নাম ধরে সম্বোধন করুন। আলাপ-আলোচনায় একাধিকবার তার নাম উল্লেখ করুন।
- কাজ শেষ না হতে পারিশ্রমিক শোধ করবেন না।
- যে কোন সঙ্কটকে বিপদ না ভেবে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিন।
- দেহ হচ্ছে সেরা ওষুধ কারখানা। যখন যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু ওষুধই সে তৈরি করে। আর এ ওষুধ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে পুরোপুরি মুক্ত।
- দায়িত্ব নিতে ভয় পাবেন না। তাহলেই নতুন কিছু শিখতে পারবেন।
- কাজে উদ্যোগী না হলে প্রতিটি কাজই অসম্ভব মনে হয়।
- 'আমি এ বিষয়ে জানি না' এ কথাটি বলতে কখনও ভয় পাবেন না।
- 'আমি দুঃখিত' কথাটি সব সময় আন্তরিকতার সাথে উচ্চারণ করুন।
- দীর্ঘসূত্রিতা ও আলস্যকে প্রশ্রয় দেবেন না। যখন যা করা প্রয়োজন, তখনই তা করুন।
- প্রকৃতির সাথে একাত্ম হোন। প্রকৃতি মন, দেহ ও আত্মার মাঝে সব সময় ভারসাম্য এনে দেয়।
- নীরব মুহূর্তে প্রতিদিন অন্তত একবার করে বলুন, 'আমি সাহসী'।
- একটি কাজ না করার পেছনে হাজারটি অজুহাত দেখানো যায়, কিন্তু কাজটি করার জন্যে একটি কারণই যথেষ্ট।
- জীবনে ব্যর্থতার প্রধান দুটি কারণ হচ্ছে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাব।
- সমস্যায় পড়লেই সমাধানের জন্যে উৎকণ্ঠিত হবেন না। সমস্যাকে তার প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ছেড়ে দিন। প্রতিটি সমস্যার মধ্যেই নতুন সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে।
- যে কোন ঘটনাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করাই হচ্ছে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।
- প্রশান্ত মনই হচ্ছে শক্তির আসল ফল্গুধারা। মন প্রশান্ত হলে অন্তরের শক্তি জাগ্রত হয় এবং আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবকে সম্ভব করে।
- প্রো-একটিভ হোন। প্রো-একটিভ মানুষের প্রতি অন্যরা আকৃষ্ট হয়। রি-একটিভ ব্যক্তি সবসময়ই মানুষের বিতৃষ্ণার কারণ হয়।
- কারও রুমে ঢোকার সময় আত্মপ্রত্যয়ের সাথে ঢুকুন।
- রাগান্বিত অবস্থায় কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না।
- দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে।
- যার হারানোর কিছু নেই, তার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।
- সাহসী ও ঝুঁকি গ্রহণে উৎসাহী হোন। সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। পেছনের দিকে তাকালে দেখবেন, কাজ করে অনুতপ্ত হওয়ার চেয়ে যে সুযোগ আপনি হাতছাড়া করেছেন, তা নিয়েই অনুতপ্ত হচ্ছেন বেশি।
- কান পেতে থাকুন। সুযোগ অনেক সময়ই দরজায় খুব আস্তে করে টোকা দেয়।
- হেসে কথা বলুন। এতে আপনি শুধু নিজেই আনন্দিত হবেন না, অন্যরাও খুশি হবে।
- দিনে কমপক্ষে ২০ বার বলুন- "আমি বেশ ভাল আছি।"
- কারও আশাকে নষ্ট করবেন না। হয়তো এই আশাই তার শেষ সম্বল।

- রাগ, অভিমান ও অভিযোগ বোকা ও দুর্বলরা করে। বুদ্ধিমানরা পরিস্থিতি পরিবর্তনে বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ করে।
- নিরাময়ের জন্য প্রয়োজন এক প্রশান্ত মন। আপনার মন ভালো তো সব ভালো।
- কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন না। একটু থামুন। লম্বা দম নিন। মনকে জিজ্ঞেস করুন, 'এ মুহূর্তে আমার কি করণীয়?'
- প্রতিটি কাজ শুরু হয় শুন্য থেকে। ধাপে ধাপে তা পূর্ণতা পায়।
- দুঃখবিলাস বা কোন কিছুই ভালো না লাগা আলস্যের একটি রূপ। যারা কিছু করে না, তাদেরই আসলে কিছুই ভালো লাগে না। আর যারা ব্যস্ত তাদের কিছু ভালো না লাগার কোনো সুযোগ থাকে না।

তথ্যসূত্রঃ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

হযরত আলী (রাঃ)-এর বিখ্যাত বাণী বা উক্তিসমূহ

☆ অসৎ লোকের ধন-দৌলত পৃথিবীতে সৃষ্ট জীবের বিপদ- আপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

☆ অনুশোচনা খারাপ কাজকে বিলুপ্ত করে আর অহংকার ভালো কাজকে ধ্বংস করে।

☆ অভ্যাসকে জয় করাই পরম বিজয়।

☆ আত্মতুষ্টি নিশ্চিতভাবে নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ।

☆ অনর্থক কামনা নিজেই একটি ধ্বংসাত্মক সঙ্গী, আর বদ অভ্যাস সৃষ্টি করে একটি ভয়াবহ শত্রু।

☆ গোপন কথা যতক্ষণ তোমার কাছে আছে সে তোমার বন্দী। কিন্তু কারো নিকট তা প্রকাশ করা মাত্রই তুমি তার বন্দী হয়ে গেলে।

☆ ছোট পাপকে ছোট বলিয়া অবহেলা করিও না, ছোটদের সমষ্টিই বড় হয়।

☆ যা তুমি নিজে করো না বা করতে পারো না, তা অন্যকে উপদেশ দিও না।

☆ যে নিজের মর্যাদা বোঝে না অন্যেও তার মর্যাদা দেয় না।

☆ যৌবনের অপচয়কৃত সময়ের ক্ষতি অবশ্যই পূরণ করতে হবে, যদি তুমি সন্তোষজনক সমাপ্তি অনুসন্ধান করো।

☆ ত্বরিত ক্ষমা-প্রদর্শন ভদ্রতার নিদর্শন আর ত্বরিত প্রতিশোধ গ্রহণ হীনতার পরিচায়ক।

☆ তোমার যা ভাল লাগে তাই জগৎকে দান কর, বিনিময়ে তুমিও অনেক ভালো জিনিস লাভ করবে।

☆ দ্রুত ক্ষমা করে দেয়া সম্মান বয়ে আনে আর দ্রুত প্রতিশোধ পরায়ণতা অসম্মান বয়ে আনে।

☆ দুনিয়াতে সব চেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে নিজেকে সংশোধন করা আর সবচেয়ে সহজ কাজ হচ্ছে অন্যের সমালোচনা করা ।

☆ দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা যত বেশি হবে, আল্লাহর প্রতি ততোটাই কম হবে।

☆ নিজের মহানুভবতার কথা গোপন রাখো, আর তোমার প্রতি অন্যের মহানুভবতার কথা প্রচার করো।

☆ নীচ লোকের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে অশ্লীল বাক্য।

☆ পাথরের মত হয়োনা, যে নিজে অন্যের পথরোধ করে।

☆ পুণ্য অর্জন অপেক্ষা পাপ বর্জন শ্রেষ্ঠতর ।

☆ বিপদে অস্থিরতা নিজেই একটি বড় বিপদ।

☆ বুদ্ধিমানেরা বিনয়ের দ্বারা সম্মান অর্জন করে, আর বোকারা ঔদ্ধত্যের দ্বারা অপদস্ত হয়।

☆ মানুষের কিসের এত অহংকার, যার শুরু একফোটা রক্তবিন্দু দিয়ে আর শেষ হয় মৃত্তিকায়।

☆ মন্দ লোক অন্যদের সম্পর্কে ভালো ধারণা করতে পারে না, সর্বোচ্চ সে তাদেরকেও নিজের মত মনে করে।

☆ মনে রেখো তোমার শত্রুর শত্রু তোমার বন্ধু, আর তোমার শত্রুর বন্ধু তোমার শত্রু।

☆ রাজ্যের পতন হয় দেশ হতে সুবিচার উঠে গেলে, কারণ সুবিচারে রাজ্য স্থায়ী হয়। সুবিচারকের কোন বন্ধুর দরকার হয় না।

☆ শত্রুরা শত্রুতা করতে কৌশলে ব্যর্থ হলে তারপর বন্ধুত্বের সুরত ধরে।

☆ সম্মুখে তারিফ করে যে জন, জানিও দুষমন সে জন।

'বড়লোক' হতে আপনার বাধা এই বিষয়গুলো

মার্কিন লেখক এবং মিলিয়নেয়ার স্টিভ সিবোল্ড তার বইতে লিখেছেন, 'রোজগার করার সুযোগ প্রত্যেকের কাছে সমানই থাকে। তবে কেউ সেটাকে কাজে লাগায় কেউ লাগায় না। আপনি কাজে লাগাচ্ছেন? আপনার মাস গেলে যে রোজগার হয় তাতে আপনি খুশি? আপনি বড়লোক হতে চান? প্রশ্ন গুলো প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রাসাঙ্গিক। বড়লোক কে না হতে চায় বলুন! তবে চাইলেই তা হওয়া যায় না। বিশেষ করে যদি এই লক্ষণগুলি আপনার মধ্যে থাকে তবে সেটা স্বপ্নই থেকে যাবে। লক্ষণগুলির সঙ্গে আপনি নিজেকে মেলাতে পারেন, তবে অবিলম্বে পাল্টে ফেলুন। দেখে নিন কী কী সেই লক্ষণগুলি :

১. আয় না বাড়িয়ে সঞ্চয়ের দিকেই জোর : সঞ্চয় করা সম্পদ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান শর্ত। তবে শুধু সঞ্চয়ের দিকে মন দিলে হবে না। তার সঙ্গে রোজগার বাড়ানোর দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। রোজগার বাড়লেই সঞ্চয় বাড়াতে পারবেন।

২. বিনিয়োগে অনীহা : বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, টাকায় টাকা টানে। একদম ঠিক কথা। আপনার কাছে টাকা না থাকলে আপনি তা বাড়াবেন কী করে! আর শুধু থাকলেই হবে না, তা বাড়াতে জানতেও হবে। আর তার জন্য বিনিয়োগ খুবই প্রয়োজন। যারা শুধু জমিয়ে যান, বিনিয়োগ করেন না, তাদের সম্পদ বৃদ্ধির হার খুবই কম হয়। টাকা বাড়াতে হলে তা বিনিয়োগ করতে হবে। সেটাও দীর্ঘ মেয়াদী।

৩. বেতনেই খুশি : মাস গেলে ব্যাংকের টাকা মধুর এসএমএস। বেতন আপনার অ্যাকাউন্টে চলে এসেছে। ব্যস আপনি গদগদ হয়ে গেলেন। যদি বড়লোক হওয়ার বাসনা থাকে, তবে শুধু বেতনে খুশি হলে চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিছু করার চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখবেন, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। তাই নিজের উদ্যোগে কিছু করুন।

৪. সাধ্যের বাইরের জিনিস কেনা: বেতন বা রোজগারের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে জিনিসপত্র কিনতে শুরু করলেন। ভাবলেন, 'কোনও পরোয়া নেই, উগও আছে নো' সে আছে ঠিকই, কিন্তু টাকা তো আপনিই মেটাচ্ছেন। একটা কথা মনে রাখবেন, দরকার ছাড়াও যদি আপনি অযথা জিনিসপত্র কেনেন, তবে শিগগিরই আপনার দরকারি জিনিসপত্র বেচতে হতে পারে।

৫. অন্যের স্বপ্ন গড়ছেন আপনি : ছোটবেলায় বাবা-মা, বড় হওয়ার পর স্ত্রী বা সন্তান, অফিসে বস বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, এই সকলের স্বপ্নের বোঝা আপনার কাঁধে। আপনি তা নিরন্তর বয়ে বেড়াচ্ছেন। যদি এমনটা হয় তা হলে ভবিষ্যতে ভালো নয়। নিজে যেটা করছেন, সেই কাজকে ভালোবাসুন, বা ভালোবাসার কাজকে বেছে নিন। তা হলে কাজকে কাজ মনে হবে না। তাই অভ্যাস পাল্টান, জীবন পাল্টে যাবে।

৬. কমফোর্ট জোন ছাড়ব না : যা খুশি হয়ে যাক নিজের কমফোর্ট জোন ত্যাগ করব না। এটা একেবারে মার্কামারা মধ্যবিত্ত মানসিকতার লক্ষণ। টাকা রোজগার করতে হলে আপনাকে কষ্ট তো করতে হবেই। তাই মানসিক এবং শারীরিক স্বাচ্ছন্দের কথা ভাবলে রোজগার করবেন কী করে!

৭. কোনও পরিষ্কার চিন্তাধারা নেই : বড়লোক হতে চান, টাকাও রোজগার করতে চান, কিন্তু তার জন্য কোনও পরিষ্কার ধারণা বা চিন্তাধারা নেই। চলবে না। টাকা এমনি বাড়ে না। তার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। সঙ্গে পড়াশোনা এবং পরিস্কার চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। যদি ধারণা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকে, তবে সম্পদ বাড়ার বদলে কমে যেতে পারে।

৮. আগে খরচ পরে সঞ্চয় : মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একগুচ্ছ বিল। মোবাইল থেকে ট্যাক্স, বিদ্যুত, বাজার-হাট, আরও কত কী। সে সব মেটানোর পর সারা মাস একটা হাত খরচ। এ সব করে যদি বাচে তা হলে সঞ্চয়, নয় তো পরের মাসের অপেক্ষা। সব থকে বড় ভুল করছেন। মাসের প্রথমেই বাকি সব বিলের মতো সঞ্চয়কেও একটা বিল মনে করুন। রোজগারের অন্তত ১০ শতাংশ আলাদা করে সরিয়ে অন্য কোনও অ্যাকাউন্টে রেখে দিন। আর মনে করুন, ওটা আপনার টাকা নয়। এটাও একটা অভ্যাস। না করলে ভবিষ্যতে অঙ্কে বড় সমস্যায় পড়বেন। বড়লোক হওয়া তো দূরস্থান।

৯. 'বড়লোক হওয়া আমার কম্ম নয় : মনে যদি এই ধারণা পোষণ করেন, তবে সত্যিই পারবেন না। সিবোল্ড লিখছেন, 'মধ্যবিত্ত মানসিকতার লোকজন সব সময় এটা ভাবেন বড়লোক হওয়া শুধু ভাগ্যবান মানুষের কপালেই থাকে।' এই মানসিকতার কারণেই তারা পিছিয়ে থাকেন। অধ্যবসায়, পড়াশোনার সঙ্গে সাঙ্গে মানসিকতাও থাকা প্রয়োজন। না হলে পারবেন না।

লাইফের জন্য বিল গেটসের বেস্ট কিছু পরামর্শ

☞ **যত দ্রুত সম্ভব শুরু করুন ঃ** কোনো চিন্তা-ভাবনা কিংবা কোনো কাজ কারও জন্য ফেলে রাখবেন না। যেটা চিন্তা করেছেন সেটা শুরু করুন, আর যেটা শুরু করেছেন সেটা চালিয়ে যান। মনে রাখবেন, নিজের চিন্তা-ভাবনা দিয়ে শুরু করা কোনো কাজ ভুল হলেও ভবিষ্যতে হয়ত সেটা আপনার কাজে লাগতে পারে অথবা সেটাও আপনাকে কোনো ভালো ফল দিতে পারে।

☞ **প্রতিদিন নিজেকে সেরা উপহার দিতে হবেঃ** আপনি যা করবেন সেটাই আপনার বড় উপহার। সুতরাং এমন কিছু করবেন যেন ব্যর্থ হতে না হয় এবং আপনার করা কাজটি আপনার কাছে সব থেকে বড় উপহার হয়ে দাঁড়ায়।

☞ **নিজেই নিজের বস হোন ঃ** নিজেকে কখনও ছোট মনে করবেন না। কেননা একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন যে, পৃথিবীতে যারা বড় হয়েছে একদিন তারাও আপনার মত জায়গায় ছিল। আপনি যদি চেষ্টা করেন তাহলে আপনিও একদিন সেখানে পৌঁছতে পারবেন। আপনি যেখানেই কাজ করেন না কেন সবসময় মাথায় রাখবেন, আপনি আপনার বস। তাহলে সবসময় ভালো পারফরম্যান্স দিতে পারবেন।

☞ **প্রতিজ্ঞ এবং প্রত্যয়ী হোন ঃ** প্রতিজ্ঞা একটি মানুষকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। প্রতিজ্ঞার সাথে আর একটি বিষয় দরকার সেটা হল প্রত্যয়ী হওয়া। যদি আপনি প্রতিজ্ঞ হোন এবং প্রত্যয়ীও হোন তাহলে আপনার কোনো কিছুই ব্যর্থ হবে না। জীবনে উন্নতির জন্য এই দু'টা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

☞ **শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, জীবনই সেরা স্কুল ঃ** এই কথাটা বলার কারণ হল, স্কুল থেকে আপনি যেটা শিখছেন; সেটা অপরের জ্ঞান আপনি গ্রহণ করছেন। কিন্তু বাইরের বৃহৎ পরিসর থেকে আপনি যে জ্ঞান গ্রহণ করছেন এর থেকে বড় স্কুল হতে পারে না। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে জীবনকেই বড় স্কুল বলা হয়েছে।

☞ **আশা হারাবেন না ঃ** কোনো কিছুতে হার মানলে কখনও আশা হারাবেন না। মনে রাখবেন, যেটা হয় সেটা সবসময় ভালোর জন্য হয়। যে বিষয়ে আপনি হার মেনেছেন, আশা না হারিয়ে পুনরায় চেষ্টা করুন। হয়ত এর চেয়েও ভালো কিছু আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আশা হারিয়ে ফেললে জীবনে অনেক পিছিয়ে পড়বেন।

☞ **সমালোচনাকে স্বাগত জানান ঃ** যেখানে দেখবেন সমালোচনা হচ্ছে সেখানে নিজেকে একটু অপেক্ষা করান। একটি সমালোচনায় অনেক শ্রেণির অনেক ধরনের মানুষ থাকে। একজন থেকে অন্যজন অবশ্যই আলাদা। সুতরাং আপনি যদি একটি সমালোচনায় নিজেকে উপস্থিত করান তাহলে অনেক কিছু শিখতে পারবেন। মানুষের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে জানতে পারবেন। একটি সমালোচনা আপনার জন্য অনেক বড় একটি ভূমিকা পালন করে।

☞ **সাফল্যের হিসাব করুন ঃ** সাফল্য সবার জন্য নয়। সাফল্য অর্জন করতে হলে চাই অদম্য সাহস আর প্রতিভা। নিজেকে করতে হবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও প্রত্যয়ী। আপনি যখন কিছু শুরু করবেন, সবসময় সেটার সাফল্য নিয়ে ভাববেন। পরবর্তীতে সেটা যদি বিফলেও যায় হতাশ না হয়ে তার পেছনে লেগে থাকুন এবং সাফল্যের জন্য অপেক্ষা করুন।

☞ **জীবনটা সহজ নয় ঃ** 'জীবনে উন্নতি করবো'- এটা শুধু মুখে বললেই উন্নতি চলে আসবে না। জীবনটা এত সহজ নয়। জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপ অনেক কঠিন। আপনাকে জীবনে উন্নতি করতে হলে অনেক কঠিন কিছুর সম্মুখীন হতে হবে। তবেই না উন্নতি আসবে। জীবনটা অনেক কঠিন- এটা মেনে নিতে হবে।

কম্পিউটারের ফাংশন কী-এর ব্যবহার

ফাংশন কী: কম্পিউটার কি-বোর্ডের একেবারে উপরে থাকা এই ১২ বাটন খুব বেশি ব্যবহার না করলেও এগুলো কিন্তু একেবারেই অকেজো নয়। সবগুলোরই আছে ভিন্ন ভিন্ন কাজ। উইন্ডোজ থেকে ম্যাক, আলাদা অপারেটিং সিস্টেমের জন্য এদের ব্যবহার বিভিন্ন। উইন্ডোজের ক্ষেত্রে এই কি-গুলোর কাজ দেখে নিন এক নজরে-

* **F1:** বেশির ভাগ সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে F1 কি হেল্প বাটন হিসেবে কাজ করে। উউন্ডোজের নিজস্ব হেল্প কি-ও F1।

* **F2:** কোন হাইলাইটেড ফাইল বা ফোল্ডার রিনেম করার শর্টকাট হল F2 কি। মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে কোনো ডকুমেন্ট খুলতে ব্যবহার করা হয় alt+ctrl+f2.

* **F3:** উইন্ডোজ ডেস্কটপের ক্ষেত্রে F3 বাটন সার্চের কাজ করে। এই বাটন লেখা শেষ লাইন ফিরিয়ে আনবে।

* **F4:** উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার বা ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের ক্ষেত্রে F4 বাটন অ্যাড্রেস বার খোলার কাজ করে। অ্যাক্টিভ উউন্ডো একবারে বন্ধ করতে alt+F4 ব্যবহার হয়।

* **F5:** যে কোনো ব্রাউজারের ক্ষেত্রে F5 বাটন রিফ্রেশের কাজ করে। মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে বাটন একবারে Find, Replace, Go To ডায়লগ উইন্ডো খোলা যায়।

* **F6:** যে কোনও ব্রাউজারের ক্ষেত্রে বাটন অ্যাড্রেস বারে কার্সর নিয়ে যায়। কিছু ল্যাপটপের ক্ষেত্রে এই F6 বাটন দিয়ে ভলিউম কমানো যায়।

* **F7:** মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এবং আউটলুকের ক্ষেত্রে বানান এবং ব্যাকরণ চেক করার জন্য F7 বাটন ব্যবহৃত হয়। এই বাটনে ভলিউমও বাড়ানো যায়।

* **F8:** সেফ মোডে খুলতে F8 বাটন ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটারে এই কি দিয়ে উইন্ডোজ রিকভারি সিস্টেম শুরু করা যায়।

* **F9:** মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে F9 বাটন রিফ্রেশের কাজ করে। এই বাটন দিয়ে ব্রাইটনেস কমানো যায়।

* **F10:** যে কোন অ্যাক্টিভ উইন্ডোজের ক্ষেত্রে F10 বাটন দিয়ে মেন্যু বার খোলা হয়। কিছু ল্যাপটপের ক্ষেত্রে এই বাটন দিয়ে ব্রাইটনেস বাড়ানো যায়।

* **F11:** যে কোনো ব্রাউজারের ক্ষেত্রে F11 বাটন দিয়ে ফুল স্ক্রিন মোড অ্যাক্টিভ করা যায়। কিছু কম্পিউটারের Ctrl+F11 দিয়ে লুকানো পার্টিশন অ্যাক্টিভ করা যায়।

* **F12:** ফাংশন কি F12 মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কোনো ফাইল সেভ করতে ব্যবহৃত হয়।

কতিপয় হেলথ টিপস্

সুস্বাস্থ্যের মানদন্ড

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ১০টি মানদন্ড হলো-এক; কর্মশক্তিসম্পন্ন, স্বাভাবিকভাবে জীবনের বিভিন্ন কাজ মোকাবিলা করতে পারে। দুই: আশাবাদী, সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করতে পারে। তিন: নিয়মিত বিশ্রাম নেয়, খুব ভালো। চার: পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে, বিভিন্ন অবস্থায় মোকাবিলা করতে পারে। পাঁচ: সাধারণ সর্দি ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধক শক্তি আছে। ছয়: ওজন সঠিক, শরীরের সংগঠনিক দিক সঠিক। সাত: চোখ উজ্জ্বল, কোনো প্রদাহ রোগ নেই। আট: দাঁত পরিস্কার এবং সতেজ, ব্যথা নেই, দাঁতের মাড়ির রং স্বাভাবিক। নয়: চুলে উজ্জ্বলতা আছে, খুশকি নেই। দশ: হাড় স্বাস্থ্যবান, পেশি ও ত্বক নমনীয়, হাঁটাহাঁটি করলে কোনো অসুবিধা নেই।

দৌড়ান খালি পায়ে

জুতা পরে দৌড়ানোর চেয়ে খালি পায়ে দৌড়ালে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। এতে আপনার মস্তিষ্কের স্মৃতি ধারণক্ষমতা ও তথ্য পরিচালনা ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ফ্লোরিডার একদল গবেষক এই গবেষণা চালান। মস্তিষ্কের যে অংশে তথ্য সরবরাহ ও স্মৃতি জমা হয় সে অংশকে সাধারণভাবে কার্যকর মেমোরি বা ওয়ার্কিং মেমোরি বলা হয়। একটা মানুষের পুরো জীবন ওয়ার্কিং মেমোরি কাজ করে চলে। এর কার্যকর উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে জীবনের গুণগত মানোন্নয়ন সম্ভব। যা আমাদের আরো বেশি উপযুক্ত করে তুলতে পারে। গবেষকরা ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী ৭২ জনের ওপর গবেষণা চালান। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের তাদের পছন্দমতো জায়গায় প্রায় ১৬ মিনিট জুতাসহ ও জুতা ছাড়া দৌড়াতে বলেন। পারসেপচুয়াল অ্যান্ড মটর স্কিলস জার্নালে প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, খালি পায়ে দৌড়ানোর পরে ওয়ার্কিং মেমোরি জুতাসহ দৌড়ানোর তুলনায় প্রায় ১৬ ভাগ বেশি কার্যক্ষম হয়। জুতা পরে দৌড়ালে বস্তুত ওয়ার্কিং মেমোরি তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না।

সিগারেট ছাড়তে চাইলে....

জীবনে চলার পথে অফিসের কাজের চাপ ছাড়াও নানা ধরনের চাপ সামলাতে হয় আমাদের। এতো চাপে মাথা হয়ে যায় পুরো জ্যাম। আর সেই জ্যাম কাটানোর জন্যই ঘন ঘন সিগারেট টানেন অনেকে। ধূমপানের কারণে শরীরের অনেক ক্ষতি হয়। এ কারণে অনেকে চেষ্টা করেও সিগারেট খাওয়া ছাড়তে পারেন না। খুব সহজেই কিন্তু এ অভ্যাস ছাড়া সম্ভব। ভিটামিন সি'যুক্ত ফল খেলেই সিগারেট টানার ইচ্ছে চলে যায়। রোজ রাতে এবং দুপুরে খাওয়ার পর দুধ পান করুন। তারপর সিগারেট টেনে দেখুন। এমন তিতা লাগবে যে, নিজের মন থেকেই সিগারেট ছেড়ে দেবেন। অফিসে এমন কলিগের সঙ্গে মেলামেশা করুন যিনি বা যারা সিগারেটের বন্ধু নন। তাহলে ধীরে ধীরে আপনারও এ ইচ্ছা চলে যাবে। অফিসের বাইরে আড্ডা দেয়ার সময় মুখে চুইংগাম চিবাতে পারেন। খেয়াল রাখবেন, অবসর সময় যেন মুখ ফাঁকা না থাকে। মাথায় প্রচুর চাপ, সিগারেটের জন্য মন ছটফট করছে। এ রকম সময় জিভে খানিকটা লবণ দিয়ে দিন। দেখবেন, ধীরে ধীরে সিগারেট টানার ইচ্ছা চলে যাবে। সিগারেট টানা হঠাৎ করে ছেড়ে দিলে মোটা হয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। তাই সিগারেট ছেড়ে দেবেন বলে যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে আগে থেকেই ব্যায়ম করা শুরু করে দিন। নিয়মিত ব্যায়াম করার ফলে সিগারেট টানার প্রবণতাও ধীরে ধীরে লোপ পায়।

ক্যান্সার ঠেকায় বাদাম!

বাদাম শরীরে পুষ্টি জোগাতে খুবই কাজে আসে। এটি গ্লুকোজের মাত্রা ঠিক রেখে শরীরের জন্য ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে দেয়। বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে বাদাম খুবই উপকারী। কারণ বাদাম স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিও অর্ধেক নামিয়ে আনে। যারা সপ্তাহে অন্তত কয়েক দিন বাদাম খান, তাদের হৃদরোগের সম্ভাবনা ৭৪ শতাংশ কমে যায়। বাদাম খেলে ঘন ঘন ক্ষুধা লাগার প্রবণতা কমে আসে বলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। তবে বাদামে উচ্চমাত্রার ফ্যাট, চর্বি এবং ক্যালরি থাকায় এটি ডায়াবেটিস রোগীদের পরিমিত হারে খেতে হবে।

রাতে বেশি খাওয়া ভালো নয়

প্রায়শই রোগীরা বলে থাকেন ডাক্তার সাহেব আমি তো সারাদিন প্রায় কিছু খাই না। একটু চা কপি বিস্কুট আর রাতে বাসায় ফিরে একটু ভাত, মাছ, মাংস তরকারি এই তো। তারপরও ওজন কেন কমছে না। অনেক নারী বলে থাকেন সারাদিন শুধু একটু শসা বা গাজর খাই। রাতে ভাত। অনেকে আবার রাতে তেমন কিছু খান না। অনেকে দুপুরে ভাত খান। আর আইসক্রিম, ফাস্টফুড এসব খাবার মেনুর বাইরে থাকে। কেমন হওয়া উচিত খাবার তালিকা। এসব নিয়েও অনেকে প্রশ্ন করেন, আমি মাঝে

মাঝে ডায়েট চার্ট দেই। আমি ওজন কমানোর জন্য কাউকে ক্রাশ ডায়েটিং বা না খেয়ে শুকাতে বলি না। বরং ক্যালরি ঠিক রেখে যতটা খাদ্য নির্বাচন করা যায় ততই ভালো। তাই আমি ডায়েট নিয়ে যখন কথা বলি তখন যথা সম্ভব বিজ্ঞান সম্মত তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করি। যাহোক, ফিরে আসি রাতের খাবার প্রসঙ্গে। একজন চিকিৎসা হিসেবে যতখানি তথ্য পেয়েছি তাতে রাতে অধিক আহারের স্বপক্ষে কোনো যুক্তি পাইনি। বরং রাতে হালকা খাবার আহারের পক্ষে বেশিরভাগ পুষ্টি বিজ্ঞানী। রাতে অধিক আহারে সমস্যা কোথায়?

এ ব্যাপারটিও জানা দরকার। রাতে সাধারণত আমাদের কোন ফিজিক্যাল অ্যাকটিভিটি বা পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ে না। তাই আমরা আহার থেকে যে খাদ্য শক্তি পাই তা শরীরে জমা হয়। ফলে আমাদের শরীরের ওজন বেড়ে যেতে পারে। এছাড়া রাতে বেশি আহার করলে সকালে ঘুম থেকে উঠতেও বিলম্ব হয়। এছাড়া রাতে বেশি আহার করেই বিছানায় শরীর হেলিয়ে দেন। ফলে খাবার পেটের উপরিভাগে উঠে ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছেদায় চাপ দেয়। তখন বুকে ব্যথা হতে পারে। যাকে বলা হয় হার্ট বার্ন বা বুক জ্বালা-পোড়া। অনেকে এ ধরনের বুকের ব্যথাকে হার্টের সমস্যা মনে করেন। রাতে খাবার পরিমিত বা কম আহার করলে একদিকে যেমন স্বাস্থ্যকর, অন্যদিকে ওজন আধিক্য থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়।

অতিরিক্ত কাজ থেকে দুশ্চিন্তা

নতুন গবেষণার ফলাফল হচ্ছে, কাজপাগল মানুষের বিষণ্নতা, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। গবেষণাটি ইঙ্গিত করে, কাজকে আসক্তির পর্যায়ে নিয়ে গেলে তা জটিল মানসিক ও আবেগজনিত সমস্যার কারণ হতে পারে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, অস্বস্তি, হতাশা ইত্যাদির পাশাপাশি কাজ পাগল মানুষদের 'অ্যাটেনশন ডেফিসিয়েন্সি/হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিজঅর্ডার (এডিএইচডি) নামক মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত মনোযোগের সমস্যা, কাজে অস্থিরতা, না বুঝে কাজ করা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। আরো আছে 'অবসেসিভ-কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার (ওসিডি)'। যে কারণে রোগী অতিরিক্ত চিন্তা করে, ফলে একই কাজ বারবার করতে থাকে। নরওয়ের ইউনিভার্সিটি অব বার্গেন'য়ের গবেষক ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট সিসিলি স্কৌ অ্যান্ড্রেয়াসেন বলেন, 'মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার উপসর্গ নির্ণয়ের সব পরীক্ষাতেই স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় কাজ পাগলদের ফলাফল বেশি।' কাজের প্রতি আসক্তি আর মানসিক সমস্যার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের এই গবেষণায় মোট ১৬ হাজার ৪২৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ৩২ দশমিক ৭ শতাংশ কাজপাগল মানুষের মধ্যে 'এডিএইচডি'য়ের উপসর্গ পাওয়া গেছে। অপরদিকে স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে মাত্র ১২ দশমিক ৭ শতাংশের মাঝে এই উপসর্গ পাওয়া গেছে।

খালি পেটে চা নয়

সকালে উঠেই অনেকের বেড টি পানের অভ্যাস আছে। তবে চায়ের সঙ্গে টা অবশ্যই জরুরি। ভুলেও খালি পেটে চা পান করবেন না। এর অনেকগুলো ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। খালি পেটে ব্ল্যাক টি পান করলে পেট ফাঁপে। পেটে অস্বস্তি বোধ হয়। খালি পেটে চা পান করলে অ্যাসিডিটি বাড়ে। খালি পেটে চা পান করলে গ্যাস্ট্রিকের আশঙ্কা বাড়ে। খিদে নষ্ট হয়ে যায়। চায়ে ট্যানিন থাকার জন্য খালি পেটে পান করলে বমি বমি ভাব লাগতে পারে। খালি পেটে চা পান করলে শরীরের প্রোটিন ও অন্যান্য নিউট্রিয়েন্টসের সক্রিয়তা কমে যায়। যারা খালি পেটে কড়া চা পান করেন, তাদের আলসারের আশঙ্কা থাকে। খালি পেটে আদা চা পান করলে গ্যাসের সমস্যা বাড়তে পারে।

বিষণ্নতা রোধে ফল

প্রতিদিন অন্তত দুই টুকরো আপেল খেলে বিষণ্নতায় ভোগার সম্ভাবনা কমে যায়। বিশেষ করে মধ্যবয়স্ক মহিলাদের জন্য এটা বেশি কার্যকর। আর এই তথ্য বৃহস্পতিবার প্রকাশিত অস্ট্রেলিয়ান গবেষকদের গবেষণাপত্র থেকে জানা গেছে। এই সমীক্ষার জন্য অংশ নেয়া প্রায় ছয় হাজার জনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ফলের অ্যান্টি-ইনফ্লাম্যাটোরি বৈশিষ্ট্য শরীর ও মন ভালো রাখার জন্য রাসায়নিক

পদার্থের মাত্রা বাড়ায় যার সঙ্গে সুখ-সমৃদ্ধি চেতনা তৈরির সংযোগ রয়েছে। ইউনিভার্সিটি অফ কুইন্সল্যান্ডের অধ্যাপক গীতা মিশ্রা এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেন, 'মহিলাদের মধ্যে যারা প্রতিদিন দুই বা ততধিক ফল খেয়েছেন তারা বিষণ্নতার উপসর্গের বিষয়ে তুলনামূলক কম রিপোর্ট করেছেন। সমীক্ষার উপসংহারে বলা হয়, প্রতিদিন দুটি আপেল খেলে বিষণ্নতা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে থাকে। তবে বিষণ্নতার সঙ্গে সবজি খাওয়ার কোনো সংযোগ আছে কিনা তা নিশ্চিত করে স্থির করা যায়নি। মিশ্রা আরো বলেন, 'সবজি ও ফলের বিভিন্ন রকম প্রভাব জানার জন্য আরো গবেষণার প্রয়োজন। তবে ফলে রয়েছে উচ্চমাত্রায় অ্যান্টিইনফ্লামাটোরি বৈশিষ্ট্য এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, যেমন রেসভেরাট্রল যা সবজিতে পাওয়া যায় না।

দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে কালোজাম

বাজারে নানা রকম দেশি ফল পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। দেশি ফলের ভেতরে কালো জামের কদর রয়েছে বেশ। ফলটি স্বাস্থ্যের জন্য যথেষ্ট উপকারীও। কালোজামের মধ্যে পাওয়া ইলাজিক নামের এসিড, যা সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাব থেকে ত্বক ও চুলকে রক্ষা করে। এই ইলাজিক এসিড ক্ষতিকর ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কালোজাম হৃৎপিন্ডের অসুখ, জরায়ু, ডিম্বাশয়, মল্লার ও মুখের ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এ ফলে গ্লুকোজ, ডেক্সট্রোজ ও ফ্রুকটোজ রয়েছে, যা আপনাকে জোগায় কাজ করার শক্তি। জামের ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তিকে প্রখর করে। কালোজামে থাকা ভিটামিন সি গরমে ঠান্ডাজনিত জ্বর, কাশি ও টনসিল ফুলে যাওয়া প্রতিরোধ করে। দূর করে জ্বরজ্বর ভাব। আর দাঁত, চুল ও ত্বক সুন্দর করতেও এর অবদান অপরিসীম। বৃদ্ধ বয়সে চোখের অঙ্গ ও স্নায়ুগুলোকে কর্মময় করতে সাহায্য করে। উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য কালোজাম উপকারী। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ও রক্তে চিনির মাত্রা কমাতে সাহায্য করে জাম। পাকা কালোজাম বিট লবণ মাখিয়ে তিন থেকে চার ঘণ্টা রেখে ছেঁকে রস বের করে নিন। এই রস খেলে পাতলা পায়খানা, অরুচি ও বমিভাব দূর হবে।

সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠার কার্যকর উপায়

অসংখ্য পরিশ্রমী মানুষ একটা সমস্যাতেই ভুগছেন। সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারেন না। সোশ্যাল মিডিয়া 'কুয়োরা' বা বিভিন্ন বইয়ে এ বিষয়ে নানা পরামর্শ মিললেও লাভ হয় না। এখানে বিশেষজ্ঞরা দিয়েছেন কিছু কার্যকর পরামর্শ-

১. কক্ষে অবশ্যই একটি অ্যালার্ম ঘড়ি বা স্মার্টফোনের অ্যালার্ম ব্যবহার করবেন। স্মার্টফোনটি অ্যালার্ম ঘড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে হলে মাথার কাছাকাছি রাখা ভালো। তবে একটু দূরে রাখলে স্নুজ বাটনে চাপ দিতে হবে না।

২. দুপুরের পর বা বিকাল থেকে ক্যাফেইন খাওয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে আনবেন। এক গবেষণায় বলা হয়, ৪০০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন খেলে ৬ ঘণ্টা পর তা ঘুমের সমস্যা করে। স্বাভাবিক আকারের এক কাপ কফিতেই এ পরিমাণ ক্যাফেইন থাকে। বিকাল ৫ টার আগে থেকেই কফি খাওয়া বন্ধ করা উচিত।

৩. সকালে নতুন ধরনের কিছু করার কর্মসূচি ঠিক করে রাখুন। যদি ঘুম থেকে ওঠার পর দাঁত মাজা ও গোসল করা একমাত্র কাজ হয়ে থাকে, তবে আলসেমে চলে আসবেই। যদিও এগুলো প্রতিদিনের নির্দিষ্ট কাজ। তবুও নতুন কিছু করার পরিকল্পনা রাখুন। এতে ঘুম থেকে ওঠার কারণ খুঁজে পাবেন।

৪. সবার মাথায় থাকে পরদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার জন্য অ্যালার্ম দিয়ে রাখা। কিন্তু রাতে সময়মতো ঘুম হলেই না সকালে ওঠা সহজ কাজ হবে। তাই বিশেষজ্ঞদের মতে, রাতে ঘুমাতে যাওয়ার ক্ষেত্রেও অ্যালার্ম দেয়া উচিত। অরশ্য অ্যালার্ম বাজার অর্থ এই নয় যে, দ্রুত ঘুমের পোশাক পড়তে হবে। এর মাধ্যমে সময়মতো ঘুমের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

৫. রাতে বিছানায় শোয়ার পর তা যেন আনন্দময় হয়। অনেকে স্মার্টফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু এতে ঘুমের বারোটা বাজে। তাই প্রার্থনাকে সর্বোত্তম বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। রাতে খাওয়ার পর কম্পিউটার ও স্মার্টফোন বন্ধ করে, দাঁত মেজে এবং ঘরের বাতি বন্ধ করে প্রার্থনা করতে পারেন।

৬. এমন কোনো প্রতিষ্ঠানে রেজিস্ট্রেশন করুন যার জন্য অনেক সকালে উঠতে হয়। ইয়োগা ক্লাস বা জিমনেশিয়ামে ভর্তি হতে পারেন। সাধারণত সকাল ৬টা বা ৭টার দিকে এসব কাজের জন্য উঠতেই হবে। স্বাস্থ্যচর্চাও হবে আবার সকাল সকাল দিনটাও শুরু করতে পারবেন।

৭. সকালে ঘুম থেকে ওঠাতে পরিবারের অন্য কোনো সদস্যকে দায়িত্ব দিন। অনেক অ্যালার্ম ঘড়ির শব্দেও উঠতে পারেন না। কিংবা অ্যালার্ম বন্ধ করে আবারো ঘুমিয়ে পড়েন। এ ক্ষেত্রে বাড়ির কোনো সদস্য আপনাকে উঠতে বাধ্য করবেন।

৮. অনেকের ডিজিটাল কফি মেকার রয়েছে। কফি যখন প্রস্তুত তখন তা হুইসেল দেয়। কপি প্রস্তুতের সময়ক্লাব ঠিকঠাক করে দেয়া যায়। যখন ঘুম থেকে উঠতে হবে, সে সময়টি কফি মেকারে নির্দিষ্ট করে দিন।

৯. নেটফ্লিক্স বা ইন্সটাগ্রাম বা টুইটার ব্যবহার রাতে ঘুমের আগের নেশা হয়ে গেছে অনেকের। ডিজিটাল পর্দায় ব্লু লাইট মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করে দেয়। এতে ঘুম নষ্ট হয়। এই আলো দেহে মেলাটোনিন হরমোনের ক্ষরণ রোধ করে। এই হরমোন দেহকে প্রশান্তি আনে ও ঘুমের জন্যে প্রস্তুত করে।

১০. কুয়োরাতে আরেকেটা বুদ্ধি দিয়েছেন এক ব্যবহারকারী। বিছানায় ওঠার আগে এক গ্লাস পানি গিলে ফেলবেন। এতে ঠিক সকালে মূত্র ত্যাগের জন্যে উঠতেই হবে। ধরুন রাতে ৩০০ মিলিলিটার পানি খেয়ে বিছানায় গেলে ঠিক সকাল ৭ টায় ঘুম থেকে উঠতেই হবে।

মাথাব্যথা কমে যেসব খাবারে

জটিল থেকে সাধারণ অনেক কারণেই মাথাব্যথা হয়। কিছু খাবারে রয়েছে যেগুলো মাথাব্যথা কমাতে সাহায্য করে। দুধ মাথাব্যথা কমাতে বেশ সহায়ক। পানিশূন্যতার কারণে অনেক সময় মাথাব্যথা হয়। মাথাব্যথা কমাতে ননীবিহীন দুধ উপকার করে। শুধু তাই নয়, দুধে রয়েছে ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়াম। ননীবিহীন দুধ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও কাজ করে। পালংশাকের মধ্যে রয়েছে রিবোফ্লাভিন। এটি মাথাব্যথা কমাতে কাজ করে। মাইগ্রেন বা ঠান্ডার কারণে মাথাব্যথা হলে কফি পান করুন। কফির ক্যাফেইন মাথাব্যথা থেকে দ্রুত মুক্তি দিতে সাহায্য করবে। মাথাব্যথা কমাতে চর্বিযুক্ত মাছও খেতে পারেন। ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ মাছ, ভিটামিন বি৬ ও বি১২ সমৃদ্ধ মাছ খেতে পারেন এই সময়। তরমুজ শরীরকে আর্দ্র রাখে। এ ফলে রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম ও পটাশিয়াম। এতে শরীরের পুষ্টির চাহিদাও পূরণ হয়। মাথাব্যথা কমাতে কলা একটি ভালো খাবার। এর মধ্যে রয়েছে পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম। এটি শরীরে ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য রক্ষা করে, মাথাব্যথা কমায়। কাঠবাদামের মধ্যে রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম। এটি রক্তে শর্করার মাত্রা বজায় রাখে, মাথাব্যথা কমায়।

কটনবাড ব্যবহারে ক্ষতিই বেশি

কানের ময়লা বা ওয়াক্স পরিষ্কারের জন্য অনেকেই কটনবাড ব্যবহার করেন। তবে এতে সাময়িক স্বস্তিবোধ হলেও উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। ওয়াশিংটনের মাথা ও ঘাড় বিশেষজ্ঞ ফিটস জেরেল্ড বলেন, 'কটনবাড ব্যবহারজনিত কানের সমস্যা নিয়ে প্রতিদিনই অনেক রোগী আমাদের কাছে আসে। কানের ময়লা পরিষ্কার করতে হয় ভেবে মানুষ কটনবাড ব্যবহার করে। তবে কানের ময়লা এমনিতেই পরিষ্কার হয়ে যায়। বিশেষ কারণ ছাড়া আলাদাভাবে পরিষ্কার করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। প্রাকৃতিকভাবেই কানের ময়লা বেরিয়ে আসে।' কটনবাড ব্যবহারের কারণে বাইরের ময়লা পরিষ্কার হলেও ভেতরের ময়লা আরো বেশি ভেতরে প্রবেশ করে। আর এতে শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছেন জেরেল্ড। ম্যানহাটনের নিউইয়র্ক ওটোলজির পরিচালক ও এমডি সুজানা চন্দ্র শেখর জানান, কটনবাড ব্যবহারে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। এটি দীর্ঘমেয়াদি কানের ক্ষতি করে। এটি ব্যবহারের কারণে কানে সংক্রমণসহ ব্রণ, অস্বস্তি হতে পারে। এ ছাড়া ফাঙ্গাস সংক্রমণও হয় দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহার করলে। তাই কান পরিষ্কারে কটন বাডের কোনো প্রয়োজন নেই জানিয়ে দ্রুত এটি ব্যবহার বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

বেশি ঘুমালে হৃদরোগ হয়

ছয় ঘণ্টার কম ঘুমালে শরীরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। কিন্তু নতুন একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ১০ ঘণ্টার বেশি ঘুমালে ভবিষ্যতে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। যারা ছয় ঘণ্টার কম অথবা ১০ ঘণ্টার বেশি ঘুমায় তাদের ভবিষ্যতে বড় ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবার একেবারে কম অথবা অতিরিক্ত ঘুমের কারণে হৃদরোগের ঝুঁকিসহ ডায়াবেটিস, মেদ বেড়ে যাওয়া ও শরীর দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। তবে সাত থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুমানো একজন মানুষের শরীর সুস্থ রাখার জন্য যথেষ্ট।

ভাত নাকি রুটি কোনটা ভালো?

আমাদের প্রিয় খাবার ভাত আর মাছের ঝোল। কেউ কেউ ভাত খেতে এত ভালোবাসেন যে পারলে তিন বেলাই ভাত খান। তবে কেউ কেউ আবার ভাত খেতে একেবারেই ভালোবাসেন না বলে রুটিকেই প্রধান খাবার হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু এ দুটোর মধ্যে কোনটা বেশি উপকারী? ৩০ গ্রাম ভাতে কার্বোহাইড্রেট থাকে ২৩ গ্রাম। আর ৩০ গ্রাম আটার রুটিতে কার্বোহাইড্রেট থাকে ২২ গ্রাম। প্রোটিন ভাতে রয়েছে দুই গ্রাম, আটার রুটিতে তিন গ্রাম। ফ্যাট ভাতে রয়েছে শূন্য দশমিক এক গ্রাম, আটার রুটিতে শূন্য দশমিক পাঁচ গ্রাম। ফাইবার ভাতে রয়েছে শূন্য দশমিক এক গ্রাম, আটার রুটিতে শূন্য দশমিক সাত গ্রাম। আয়রন ভাতে রয়েছে শূন্য দশমিক দুই মিলিগ্রাম, রুটিতে দেড় মিলিগ্রাম। একই পরিমাণ ভাতে ক্যালসিয়াম থাকে তিন মিলিগ্রাম, আটার রুটিতে ১২ মিলিগ্রাম। এনার্জি ভাতে রয়েছে একশ ক্যালরি, আটার রুটিতেও একশ ক্যালরি। ভাত ও রুটি দুটিতেই আছে প্রচুর ফলেট যা নতুন কোষ গঠনে সাহায্য করে এবং রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ করে। শিশুর জন্মগত ত্রুটি ঠেকাতেও কার্যকর। সেই কারণে অন্তঃসত্ত্বাদের রুটির চেয়ে ভাত খাওয়া বেশি ভালো। রুটি ও ভাতে আয়রনের পরিমাণ সমান হলেও ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম ও পটাশিয়ামের পরিমাণ রুটির তুলনায় ভাতে কম। সব মিলিয়ে ভাত, রুটি দুটোতেই রয়েছে উপকার। দুটি খাবারই শরীরের কোনো না কোনো প্রয়োজন পূরণ করে।

ক্যান্সার ও ডায়াবেটিস ঠেকাবে যে সবজি

তেতো স্বাদের জন্য করলা অনেকেরই বেশ অপছন্দ। তবে স্বাদ তেতো হলেও সবজিটি বেশ স্বাস্থ্যকর। করলা ডায়াবেটিসের সঙ্গে লড়াই করে, ক্যান্সার প্রতিরোধেও কাজ করে। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি গবেষণায় বলা হয়েছে, করলা কিছু কিছু ক্যান্সার প্রতিরোধে বেশ চমৎকারভাবে কাজ করে। সেন্ট লুইস ইউনিভার্সিটি ক্যান্সার সেন্টারের গবেষকদের মতে, করলার মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী ক্যান্সাররোধী উপাদান। করলা ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস এবং ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে। আরেকটি গবেষণায় ইউনিভার্সিটি অব কলরাডো সেন্টারের একদল গবেষক বলেন, করলার জুস ক্যান্সারের চিকিৎসা কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমাতেও কাজ করে এবং টিউমারের বৃদ্ধির গতি ধীর করে। করলার মধ্যে থাকা গ্লাইকোপ্রোটিন ল্যাকটিন লিভার, প্রোস্টেট, কোলন, ফুসফুস, রক্তের ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে কাজ করে। এ ছাড়া করলা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতেও বেশ কাজ করে। তাই নিয়মিত করলা খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদরা।

হৃদরোগের আশঙ্কা বাড়ায় চিনি

চিনি খেতে কে না ভালোবাসে। কিন্তু এই চিনিই শরীরের জন্য হাজারো বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই চিনি খাওয়ার আগে একটু ভাবুন। নিজের অজান্তে নিজের ক্ষতিই ডেকে আনছেন না তো? চিনি না হলে খাবারের স্বাদই আসে না। কিন্তু এই চিনিতেই রয়েছে হাজারো বিপদ। রক্তচাপ বৃদ্ধিসহ হৃদরোগের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয় চিনি। অকাল বার্ধক্য টেনে আনতে সাহায্য করে চিনি। বেশি খেলে অল্প বয়সেই বুড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। চিনি দৃষ্টিশক্তি কমিয়ে দেয়। স্থূলতার কারণ হতে পারে বেশি চিনি খাওয়ার অভ্যাস। চিনি রক্তে ভিটামিন ই'র মাত্রা কমিয়ে দেয়। ব্যাকটেরিয়াজাত সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে শরীরে যে স্বাভাবিক প্রতিরোধ কৌশল তা অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। চিনি খাদ্যের প্রোটিন শোষণে বাধার সৃষ্টি করে। চিনি চোখে ছানি পড়া ত্বরান্বিত করে। অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার অভ্যাস মেজাজ খিটখিটে করে দেয়। চিনি ইমিউন সিস্টেমকে অবদমিত করে রাখে। বিভিন্ন এনজাইমের

পরিপাক ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। বাড়তি চিনি পারকিনসন্স রোগের প্রকোপ বাড়িয়ে দেয়। চিনি বেশি খেলে এক সময় তা অ্যালকোহল আসক্তির দিকেও টেনে নিয়ে যেতে পারে। তাই চিনি থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকুন।

টুথপেস্টের নানাবিধ ব্যবহার

টুথপেস্ট ছাড়া আমাদের একদিনও চলে না। প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর ও রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে টুথপেস্ট ব্যবহার নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার। দাঁতের সুরক্ষায় দিনে দুইবার এর ব্যবহারের পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। শুধু দাঁতকেই সুরক্ষা নয়, অন্যান্য কিছু কাজেও টুথপেস্টের ব্যবহারে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। এমনকি বিভিন্ন সমস্যায় তাৎক্ষণিক চিকিৎসার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে টুথপেস্ট।

☆ **পোড়ার জ্বালাতন কমায় টুথপেস্ট :** আগুনে বা ইস্ত্রিতে লেগে হাত পুড়ে গেলে দ্রুত সেখানে টুথপেস্ট লাগিয়ে নিন। এটি রান্নাঘরে ফার্স্ট এইড হিসেবে রেখে দিতে পারেন। সারা রাত পোড়া অংশে পেস্ট লাগিয়ে রাখলে তা শিগগিরই ভালো হয়ে যায়। এমনকি কালো দাগও পড়ে না।

☆ **পোকা-মাকড়ের কামড়ে শান্তিতে টুথপেস্ট** পোকা-মাকড়ের কামড়ে জ্বালা-পোড়া কমাতে তাৎক্ষণিক টুথপেস্ট দারুণ কাজ দেয়। টুথপেস্ট ব্যবহার করে মশার যন্ত্রণা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

☆ **নখ পরিষ্কার :** দাঁত মাজার সময় নখে একটু পেস্ট নিয়ে ঘষা-মাজা করুন। এতে নখগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি চকচক করবে এবং এর স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

☆ **ইস্ত্রির ধাতুর কালো দাগ তুলতে:** আয়রন করার সময় পানি ব্যবহারের কারণে এর ফোকরগুলোতে কালো দাগ পড়ে যায়। টুথপেস্টে সিলিকা থাকে। তাই এটি দিয়ে আয়রনের ধাতব পাতে ঘসলে এটি চকচকে হয়ে যায়।

☆ **আসবাবের দাগ তুলতে :** পানি বা পানীয়ের দাগ থেকে শুরু করে যেকোনো দাগ আসবাবের সৌন্দর্য নষ্ট করে। এসব স্থানে টুথপেস্ট লাগিয়ে শুকনো কিছু দিয়ে ঘষুন। এরপর শুকালে মুছে ফেলুন। দাগ উঠে যাবে।

☆ **চুল গোছাতে** চুলের জেলের মতো পদার্থ রয়েছে টুথপেস্টে। একে বলে ওয়াটার সল্যুবল পলিমার। এলোমেলো চুল গুছিয়ে নিতে যেভাবে জেল ব্যবহার করি, সেভাবেই পেস্ট ব্যবহার করে চুল পরিপাটি করে নিতে পারবেন।

☆ **গহনা পরিষ্কার রাখা :** টুথপেস্ট দিয়ে ধুয়ে নিলে স্বর্ণ, রূপা, হীরা ও জহরত ইত্যাদি চকচকে হয়ে যায়। ময়লা হওয়া গহনাগুলো সারারাত পেস্টের পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর সকালে উঠে হালকাভাবে পরিষ্কার করে নিন। তবে মুক্ত পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে টুথপেস্ট ব্যবহার না করাই ভালো।

☆ **কাপড়ের কালচে দাগ দূর করে টুথপেস্ট :** কার্পেটে দীর্ঘদিনের কালচে দাগ পড়লে পানি আর পেস্ট দিয়ে দাগের জায়গাটি ঘষে নিন। এরপর ব্রাশ দিয়ে ঘষুন। দেখবেন দাগ উঠে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেকোনো কাপড়ের দাগও পেস্ট দিয়ে দূর করা সম্ভব।

☆ **গোসলের পানি ফেনিল করতে :** বাথটবে গোসলের পানিতে ফেনিল করতে টুথপেস্ট ব্যবহার করা যায়। হাতে পেস্ট নিয়ে পানিতে দুই হাত ঘষাঘষি করলেই ফেনিল হয়ে যাবে। এতে চোখ জ্বলে না।

কিডনি নষ্টের ১০টি অনিয়ম

১. প্রস্রাব আটকে রাখা
২. পর্যাপ্ত পানি পান না করা
৩. অতিরিক্ত লবণ খাওয়া
৪. যেকোন সংক্রমণের দ্রুত চিকিৎসা না করা
৫. মাংস বেশি খাওয়া
৬. প্রয়োজনের তুলনায় কম খাওয়া
৭. অপরিমিত ব্যথার ওষুধ সেবন
৮. ওষুধ সেবনে অনিয়ম
৯. অতিরিক্ত মদ খাওয়া
১০. পর্যাপ্ত বিশ্রাম না নেওয়া

সুস্থভাবে বাঁচতে চাইলে মানতে হবে

১. ভোরে ঘুম থেকে উঠুন, হাঁটতে বের হবেন
২. দয়া করে সোজা হয়ে বসার অভ্যাস করুন
৩. ভালো করে চিবিয়ে খাবার খান
৪. তৈলাক্ত ও মিষ্টি খাবারকে "না" বলুন
৫. নিজের গাড়ি থাকলেও হেঁটে চলুন
৬. সবুজ সবজি আর ফলমূল হোক নিত্যসঙ্গী
৭. ঘরের কাজ নিজেই করুন
৮. কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকুন
৯. রাতে শোয়ার সময় ঢিলেঢালা পোষাক পরিধান করুন
১০. ক্রোধ সংবরণ করুন
১১. কথা বার্তায় সংযমী হোন
১২. কাজ জমিয়ে রাখবেন না
১৩. দয়া করে মানুষকে বিশ্বাস করতে শিখুন
১৪. সৎ চিন্তা করুন, অহংকার ঝেড়ে ফেলুন
১৫. অন্যায়কে "না" বলতে শিখুন

BANGLADESH
এর পূর্ণ অর্থ জেনে নিন

B = Blood (রক্তে)
A = Achieve (অর্জিত)
N = Noteworthy (স্মরণীয়)
G = Golden (সোনালী)
L = Land (ভূমি)
A = Admirable (প্রশংসিত)
D = Democratic (গণতান্ত্রিক)
E = Evergreen (চিরসবুজ)
S = Sacred (পবিত্র)
H = Habitation (বাসভূমি)
BANGLADESH এর অর্থ হলো "রক্তে অর্জিত স্মরণীয় সোনালী ভূমি, প্রশংসিত গণতান্ত্রিক চিরসবুজ পবিত্র বাসভূমি।"

সংগ্রহে রাখুন কাজে আসবে
(কবি = জন্ম-মৃত্যু)

- ঈশ্বরচন্দ্র = ১৮২০-১৮৯১
- মাইকেল = ১৮২৪-১৮৭৩
- বঙ্কিমচন্দ্র = ১৮৩৮-১৮৯৪
- মশাররফ = ১৮৪৭-১৯১১
- রবীন্দ্রনাথ = ১৮৬১-১৯৪১
- শরৎচন্দ্র = ১৮৭৬-১৯৩৮
- রোকেয়া = ১৮৮০-১৯৩২
- শহীদুল্লাহ = ১৮৮৫-১৯৬৯
- তারাশঙ্কর = ১৮৯৮-১৯৭১
- নজরুল = ১৮৯৯-১৯৭৬
- জীবনানন্দ = ১৮৯৯-১৯৫৪
- জসীমউদ্দীন = ১৯০৩-১৯৭৬
- মানিক = ১৯০৮-১৯৫৬
- সুফিয়া = ১৯১১-১৯৯৯
- আহসান = ১৯১৭-১৯৮৫
- শওকত = ১৯১৭-১৯৯৮
- ফররুখ = ১৯১৮-১৯৭৪
- আবু জাফর = ১৯১৯-১৯৮৮
- ওয়ালীউল্লাহ = ১৯২২-১৯৭১
- মুনীর = ১৯২৫-১৯৭১
- সুকান্ত = ১৯২৬-১৯৪৭
- রোমেনা = ১৯২৬-২০০৩
- শামসুর = ১৯২৯-২০০৬
- জহির = ১৯৩৫-১৯৭২
- সৈয়দ শামসুল = ১৯৩৫-২০১৬
- আখতারুজ্জামান = ১৯৪৩-১৯৯৭
- হুমায়ুন = ১৯৪৮-২০১২
- প্রমথ = ১৯৬৮-১৯৪৬

সন্তানের উপর বাবা মায়ের সর্বমোট ১৪টি হকের কথা মুসলমান সন্তান হিসেবে এখনই জেনে নিন।

☆ জীবিত অবস্থায় ৭টি হক:

১. আজমত অর্থাৎ পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
২. মনে-প্রাণে ভালোবাসা।
৩. সর্বদা তাদেরকে মেনে চলা।
৪. তাদের খেদমত করা।
৫. তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করা।
৬. তাদেরকে সবসময় সুখে শান্তিতে রাখার চেষ্টা করা।
৭. নিয়মিত তাদের সাথে সাক্ষাত ও দেখাশোনা করা।

☆ মৃত্যুর পর ৭টি হকঃ

১. তাদের মাগফেরাত এর জন্য দোয়া করা।
২. সওয়াব পৌঁছানো।
৩. তাদের সাথী সঙ্গী ও আত্মীয় স্বজনদের সম্মান করা।
৪. সাথী-সঙ্গী ও আত্মীয় স্বজনদের সাহায্য করা।
৫. ঋণ পরিশোধ ও আমানত আদায় করা।
৬. শরীয়ত সম্মত ওসিয়ত পূর্ণ করা।
৭. সাধ্যমত তাদের কবর জিয়ারত করা।

English Verbs of Body Movement